বুঝতে পারা এবং স্বাধীনতা

ইসলাম এবং ঈসায়ী তত্ত্বের বিস্তারিত তুলনা

লেখক: ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ
এক্সোডাস ফ্রম ডার্কনেস ইনকর্পোরেশন

বুঝতে পারা
এবং স্বাধীনতা

এই লেখকের অন্যান্য বই সমূহ

ছেড়ে আসা বাড়ি

ইসলাম ও ইবনুল্লাহ

সবার উপরে ঈসা মসীহ

এই বইয়ের বিষয়গুলো ডিভিডি এবং অডিও সিডিতে পাওয়া যায়। এই বইয়ে কিতাবের বরাতগুলোও ডিভিডি এবং অডিও সিডিতে আছে। সহায়ক উপকরণগুলো পাদটীকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ'র বইগুলো সম্পর্কে আরো জানতে খুঁজুন
ওয়েবসাইট: www.exodusfromdarkness.org
ইমেইল: 7spirits@gmail.com

বুঝতে পারা এবং স্বাধীনতা

ইসলাম এবং ঈসায়ী তত্ত্বের বিস্তারিত তুলনা

লেখক: ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ

এক্সোডাস ফ্রম ডার্কনেস ইনকর্পোরেশন

কপিরাইট: ২০১৬, এক্সোডাস ফ্রম ডার্কনেস ইনকর্পোরেশন
এই বইটি কপিরাইট করা আছে তবে এটি অবাধে সম্পূর্ণ বা আংশিক পুনঃঅনুলিপি ব্যবহার বা বিতরণ করা যেতে পারে, যদি কি না কপিরাইট পৃষ্ঠায়, লেখকের নাম ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ এবং প্রকাশকের নাম এক্সোডাস ফ্রম ডার্কনেস লেখা সংযুক্ত থাকে। এই বই বা এর কোনও অংশ যদি বক্তৃতা বা শিক্ষামূলক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে কৃতিত্ব অবশ্যই লেখককে দেওয়া উচিত। কোনও অবস্থাতেই, কোনভাবেই সম্পাদিত বা পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়।

লেখক: ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ
১৯৫৪ **বুঝতে পারা ও স্বাধীনতা:** ইসলাম ও ঈসায়ী তত্ত্বের মধ্যে বিস্তারিত তুলনা।

এক্সোডাস ফ্রম ডার্কনেস ইনকরপোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত
York, PA, USA.
ISBN: 978-0-6489558-1- 8

www.exodusfromdarkness.org

usa@exodusfromdarkness.org

সূচীপত্র

মুখবন্ধ (৭)

ভূমিকা (৯)

কেন আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান দরকার? (১৭)

আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা। কেন এবং কিভাবে? (৩০)

ড্যানিয়েলের জীবন থেকে ব্যক্তিগত পরিবর্তনের উদাহরণ (৪২)

ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে? (৫৮)

কীভাবে সত্যও মিথ্যা ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করা যায়? (৭৩)

ইসলামের আল্লাহ এবং ঈসায়ীদের ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য (৮৪)

ইসলামের আল্লাহ কি উত্তম পথ প্রদর্শক? (১০০)

আপনি কি ইসলামের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে শান্তি পেতে পারেন? (১১৯)

কুরআন কি সত্য ঈশ্বরের বাণী? (১৩২)

ইসলাম কি আসলেই সর্বশেষ এবং নিখুঁত ধর্ম? (১৫০)

ঈসা মসীহ বা মুহাম্মদ, কে আপনার জন্য ভাল নেতা ? (১৬৪)

ইসলামে নেতৃত্বের বিশৃঙ্খলা (১৭৫)

ইসলামের শরিয়া অথবা ঈসার মহব্বত- কোনটি ভাল? (১৮৮)

মানব জাতির শত্রু নয়, বন্ধু প্রয়োজন (২০০)

ঈসা মসীহের ইঞ্জিল সম্পর্কের বিষয়ে নিখুঁত নির্দেশনা আছে (২১১)
কুরআন ইসলামের রাসুলকে কিতাবুল মোকাদ্দসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে (২১৯)
ঈসায়ী ঈমানের বিষয়ে ইসলামের অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন (২৩২)
ইসলামের রাজনৈতিক খেলা তার নিজের ঈমানকে উপেক্ষা করে (২৪৫)
প্রতারনা, মিথ্যা ও রাজনৈতিক খেলা থেকে মুক্তির স্বাদ (২৬৩)
ঈসা মসীহের ছাড়া কোথাও নাজাত নেই (২৭২)
ঈসা সত্য, পথ, এবং জীবন (২৮৫)
গ্রন্থপঞ্জি (২৯৩)

মুখবন্ধ

এই বইটি ইসলামের প্রধান ঈমানগুলিকে আলোতে নিয়ে এসেছে এবং সেগুলির সাথে ঈসায়ী ও অন্যান্য ঈমানের তুলনা করেছে। এগুলি এমন বিষয় যা মুসলমানদের জানার জন্য মরিয়া হওয়া দরকার। ইসলামের নেতারা এবং আলেমগণ মুসলমানদেরকে কীভাবে অন্ধকারে রেখেছেন এটি তা প্রকাশ করে। ঈমান সম্পর্কে কিছু মূল সত্য তাদের জানতে দিতে চায় না।

আমি ইসলাম থেকে মসীহের পথে নিজের যাত্রার সময় যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি, এই বইটি সেগুলির প্রতিচ্ছবি। আমার যাত্রায় আমি বার বার অবাক হয়েছি যে আমাকে কীভাবে এবং কেন ইসলামের রাজনৈতিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখা হয়েছিল এবং বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলামকে জানতে দেওয়া হয়নি এবং আরও বড় বিষয় হলো ঈসা মসীহের সৌন্দর্য দেখার সুযোগও দেওয়া হয়নি।

আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে. ঈসা মসীহ আমার জীবন পরিবর্তন করেছেন এবং যে ধর্মীয় ও পার্থিব পরিকল্পনাগুলি যা মুসলিম সহ অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে সেগুলি সম্পর্কে লোকদের জানাতে ব্যবহার করেছেন। আমার মোনাজাত যেন এই বইয়ের বিষয়-বস্তুগুলি বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মুসলিম এবং অমুসলিমদের কাছে আলো হয়ে ওঠে এবং শান্তি-রাজ ঈসা মসীহতে আশ্রয়

নিতে সাহায্য করতে পারে, যাতে তারা এখন এবং অনন্তকাল শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে পারে ।

ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ

ভূমিকা

আমি শীঘ্রই ২১টি বিষয়ের মাধ্যমে আপনার সাথে একটি দীর্ঘ সংলাপ শুরু করতে যাচ্ছি। এই পর্যায়ে পা রাখার আগে আমি আপনাকে এই ভূমিকায় জানাতে চাই যে আমি এই সিরিজটিকে সংলাপ আকারে তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করেছি। যদিও আমি আপনার কথা সরাসরি শুনতে পাব না, তবুও আমি এই সিরিজটিকে সংলাপ বলবো কারণ আপনি আপনার বিবেককে সোচ্চার হতে দিতে এবং আমার উত্থাপিত প্রতিটি বিষয় মূল্যায়নে আপনাকে জড়িত করতে পারেন। আমরা যদি আমাদের বিবেককে অবজ্ঞা করি তবে আমাদের সংলাপগুলি অর্থবহ হবে না। অতএব, আসুন আমরা এই সিরিজটির শুরু থেকেই একে অপরের কাছে ওয়াদা করি যে আমরা আমাদের বিবেকের কথাকে উপেক্ষা করব না।

এই সিরিজের প্রতিটি বিষয়ের শিরোনাম রয়েছে তবে পুরো সিরিজের নাম দেওয়া হয়েছে **"বুঝতে পারা ও স্বাধীনতা"**। ঈসা মসীহের সাথে আমার একটি আশ্চর্যজনক সাক্ষাৎ লাভ হয়েছিল। তিনি আমাকে, জীবনকে সঠিকভাবে বুঝে জীবন যাপন করতে, আমার ঈমানের উপযুক্ত কারণ থাকতে, অন্ধ বাধ্যতা এড়াতে এবং একটি স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে জীবনযাপন করতে সহায়তা করেছিলেন।

গত দশকগুলিতে, আমি হাজার হাজার মুসলমান, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, সহনশীল এবং আগ্রাসী, ধর্মগুরু এবং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে এবং রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমেও কথা বলেছি ।

আমি তাদের অনেকের জীবনে যৌক্তিক আলাপের বিশাল প্রভাব এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝার কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা লক্ষ্য করেছি । এই অভিজ্ঞতাগুলি আমাকে এই আলোচ্যসূচী প্রস্তুত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং এর ফলে আপনার এবং অন্যান্য লক্ষ লক্ষ মুসলিম এবং অমুসলিমের পক্ষে **বুঝতে পারা ও স্বাধীনতা** কতটা গভীরভাবে যুক্ত তা উপলব্ধি করার পথ প্রশস্ত করেছিল।

আমরা যদি আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগুলি গভীরভাবে না দেখি এবং সেগুলির অন্ধকার বিষয়গুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করার উপযুক্ত উপায় খুঁজে না পাই তবে আমরা রূহানিক ও সামাজিক কোনভাবেই মুক্ত হতে পারব না। এই কারণেই আমি এই সিরিজের পুরোটির জন্য "বুঝতে পারা ও স্বাধীনতা" নামটি বেছে নিয়েছি। বুঝতে পারা এবং স্বাধীনতা বা নাজাত আমাদের জীবনের জন্য দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। প্রকৃত অর্থ একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্ম তাদের অনুসারীদের অন্ধ করে রাখে এবং তাদেরকে নাজাত থেকে বঞ্চিত করে। এটি বাস্তব-সত্য যে

তাদের আধিপত্য মানুষের বুঝতে পারা ও স্বাধীনতার অভাবের উপর নির্ভর করে। যে কোনও ধর্ম যা প্রকৃত সত্য উৎঘাটন করার ক্ষেত্রে লোকদেরকে তাদের বিশ্বাস বা মূল্যবোধকে অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে বাধা দেয় তা হ'ল মানুষের মুক্তির পথে বাধা। স্বাধীনতার অর্থ হ'ল কোন বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ থেকে আপনাকে থামানোর অধিকার কারো নেই। যে লোকদের তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক কারণ জানা নেই তারা মুক্ত নয় এবং প্রকৃত নাজাত কী তা জানে না।

আপনাকে বুঝতে হবে যে, যদি আপনি দাবি করেন আপনার ঈমানটি সর্বোত্তম এবং নিখুঁত ঈমান, তবে তার জন্য আপনাকে একটি দৃঢ় ও যৌক্তিক কারণ দিতে হবে। অনেকেই অনেকবার আমার মুখের উপরে জোর গলায় বলেছে যে তাদের ঈমানটি সর্বোত্তম এবং নিখুঁত। আমি তাদেরকে সর্বোত্তম এবং নিখুঁত শব্দগুলির সংজ্ঞা দিতে বলার পরে তারা বুঝতে পেরেছিল যে ঈমান সম্পর্কে তাদের দাবী সত্য নয়। এজন্যই আমি আপনাকে, আপনার দাবিগুলির পক্ষে উপযুক্ত কারণগুলিতে সহায়তা করতে চাই।

আমার আলোচনা শোনার পরে, আপনার পক্ষে উপলব্ধি করা অনেক সহজ হবে যে ঈমান থাকা মানে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা বা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা নয়, কিন্তু এটি আপনার বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে মূল্য দেয় কিনা তা দেখা। প্রকৃত ঈমান অবশ্যই মানুষকে গভীরভাবে কোন কিছুকে বুঝতে

উৎসাহিত করে। এই কারণে আমি ইসলাম ও ঈসায়ী ঈমানের মধ্যে বিস্তৃত তুলনা দেখানোর জন্য এই ২১টি বিভিন্ন বিষয়ের প্রবর্তন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমি প্রমাণ করতে চাই যে, একটি সঠিক ধর্ম বিশ্বাস যা মানুষকে স্বাধীনতা দেয় তা বোঝার জন্য বোধশক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী দেশগুলির অন্যতম বড় বাধা হ'ল- ইসলামে যাচাই বা অন্য ঈমানের সাথে তার তুলনা করার সীমাবদ্ধতা। লোকদের তাদের ধর্ম পরীক্ষা করার স্বাধীনতা নাই। কেবল তাই-ই নয়, মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে ভাল কথা বলতে এবং অন্যান্য অমুসলিম মূল্যবোধগুলি তা যতোই ভাল এবং উপকারী হোক না কেন তা মন্দ বলতে বাধ্য করা হয়।

আপনার বা অন্যদের ঈমান বোঝার ক্ষেত্রে বাঁধা হল বন্দিত্ব। যদি আপনি মুক্তির জন্য তৃষিত হন, তবে আপনাকে প্রথমে নিজের বোঝার উপর কাজ করতে হবে। আপনার নিজের সংস্কৃতি এবং ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতাগুলি খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপরে এগুলিকে কাটিয়ে উঠার সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করতে হবে। মুক্তির জন্য বুঝতে পারা হলো একটি প্রধান চাবিকাঠি। বুঝতে না পারলে, আমরা সম্ভাবতই আমাদের বিবেককে দমন করব এবং যারা আমাদের অজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ নিয়েছে তাদের সেবায় অন্ধ অনুসারী হয়ে উঠবো। এই কারণে, এই সিরিজের আমার প্রথম দুটি বিষয় ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে, যা আপনার বিবেককে জাগ্রত করবে এবং আপনার মধ্যে একটি তৃষ্ণা তৈরি করবে যেন আপনি শেকল ভেঙে

মুক্ত হতে পারেন। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সবচেয়ে ভাল বিশ্বাসগুলি লাভ করা হলো আপনার গভীর ইচ্ছা এবং বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তিরই সেই আকাঙ্ক্ষা। ভাল এবং স্বাস্থ্যকর জিনিস সবসময় আমাদের উপকারের জন্য। এজন্যই আমরা মন্দ এবং অস্বাস্থ্যকর বিষয়গুলো এড়িয়ে চলি। এটি ঈমান বা ধর্মের বিষয়েও সত্য। আমাদের প্রকৃত ঈমান থাকা দরকার। অনেক লোকেরা তাদের বাবা-মা বা সমাজের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ঈমান পেয়েছে তা ভাল বা সঠিক কি না তা না জেনেই। লোকদের এমন ধর্ম বিশ্বাস থাকতে হবে যা তাদের জীবনে নিশ্চয়তা দেয়, তাদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে সম্মান করে এবং এমন একটি ভাল জীবন দেয় যা তাদের পরিবারে বা অন্যের সাথে সফল জীবন এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে সহায়তা করতে পারে।

এমন একটি ধর্ম বিশ্বাসের জন্য দরকার একান্ত আগ্রহ, খোলামন এবং সেই ধরনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যা তদন্ত করতে, তুলনা করতে এবং সর্বোপরি সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করে। একটি ভাল ও প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাস খুঁজে পাওয়া আমাদের এবং আমাদের পরিবারের জন্যই যে কেবল ভাল এবং উপকারীতা নয়, এটি আমাদের মধ্য দিয়ে সমাজকে আলোকিত করবে এবং এবং আমাদের সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করবে। সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলবে এবং উন্নত এবং আরও বেশি সফল জীবনের জন্য জীবনের সৃজনশীল নীতিগুলি আবিষ্কার করতে তাদের নেতৃত্ব দিবে।আমরা যদি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, হৃদয় এবং বিবেককে ব্যবহার না করি তবে আমরা সুযোগ-

সন্ধানীদের দ্বারা প্রতারিত হব এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিকল্পনার শিকার হয়ে পড়ব। আমি আমার আলোচনায় অনেকগুলি বিষয় উত্থাপন করেছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে,জ্ঞানের অভাব আমাদের বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলতে পারে। কিন্তু সত্য জানলে আমরা মুক্ত হবো।

আমি বিষয়গুলিকে এমনভাবে সাজিয়েছি যেন পূর্ববর্তী বিষয়গুলির ফলাফল পরবর্তী বিষয়গুলি আপনাকে আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করে। প্রথম দুটি বিষয় আপনার বোঝাপড়াকে মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও এ দুটি বিষয় আপনাকে স্মরন করিয়ে দিবে যে সমস্ত কিছু মূল্যায়ন করতে এবং ব্যক্তিগতভাবে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে আপনি সক্ষম এবং তা নেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে। এই দুটি বিষয়ের পর আমি আমার জীবনের উদাহরণ দিয়েছি যেন আপনি দেখতে পান যে অন্যেরা কিভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন যেন আমি আমার মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং বিবেক ব্যবহার করে আমার জীবনে ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারি যা সুবিধাবাদীরা আমার অজ্ঞতার কারণে আমার জীবন থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। অন্যরা যেমন আমাকে সহায়তা করেছিল, তেমনি আমারও আপনাকে সহায়তা করা দরকার যেন আপনিও স্বাধীনতা পান, যাতে আপনিও অন্যদের নাজাত পেতে সহায়তা করতে পারেন। নাজাত সবার জন্যই। আমাদের প্রত্যেককেই নাজাতের তবলীগকারী হওয়া দরকার। এর পরে, আমি তুলনামূলক পদ্ধতিতে পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলেছি যাতে আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও কিছু ভুল না

করেন। ঈশ্বর শব্দটি আপনার ধর্ম বা অন্য যেকোন ধর্মের মূল হিসাবে নেওয়া হয়। আপনি কী মূলে প্রতিষ্ঠিত তা আপনার জানতে হবে। আপনার ধর্মের মূল বুঝতে পেরে আপনি তখন সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনার ধর্ম রাখবেন বা ছেড়ে দিবেন অথবা আরও একটি ভাল ধর্ম সন্ধান করবেন। আমরা এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছি যেন সেরাটি বেছে নিতে পারি।

আমি ঈশ্বরের সম্পর্কে সব কিছুই প্রকাশ করবো যাতে আপনি বুঝতে পারেন- ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই. যদি তিনি থাকেন তবে কি তিনি আপনার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন না নিজেকে প্রকাশ করেন। আপনি আরো জানবেন- কীভাবে সত্য ঈশ্বরকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে হয়; আপনার ধর্মের ঈশ্বর আপনার জন্য ভাল পথ-প্রদর্শক কিনা বা আপনাকে সত্য ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে।

বাকী বিষয়গুলির মাধ্যমে আমি দেখিয়েছি যে একটি ভ্রান্ত ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে মিথ্যা ধারনা কিভাবে দার্শনিক, আর্দশিক এবং নৈতিক অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে সমাজ এবং জীবনকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করতে পারে। আমি সমস্যাগুলি প্রকাশ করার সাথে সাথে সেরা সমাধানের কথাও বলেছি। আপনার সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পেতে, ঈমানের অস্পষ্টতাগুলি কাটিয়ে উঠা ও মুক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে বেঁচে থাকতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আপনার কাছে আমার আন্তরিক পরামর্শটি হল- আপনার ঈশ্বর-প্রদত্ত পরিচয়ের মূল্য দিন, আপনি আমার কাছ থেকে যা কিছু শোনেন সে বিষয়ে আপনার মন, হৃদয় এবং

বিবেককে কাজে লাগান, আমার সমস্ত বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে কোনও পূর্ব ধারণাকে আপনাকে বাধা দিতে দেবেন না। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে মনোযোগ সহকারে এ বিষয়গুলি শ্রবণ করা আপনার জন্য এবং - মুসলিম বা অমুসলিম সকলের জন্য উপকারী। এই সিরিজটির মধ্যে দিয়ে আমার সাথে চলতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ

জানুয়ারি ২০১৬

কেন আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান দরকার?

আমরা কিসের উপর ঈমান রাখি অথবা অন্যরা কিসের উপর ঈমান রাখে, সে সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান। সবার জানা দরকার যে উপলব্ধি এবং কারণ ছাড়া জীবন ভালভাবে কাজ করে না।

জ্ঞান না থাকলে আমরা পিছনে পড়ে থাকব

আমাদের জীবনে জ্ঞান আলোর মতো। আমাদের জীবনে সবকিছুর জন্য জ্ঞান প্রয়োজন; খাদ্য, জামাকাপড়, বাড়ি, গাড়ি কেনার জন্য, স্ত্রী, বন্ধু খুঁজে পাওয়া, বন্ধুবান্ধব, আমাদের পরিবার গড়ে তোলার জন্য, ঈমান, মূল্যবোধ এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। কল্পনা করুন যে আমাদের সহযোগী বা বন্ধু বেছে নিচ্ছি তাদের গুণাবলী বা ব্যক্তিত্ব না জেনে, চোখ বন্ধ করে। ফলস্বরূপ কী ঘটবে? সুতরাং, উন্মুক্ত চোখের সাথে এমন মূল্যবোধগুলি বেছে নেওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ, আনন্দময় এবং অর্থবহ করে তুলতে পারে।

সঠিক ঈমান রাখতে জ্ঞানের প্রয়োজন

আমরা যদি সঠিক উপায় না জানি, তবে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব না। একই যুক্তি, আমরা যদি সঠিক ঈমান না

জানি তবে আমরা রুহানিকভাবে হারিয়ে যাব এবং ঈশ্বরের সাথে একত্রিত হতে পারব না।

বোকার জীবনে সমস্তই ক্ষতি

একজন বোকা লোক একটি বাড়ি তৈরি করতে চেয়েছিল, তবে তিনি জানতেন না যে, একটি ঘর শক্ত ভিত্তির উপর তৈরি করতে হবে। সুতরাং, তিনি বাড়িটি বালির উপর তৈরি করেছিলেন। যখন বন্যা এলে, বাড়িটি ভেঙে পড়ে গেল। যদি তাঁর উপযুক্ত জ্ঞান থাকত তবে তিনি তার বাড়িটি এমন জায়গায় তৈরি করতেন যেখানে বন্যায় নষ্ট হতো না। সুতরাং, বাতাস যেমন বাঁচার পক্ষে জরুরী, তেমনি একটি উত্তম ঈমান খোঁজার জন্যও জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আমাদের জীবনের চাহিদা পূরণের সর্বোত্তম বিকল্পের জন্য বাস্তব অনুসন্ধান প্রক্রিয়া দরকার। যদি আমাদের জীবনের সেরা ঈমানটি খুঁজে বের না করি তবে সেরা ভবিষ্যত থাকতে পারে না। অনুসন্ধান প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত উপহার। এটি অবশ্যই আমাদের ঈমানের একটি অংশ হতে হবে। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান বন্ধ রয়েছে এমন ঈমানগুলি অনুসরণ করা উচিত নয় এবং তা মানুষকে কাঙ্ক্ষিত ঈমান বেছে নিতে দেয় না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমাদের জ্ঞান প্রয়োজন

ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিবার বা সমাজের সদস্য হিসাবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের জ্ঞান প্রয়োজন। সিদ্ধান্তগুলি

যেমন আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে, তেমনি সেগুলোও সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের পরিবার ও সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করবে। অতএব, জ্ঞানের সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল এবং তা ফলদায়ক হবে। তবে জ্ঞান বিহীন সিদ্ধান্ত সবার জন্য কম ফলদায়ক বা এমনকি ক্ষতিকারক হবে, বিশেষত যখন এটি পরিবার বা ব্যবসা বা কোনও জাতির ক্ষেত্রে নেতাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আপনি নেতা বা নেতা হতে চলেছেন খুবই শীঘ্রই বা পরে। তাই সফল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন থাকার জন্য আপনার যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং জ্ঞান সবকিছুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

আমি আপনাকে জ্ঞান অর্জনের জন্য দশটি পরস্পর নির্ভরশীল পদক্ষেপ দেব।

প্রথম পদক্ষেপটি *হল আমাদের অবশ্যই চোখ ও কান খোলা রাখতে হবে।*

চোখ দেখার জন্য এবং কান শোনার জন্য। যারা এই সরল দর্শনের দিকে চোখ ও কান বন্ধ করে দেয় বা অন্যদের দেখার ও শোনার পথে বাধা দেয়, ঈশ্বর ও মানব জাতির বিরুদ্ধে নিজেকে এবং অন্যকে অবমূল্যায়ন করে। সত্য ঈশ্বরের চোখ

ও কান সর্বদা খোলা থাকে; সত্যবাদী জীবনযাপনের জন্য মানুষকে নমুনা নীতি অনুসরণ করা দরকার। আমরা যদি আমাদের চোখ, কান, মন এবং দিল শেখার জন্য ব্যবহার করি তবে জীবন আরও ফলদায়ক হবে। একজন সত্য-প্রেমিক ব্যক্তিকে অন্যান্য ঈমানগুলোর দিকে নজর দেওয়া, তাদের বার্তা শোনা, একে অপরের সাথে এবং তার নিজের ঈমানের সাথে তুলনা করা, নিজের জন্য সেরাটি বেছে নেওয়া এবং তারপরে যুক্তি সহকারে জীবনযাপন করা দরকার। যে কোনও ব্যক্তি বা ঈমান যা আপনাকে সত্যের সন্ধানে বাধা দেয় তা সত্য-প্রেমিক বা প্রেমকে তবলিগ করতে পারে না।

দ্বিতীয় *পদক্ষেপটি হল আমাদের অবশ্যই বাধা ও সমাধানগুলি খুঁজে বের করতে হবে-*

আপনার শেখার ক্ষেত্রে কী কী বাধা রয়েছে? আপনার ঈমানের বাধা কি? বাধা কি আপনি নিজেই? বাধা কি আপনার পরিবার? আপনার সমাজে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি কি বাধা? আপনার সরকার বা নেতা কি বাধা? বাধা যাই হোক না কেন, সেগুলো আপনার, আপনার পরিবার, দেশ এবং এমনকি বিশ্বের বিরুদ্ধে। আপনাকে এগুলি খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোর প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচানোর সেরা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

তৃতীয় পদক্ষেপটি হল বিবেককে কাজ করতে দিতে হবে। সত্যকে নিশ্চিত করার এবং বলার জন্য বিবেক আপনার মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক উপায়। আপনার বিবেককে দমনে রাখা উচিত নয়। যদি কোনও ব্যক্তির বিবেকের কণ্ঠ না থাকে তবে রূহানিকভাবে সে মৃত। একটি স্বাধীন বিবেক অন্যের ভাল ও যথার্থতা গ্রহণ করতে পারে, এমনকি যদি আপনি তাকে পছন্দ নাও করেন। যারা অন্যের অধিকারকে উপেক্ষা করে, তারাই নিজেদের বিবেকের কণ্ঠকে উপেক্ষা করে। যে সেরা পরামর্শ এবং জীবনের পন্থাকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিজের বিবেকের গুরুত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। যে নিজের বিবেককে উপেক্ষা করে সে অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে অক্ষম।

একটি স্বাধীন বিবেক আমাদের অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাকে হ্রাস করতে দেয় না, এমনকি তারা আমাদের বিপক্ষ বা শত্রু হলেও। একটি স্বাধীন বিবেক আমাদের শিক্ষা দেয় যে একজন রাজা এবং ভিক্ষুক, একজন নেতা এবং অনুসারী, মনিব এবং দাস, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই; সবই মানুষ এবং স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। অতএব, আপনার ঈমান সহ আপনাকে সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকতে হবে যা আপনার বিবেককে সীমাবদ্ধ করে।

চতুর্থ *পদক্ষেপটি হল সর্বোচ্চ পিপাসা নিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার।*

পিপাসা প্রকাশ না করলে আমরা পান করার জন্য পানি পাব না। সর্বোত্তম মূল্যবোধের জন্য জ্ঞান পিপাসা এবং উদ্যোগ ব্যতীত অর্জিত হবে না।

আপনি কি জীবনের সেরা এবং সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায়টির জন্য পিপাসিত? যদি হ্যাঁ, তবে এটির জন্য পিপাসিত হয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। এটি বোঝার এবং আবিষ্কারের পিপাসা যা সত্যকে প্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে মিথ্যা ঈমান থেকে আমাদের মুক্তি দেয়।

পঞ্চম *পদক্ষেপ হ'ল আমাদের ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার অনুশীলন করা উচিত।* মানুষ স্বাধীনতার জন্য সৃষ্টি; অন্যথায় তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। সত্যের সন্ধানে আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন থাকা দরকার। যেহেতু আমরা আমাদের নিজস্ব জীবন দ্বারা সত্যকে বাঁচাতে ও প্রদর্শন করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে দায়বদ্ধ, তাই আমাদের নিজের স্বায়ত্তশাসন দিয়েও সত্যটি আবিষ্কার করা দরকার। অন্য কথায়, আমাদের যদি স্বায়ত্তশাসন না থাকে তবে সত্যটি আমাদের জন্য কিছুই বোঝায় না। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা ব্যতীত কোনও ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে তার পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। অন্যদিকে, আপনি যদি নিজের পুরো ক্ষমতা দিয়ে সত্যের সন্ধান করতে না পারেন তবে আপনি পুরো সত্যটি পাবেন না। এই কারণে, যদি আপনার ঈমান আপনার সমাজের কোনও কিছু যদি সত্যের সন্ধানে ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রাখে, তবে সেই শেকল ভেঙে নিজেকে

মুক্ত করার জন্য সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অনুসন্ধানে স্বায়ত্তশাসনের অনুশীলনটি আপনার জীবনে সঠিক জ্ঞান নিয়ে আসবে এবং সেই জ্ঞান আপনাকে একটি সফল জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

ষষ্ঠ *পদক্ষেপ হল আমাদের স্বাধীনতার জন্য একটি ঈমান অনুসরণ করতে হবে।*

আপনার পিতা-মাতা বা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঈমান যা যতই শক্তিশালী হোক তা আপনার সাফল্যের পথে বাধা দিতে পারে। আপনাকে সেই ঈমানকে এমন একটি ঈমানের সাথে প্রতিস্থাপন করতে হবে যা আপনার এবং আপনার সমাজের জন্য সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করে। আপনার ধর্ম বা ঈমানকে অনুসরণ করতে আপনি যতই বাধ্য হয়ে থাকুন না কেন, যদি তা আপনার স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে হয় তবে তা আরও ভাল কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। উন্নত দেশগুলিতে সমস্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি হল সেই পুরুষ ও মহিলাদের সাহসের কারণে, যারা স্বাধীনতার জন্য উন্মুক্ত ঈমানের মূল্যবোধ অনুসরণ করতে সাহস করেছিল। তারা কেবল অগ্রসরই হয়নি, অন্যের উন্নতির দ্বারও উন্মুক্ত করেছিল। কারণ তারা এমন একটি ঈমান অনুসরণ করেছিল যা তাদের শিখিয়েছিল যে অন্যের অগ্রগতি তাদের জন্যও অগ্রগতি আনবে। সুতরাং, আবারও যদি আপনার আবদ্ধ ঈমান থাকে তবে এটিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং

স্বাধীনতার জন্য উন্মুক্ত এমন একটি ঈমান অনুসরণ করা উচিত। আমি সবটুকু সততার সাথে বলতে চাই যে আপনি যদি এমন একটি ঈমান অনুসরণ করেন যা আপনার স্বাধীনতা এবং অন্য সকলের স্বাধীনতা সম্মান করে তবে আপনি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। সত্য আপনাকে মুক্তি দেবে।

সপ্তম *পদক্ষেপ হল সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার*

ব্যক্তি হিসাবে আমাদের নিজস্ব অগ্রগতির জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমি যদি একজন ব্যক্তি হিসাবে অগ্রগতি কামনা করি তবে নিজের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সত্যের জন্য ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা উচিত এবং এর মাধ্যমে বাধাগুলি অতিক্রম করা উচিত। সাহসী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরণের বাহ্যিক চাপ দ্বারা ঘিরে থাকা সত্ত্বেও নিজের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কোনও উপায় খুঁজে পেতে পারেন। তারা আবদ্ধ ঈমানের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে এবং সর্বোত্তম মূল্যবোধগুলোর সন্ধান করতে সক্ষম হয়। সাহসী হন।

অষ্টম *পদক্ষেপটি হল যে, আমাদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।*

জ্ঞান অর্জন এবং অগ্রগতির জন্য আমাদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আমাদের সময় এবং হয়ত বা অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। কখনও কখনও, প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য মূল্য

আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি হয়। আমাদেরও এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংকীর্ণ এবং কুসংস্কারপূর্ণ মানুষ বা স্বৈরশাসকের আক্রমণগুলির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যারা অন্যের অজ্ঞতার প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি করে। এই কোরবানীগুলির সবগুলোই আমাদের উপকারের জন্য এবং আমাদের পরিবার, সমাজ এবং বিশ্বের জন্য উপকারী হবে।

নবম *পদক্ষেপটি হল, বিজয়কে আমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য করা দরকার।*

সমাধান বিহীন কোনও বাধা নেই। আপনার ঈমান সহ জীবনের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার উপরে আপনাকে বিজয়ী হওয়া দরকার, যার লক্ষ্য আপনাকে অজান্তে রাখা। জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করার সবচেয়ে বাস্তব উপায় হ'ল সর্বোত্তম ঈমান বা জীবন পথের সন্ধান এবং এটিকে নিজের করে তোলা। হ্যাঁ, আপনার প্রকৃত ঈমানটি খুঁজে বের করা দরকার। মানুষকে তাঁর বা নিজের জন্য সর্বোত্তোম সন্ধান এবং খোঁজ করতে সক্ষম এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রকৃত ঈমান যা বাধার বিরুদ্ধে বিজয় উপহার দেয়। আপনি যদি এটির দিকে লক্ষ্য রাখেন তবে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার উপরে বিজয় আপনার হবে।

দশম পদক্ষেপটি হল সমাজকে জাগ্রত করা দরকার-আমাদের সত্যে জ্ঞান এবং বোধশক্তির জন্য আরও আগ্রহ ছাড়া অন্যকিছুই আমাদের সমাজকে জাগ্রত করতে পারে না। প্রতিটি সম্ভাব্য

উপায়ে, আমাদের সত্যের আলো হিসাবে আলোকিত করতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে অন্যকে শেখার এবং অন্যদের মধ্যে আলোকিত করার পথ সুগম করতে হবে। আপনি যদি একা থাকেন তবে আপনাকে বন্ধুবান্ধব তৈরি করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যারা অনেককে জাগ্রত করতে ও মুক্তি দিতে চায় তারা সত্যের সন্ধান করে এবং সাহচর্য বাড়ায়। এছাড়াও, সকলের স্বাধীনতা উপভোগ না করা পর্যন্ত আমাদের মতো একই মিশন যাদের রয়েছে তাদের সাথে আরও ভাল সম্পর্ক তৈরি করা উচিত।

আমাদের সচেতনতা আমাদের নিজস্ব পছন্দর উপর নির্ভর করে

আমরা নিজেরাই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত না নিলে কেউ আমাদের পরিবর্তন করতে এবং বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য করতে পারে না। যদি বিশ্বজুড়ে সমস্ত বাহিনী একত্রিত হয় এবং সত্য জাগাতে বাধ্য করে, আর আমাদের মধ্যে সত্যিকারের ইচ্ছা না থাকে তবে আমরা সত্যে জাগ্রত হতে পারব না। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় ও বিনয়ী ব্যক্তি যদি আমাদের সরকারী নেতা হয়ে যায়, আর আমরা আমাদের অন্তরের ঢালগুলি ভেঙে মনোযোগ দিতে না চাই, তিনি আমাদের সত্যের দিকে পরিচালিত করতে পারবেন না। জাগ্রত হওয়া এবং নিজেকে পরিবর্তন করা নিজের উপর নির্ভর করে। নিজেকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

দরকার। আসুন আমরা নিজেদের দিয়ে শুরু করি, সত্য জীবনে প্রবেশ করি এবং নূতনীকৃত হই। বিষয়গুলো অনুশীলন করি।

উপসংহার

আপনি যদি ঈশ্বরের প্রতি ঈমান রাখেন তবে জানতে হবে যে সত্য ঈশ্বর চান লোকেরা জ্ঞান অর্জন করুক। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি জানেন কি সত্য এবং মিথ্যা এবং সর্বোত্তম এবং নিকৃষ্টতম। এই কারণে, ঈশ্বর ইচ্ছা পোষণ করেন যে, মানুষ সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য জানতে পারবে এবং সত্য বাছাই করতে পারবে।

ঈশ্বর নিজে থেকে মুক্ত এবং তিনি চান প্রত্যেকজন যেন মুক্ত হতে পারেন। আল্লাহ নিখুঁত এবং তিনি আমাদের সিদ্ধতার মধ্যে থাকতে চান। সুতরাং, এমন কোনও ঈমান যা আমাদের স্বাধীনতা, জ্ঞান বা উন্নতিকে সীমাবদ্ধ করে তা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে নয়।

স্বাধীন হওয়ার প্রথম ব্যক্তিটি আপনি

নাজাতের জন্য ঈমানের স্বাধীনতায় যাকে দৌড়াতে হবে, আপনিই সেই প্রথম ব্যক্তি। দয়া করে বলবেন না, "কেউ স্বাধীনতার চর্চায় আগ্রহী নয়, আমি কীভাবে এটি অনুশীলন করতে পারি?" আপনাকে এইভাবে স্বাধীনতার কাছে যেতে হবে এবং বলতে হবে: “স্বাধীনতা যদি সর্বোত্তম হয় তবে এটি আমার এড়ানোর কি কোনও কারণ আছে? ”

তাহলে জবাব হবে "না আমাকে স্বাধীনতার চর্চা করতে হবে। এমন ঈমানের অনুসরণ করতে হবে যা আমার স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, আমার জন্য জ্ঞান ও সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে"।

উন্নতি হয়ে উঠে আরও অগ্রগতির উপায়।

আমরা যদি পরিবর্তন ও উন্নতির সিদ্ধান্ত নিই তবে পরিবর্তন ও উন্নতির দ্বার আমাদের পরিবার ও বন্ধুদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আমাদের কারণে, অন্যেরা জ্ঞান এবং উন্নতির জন্য তারাও হাত পা পাবে। আমরা যখন চারপাশের মানুষের জন্য পরিবর্তন এবং উন্নতির কারণ হয়ে উঠব তখন আমাদের নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে তাদের সাথে এগিয়ে যাব। এজন্য আমাদের পক্ষে কঠোর পরিশ্রম করা এত গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা যেন বুঝতে পারে যে- অনুসন্ধানের, লেখার, কথা বলার এবং ঈমানের স্বাধীনতার সবার অধিকার, তাদের অধিকারের জন্য দাঁড়ানো, এবং প্রয়োজনে অধিকারের জন্য মূল্য দেয়া। সমাজের প্রতিটি শিশুর শিখতে হবে যে কেন আপত্তিকর ঈমান থেকে দূরে থাকতে হবে এবং স্বাধীনতা, দয়া ও শান্তি শিক্ষা দেয় এমন ঈমানের অনুসরণ করতে হবে।

স্বাধীন সমাজে একনায়কতন্ত্রের স্থান থাকবে না। যে সমাজ জ্ঞান এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেখানে স্বৈরশাসনের আর জায়গা থাকবে না। এই কারণেই স্বৈরশাসকরা তুলনামূলক জ্ঞানের পথে বাধা দেয় যাতে তারা শাসন করতে পারে। স্বৈরশাসন এবং জ্ঞান একসাথে যায় না।

পরিবার এবং সমাজে সত্যের জ্ঞান, জীবন ও সম্পর্ককে ফলবান ও সুন্দর করে তোলে।

চিন্তার সময়- ১

১. কেন লোকেরা নিজের এবং অন্যের ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পথে বাধার সম্মুখীন হয় তার কিছু কারণ বলুন।
২. মুক্তমনা হতে, অন্যের ঈমানের সাথে তুলনা করতে এবং প্রকৃত ঈমান বেছে নিতে কী কী উপায় আছে? সেগুলি কীরকম?
৩. সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে? কিভাবে?
৪. বোঝাপড়ার সুবিধা সমূহ কী কী?
৫. যদি বোঝাপড়া ভাল হয় তবে আমাদের এটিকে অবহেলা করার কোনও কারণ আছে কি?

আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা। কেন এবং কিভাবে?

সংস্কৃতি কী এবং ইহার সমৃদ্ধির প্রয়োজন কোথায়?

সংস্কৃতিতে ঈমান, মূল্যবোধ, ভাষা, রীতিনীতি, প্রতীক, নীতিশাস্ত্র, আচরণ, সঙ্গীত জড়িত; এবং সংক্ষেপে বলা যায় একটি জাতির পরিচয় রূপ দেয়।

সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সংস্কৃতি এমন একটি উপাদান যা সমাজকে ত্রুটিযুক্ত বা ত্রুটিমুক্ত করে তোলে। ফলস্বরূপ, মানসম্পন্ন সংস্কৃতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উপাদানগুলির মধ্যে সমৃদ্ধকরণও অবশ্যই ঘটতে হবে। একটি ভাল মানের সংস্কৃতি থাকার অর্থ এই নয় যে আপনার নিজের বর্তমান সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়া, কিন্তু এর যে অংশগুলির ত্রুটি আছে সেগুলি সমৃদ্ধ করা বা প্রতিস্থাপন করা। এই কারণে, আপনার হৃদয়কে জীবনের সেরা মূল্যবোধগুলির জন্য উন্মুক্ত করা দরকার, এমনকি যদি সেগুলি সেই লোকদের থেকে এসে থাকে যাদের আপনি পছন্দ করেন না। কারণ ভাল মূল্যবোধগুলি সর্বদা ভাল, তা যেখান থেকে আসুক না কেন, সেগুলি সবার জন্য রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিকে সুন্দর করার জন্য আমাদের সংস্কৃতির অন্ধকারময় উপাদানগুলিকে এই ভাল মূল্যবোধগুলোর সাথে আনন্দ সহকারে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

আপনি কি আপনার সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন? আমাকে এমন কিছু সমস্যা আপনার সাথে ভাগ করে নিতে দিন যা কোনও সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে ত্রুটিযুক্ত করে। হতে পারে আপনার সংস্কৃতি ত্রুটিযুক্ত এবং তা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন।

ত্রুটিযুক্ত সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপের সমস্যা

অন্যের জীবনে দখলদার এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা করা কি ইসলামী সংস্কৃতির নিত্য নতুন অভ্যাস নয়? ইসলামের স্বৈরাচারী স্বভাবের কারণে, যদিও আপনি পরিপক্ক হয়ে থাকেন এবং আপনার নিজের পরিবার থাকে, আপনার যৌথ পরিবারের বয়স্করা আপনার জীবনে হস্তক্ষেপ করবে। সরকার এবং কখনও কখনও লোকেরাও আপনার স্বাধীনতাকে সম্মান করে না। আপনার নিজের পরিবার এবং যৌথ পরিবারের সদস্যরাও আপনার প্রতি কঠোর হয়ে উঠবে যদি আপনি তাদের মত না ভাবেন বা বিশ্বাস না করেন ।

এই জাতীয় অনুপযুক্ত হস্তক্ষেপ পরিবারে, সমাজে সর্বদা নিরাপত্তাহীনতার কারণ এবং উন্নতির প্রতিটি পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। কেন? কারণ লোকেরা তাদের আত্মীয়-স্বজন বা নেতাদের সুখী রাখতে এবং আরও বাধা এড়াতে তাদের জীবনে নতুনত্ব আনতে দ্বিধা করে। কঠোর সম্পর্কের কারণে সমাজ নতুন এবং ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়।

সমালোচকদের প্রতি অশ্রদ্ধা

যে সংস্কৃতিতে সমালোচনা সহ্য করা হয় না সেখানে জীবন যাপন খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। নেতাদের ভয় পাওয়ার কারণে অনেকেই তাদের মুক্ত চিন্তার সহযোগী নাগরিকদের মর্যাদার সাথে আচরণ করে না। তারা সমালোচক বা বিরোধীদের থেকে দূরে থাকেন। সমালোচকগণ মহিলা বা মেয়ে হলে প্রতিক্রিয়া খুব হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমালোচনার জন্য কড়া মূল্য দিতে হয় এবং উচ্চ পদস্থ কারও সমালোচনাও অনেক বেশি মূল্য দিতে হতে পারে।

এইরকম অসহিষ্ণু সংস্কৃতিতে মানুষ অবিচারের প্রতি নীরব হবে এবং ধীরে ধীরে অধিকতর অবিচারের হাতে পড়বে। অন্যায় অবিচারের ফলে সৃজনশীলতা দমন, উদাসীনতা, অসহিষ্ণুতা ও বৈরিতা বৃদ্ধি পাবে এবং অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি হবে।

সত্যি কথা বলুন, আপনার সমাজ কি এই জাতীয় অন্ধকারের সাথে লড়াই করছে? যদি হ্যাঁ, তবে আপনাকে আপনার সংস্কৃতির বাইরে আলোর সন্ধান করতে হবে এবং আপনার সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ভিতরের লোকদের থেকে ভয়

আমরা বার বার বহু মুসলমানকে গোপনে চিন্তা-ভাবনা করতে ও চলতে দেখেছি। তারা চায় না যেন পরিবারের সদস্য বা সহ

মুসলিমরা তাদের সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। বহিরাগত যারা তাদের পছন্দের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের প্রতি তাদের বড় আস্থা রয়েছে, কিন্তু নিজের লোক যারা তাদের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখায় না তাদের উপর তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই।

এই ভয়টি এসেছে মুসলমানদের মধ্যে এ জাতীয় অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপের ফলে যা অবিশ্বাস ও বৈরিতা সৃষ্টি করে। কোনও সমাজই ভয়, অবিশ্বাস এবং বৈরিতায় বেড়ে উঠতে পারে না।

আপনার সমাজ কি এমন ভয় তৈরি করেছে? আপনাকে এই ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে এবং আপনাকে এবং আপনার মর্যাদাকে কাউকে ক্ষুন্ন করতে দেবেন না। আমার শিক্ষাই হল আপনাকে আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে এবং অন্যকেও একইভাবে শিক্ষা দিতে ।

সংস্কৃতির অন্ধকার ত্রুটিগুলি গোপন করা

কেউ কেউ অযৌক্তিক বিষয়গুলো গোপন রাখার চেস্টা করে না তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপঃ মুসলিম পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের মারধর করার জন্য ইসলামে একটি ধর্মীয় অনুমতি রয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা বাইরের লোকদের কাছে এটি অস্বীকার করে। অথবা, ইসলাম কিছু পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয় কিন্তু মুসলমানরা অপরিচিত লোকদের সামনে তা অস্বীকার করে।

এই ধরণের দমনকারী মূল্যবোধগুলি সংস্কৃতিতে থেকে যায় এবং প্রকাশিত ও চ্যালেঞ্জ না করা হলে অনেক ক্ষতি তৈরি করে। আপনার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার সর্বোত্তম উপায় হল তার অন্ধকার অংশগুলি প্রকাশ করা যাতে অন্যরা তা দেখতে পায় এবং আরও ভাল বিকল্পগুলি আপনাকে দিতে পারে।

সত্যকে বিকৃতি এবং অতিরঞ্জিত করা

আপনার সংস্কৃতি কি ব্যর্থতাকে বিজয় হিসাবে পরিচয় করা বা ছোট বিষয়কে অতিরঞ্জিত করার দিকে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে? আপনি কি এই অন্ধকার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন? যদি তা না হয় তবে আপনাকে একটি ভাল সংস্কৃতি থেকে ভাল মূল্যবোধ অবলম্বন করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রগুলিতে আপনার সংস্কৃতিকে নবায়ন করতে হবে এবং নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে এমন অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হবে।

আপনাকে শৈশব থেকেই শেখানো হয়েছিল যে নিজের বাইরের চেহারাটি সুন্দর রাখতে হবে কিন্তু অপ্রীতিকর জিনিসগুলি আপনার ভিতরে আড়াল করতে হবে। এই তালিম সৎ নয়। যদি আপনি অন্ধকারকে নিজের ভিতরে রাখেন তবে আপনার পুরো জীবন অন্ধকার দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং আপনি দীর্ঘস্থায়ী সুখ পেতে পারবেন না কিন্তু একটি বাহ্যিক বিষয় পাবেন। আপনার

মরিয়া হয়ে আপনার ভাষা এবং আপনার সংস্কৃতিকে এমন ক্ষতিকারক অন্ধকার থেকে নিরাময় করা প্রয়োজন ।

পক্ষপাতিত্ব

কিছু লোক পক্ষপাত এবং প্রশ্রয় দেওয়াকে স্থান দেয়, যা সমাজের পক্ষে ভাল নয়। পক্ষপাতিত্ব অনাচার, বৈষম্য এবং বিশৃঙ্খলার দ্বার উন্মুক্ত করে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর জায়গায় অদক্ষ কেউ যখন পদোন্নতি পান তখন পক্ষপাতিত্ব সংস্কৃতিটি সমাজকে আরও অবমূল্যায়ন করতে পারে। পক্ষপাতিত্ব এমন লোকদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে যারা নেতৃত্বের পক্ষে অযোগ্য, তারা সমাজ সংস্কৃতিকে আরও বিপন্ন করে তোলে।

যদি আপনার ঈমান পক্ষপাতিত্বের অনুমতি দেয় তবে আপনাকে এমন ঈমান গ্রহণ করতে হবে যা এই অন্ধকারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আরও ভাল জীবনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

দায়িত্বজ্ঞানহীনতা তৈরি করা

কিছু ধর্ম বিশ্বাসে, লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজের আয়ের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে অন্যের ধন-সম্পদের দিকে তাকাতে উৎসাহিত করা হয়। এই ঈমানগুলির মধ্যে একটি হল ইসলাম যা তার অনুসারীদেরকে যারা মুসলিম নয় তাদের সম্পদ লুট করতে শেখায়। অন্যকে অসম্মান করে এই ধরনের ঈমানের সাথে একটি ভাল সংস্কৃতি হতে পারে না। এটিকে এমন একটি

ঈমানের সাথে প্রতিস্থাপন করতে হবে যা অপরিচিত, কঠোর পরিশ্রমী লোকের তারিফ করে এবং সবার অধিকারকে সম্মান করে।

একটি ভাল সংস্কৃতি বা ঈমানকে অবশ্যই তার জনগণকে অলসতার বিরুদ্ধে দায়িত্ব গ্রহনের শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং অন্যের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেওয়ার পরিবর্তে ফলপ্রসূ নাগরিক হতে পারে।

চরম জাতীয়তাবাদ

চরম জাতীয়তাবাদী এমন একজন লোক যিনি বলেন: "আমাদের লোকেরা অন্যের চেয়ে ভাল। আমাদের পরিবর্তন দরকার নেই। আমরা কেবল আমাদের মতো যারা চিন্তা করে তাদের জন্য উন্মুক্ত। অপরিচিত ব্যক্তিরা অপরিচিতই। আমাদের অন্যের উপর কর্তৃত্ব করতে হবে।"

এটি স্বাস্থ্যকর জাতীয়তাবাদ নয়। একটি স্বাস্থ্যকর জাতীয়তাবাদ কেবল তার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকেই তুলে ধরে না, তবে অন্যের প্রতিও উন্মুক্ততা এবং কৌতূহল প্রতিফলিত করে। বিভাজনকে উৎসাহিত করা জাতীয়তাবাদ একটি স্থবির সংস্কৃতি তৈরি করে।

সংস্কৃতিতে অনিশ্চয়তা

কিছু সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অনিশ্চয়তার একটি বিরাট কারণ হল এমন এক প্রভাবশালী বিশ্বাস যা আশ্বাসের পরিবর্তে ভবিষ্যতের বিষয়ে অস্পষ্টতা পোষণ করে। এই ধরণের সন্দেহ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করতে পারে।

অনিশ্চয়তা একটি রূহানিক অন্ধকার যা নিরাময় না হলে সমস্ত ধরণের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। একটি অনিশ্চিত সংস্কৃতিতে, পূর্বপুরুষদের ত্রুটিপূর্ণ ঐতিহ্যগুলিকে ভাঙ্গার সাহস হ্রাস পায়। সমালোচনা সহ্য করা হয় না, এবং নতুন কিছুর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা বিপদজনক। প্রত্যেকে তাদের ঈমান এবং কর্তৃপক্ষের বিষয়ে ভাল কথা বলতে এবং ভুল নির্দেশাবলী বা কাজ সম্পর্কে চুপ করে থাকতে বাধ্য করা হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, নেতারা লোকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত কিছু মেনে নিতে তাদের বাধ্য করে।

এই অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতার একটি ভাল উদাহরণ পাওয়া যায় ইসলামিক দেশগুলিতে যেখানে একটি গোষ্ঠীতেও নেতারা তাদের সঙ্গীদের এবং সঙ্গীরা তাদের নেতাদের বিশ্বাস করেন না। কখনও কখনও ধর্ম বা রাজনীতির কারণে কোনও ব্যক্তিকে

পরিবার বা গোষ্ঠী সদস্যের দ্বারা অপমানিত, কারাবাস বা এমনকি হত্যা করা হয়।

১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদের উত্তরসূরীদের মধ্যে সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে উত্তেজনা একইভাবে শুরু হয়েছিল। এটি তাঁর মৃত্যুর পরে সংঘটিত হয়েছিল এবং এখনও অবধি আজও রয়েছে। লক্ষ্য করুন যে একটি ঈমানের মধ্যে অনিশ্চয়তা সম্পর্কগুলিতে কতটা অনিশ্চয়তা তৈরি করে যা অসাধু কৌশল এবং স্বার্থপর সংস্কৃতি উৎসাহিত করে। ইরানিদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে, যা বলে: "এমনকি একটি কুকুরও তার প্রভুকে চিনতে পারে না",যা সেই অনিশ্চয়তার কথাই উল্লেখ করে। একটি কুকুরের মধ্যে থাকা তার প্রভুর প্রতি আস্থা নষ্ট করা কঠিন একটি কাজ। কিন্তু যদি প্রভু অনিশ্চিত হয় তবে কুকুরটি হারিয়ে যায় এবং এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে।

অনিশ্চিত সংস্কৃতিতে আস্থা খুবই বিরল এবং এর সাথে অনেকগুলি শর্ত সংযুক্ত থাকে। সম্প্রীতির গভীরতা থাকে না বরং সব কিছু লোক দেখানো ও মৌখিক হয়। যদিও লোকেরা ভাল সম্পর্কের কামনা করে, কিন্তু তাদের সংস্কৃতিতে অনিশ্চয়তার কারণে এমন কতগুলি অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী হয় যা সম্প্রীতি বাধাগ্রস্ত করে। এই অসম্প্রীতির কারণে, অন্যের অধিকারগুলি গুরুত্ব কম হয় এবং সহজেই উপেক্ষিত হয়। বন্ধুত্বগুলি সাধারণত অস্থায়ী হয় এবং ছোট বা বড় যে কোন কিছুতেই ঘৃণাতে পরিণত হতে পারে।

আপনার সংস্কৃতিতে কি উপরে উল্লিখিত সমস্যা আছে?

যদি হ্যাঁ, তবে এটি পরিবর্তন করার জন্য আপনি দায়িত্ব পালন করুন। কিভাবে?

আপনার নিজের প্রেক্ষাপটে শুরু করুন। আপনার জীবন ও সংস্কৃতিকে কলুষিত বিষয় থেকে দুরে রাখুন। আপনার ঈমান বা ধর্ম যদি সংস্কৃতিটিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, তবে এটিতে কাজ করুন; বের করুন কেন তা হয় এবং এমন এক ঈমানের সন্ধান করুন যা স্বাধীনতা, শান্তিকে উৎসাহ দেয় এবং বন্ধুবান্ধব এবং অপরিচিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে। যদি কোন কিছু না করার সিদ্ধান্ত নেন তবে তা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

খারাপ জিনিসের প্রভাব সর্বদা ক্ষতিকারক

বিশ্বে কোন জ্ঞান এখনও খারাপ জিনিসকে উপকারী হিসাবে সমর্থন করে না। একটি সংস্কৃতির খারাপ দিকগুলি ক্ষতিকারক। এসব বিষয়ে সম্পৃক্ততা থেকে দূরে থাকার জন্য প্রত্যকের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ভাল জিনিস গ্রহণ করুন এবং তা নিজের জীবনে অনুশীলন করুন এবং নতুনীকৃত হোন। আপনার নতুন জীবন, সংস্কৃতি এবং সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে। আরও অনেকে আপনার কাছ থেকে শিখবে, একই কাজ করবে এবং সংস্কৃতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কখনই না, নিজের সংস্কৃতিতে ভাল বিষয় অবদান রাখার জন্য নিজের দায়বদ্ধতা থেকে কখনও পিছপা হবেন না।

আমি উদাসীনতার একটি উদাহরণ দেই যাতে আপনি দেখতে পাবেন যে এটি আপনার এবং অন্যদের জন্য কতটা বিপজ্জনক হতে পারে।

একজন জার্মান পালক **মার্টিন নিমোলের**[১] বর্ণনা করেছেন যে তাঁর মধ্যে উদাসীনতা কীভাবে তার এবং অন্যের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বলেছিলেন যে হিটলার যখন কমিউনিস্টদের হত্যা করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট নন এবং তাই তাদের রক্ষা করার তার দরকার নেই। হিটলার যখন ইহুদী এবং অন্যদের হত্যা করেছিল তখনও তার একই অজুহাত ছিল। হিটলার অন্যদের হত্যা শেষ করার পরে, তিনি অভ্যন্তরীণ বিরোধীদেরও শেষ করতে শুরু করেছিলেন। এরপরেই মার্টিনকেও জেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে হিটলারের কাছ থেকে তাকে রক্ষা করতে সাহসী লোকদের আর কেউই বাকি ছিল না। তিনি এবং তাঁর মতো লোকেরা যদি আগে এই সমস্ত জবাই করা মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারতেন, তবে এখন তার নিজের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর সমাজে অনেক লোক থাকতেন।

---

[১] https://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came_...

একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থান একটি সাংস্কৃতিক অন্ধকার যা সমাজে অন্যায় বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয় এবং সমস্ত সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য আপনার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করা দরকার। সংস্কৃতি স্থির নয় বরং গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। অন্ধকারকে প্রত্যাখ্যান করে এমন খাঁটি মূল্যবোধকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের সংস্কৃতি উন্নত করতে পারি। আপনার ব্যক্তিগত এবং জাতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করার জন্য আপনার কাঁধে একটি দায়িত্ব রয়েছে।

চিন্তারসময়ঃ ২

১. ভিন্ন ধর্মী ঈমান ও বিরোধী মূল্যবোধ সম্পন্ন বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি কী?
২. কেন আমাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধকরণ গুরুত্বপূর্ণ?
৩. আমরা কোথায় থেকে সংস্কৃতি সমৃদ্ধি করা শুরু করব?
৪. সাহস, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির মধ্যে কি কোনও সংযোগ রয়েছে?
৫. সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করার জন্য আপনার কি দায়িত্ব আছে?

ড্যানিয়েলের জীবন থেকে ব্যক্তিগত পরিবর্তনের উদাহরণ

আমার আছে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আছে, যা আমি আপনাদের বলতে চাই। আমি এই সিরিজগুলি শুরু করেছিলাম আপনাদের জানাতে যে, বুঝতে পারা হলো আমাদের স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠি। মিথ্যা ঈমান থেকে শুধু নিজেকে রক্ষা করার জন্যই নয়, কিন্তু সর্বোত্তম মূল্যবোধগুলি সহ আমাদের জীবনের লক্ষ্যগুলি অর্জনে উন্নতি করার প্রয়োজনে,আমাদের ঈমান সহ সব বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন। আমি এও বলেছি যে আমরা যদি স্বাধীনতা পেতে চাই, সৃজনশীল হতে চাই এবং গৃহ ও সমাজে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে চাই তবে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের কাঁধে একটি বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আমার নিজের যদি এইরকম কোনও পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা না থাকে তবে অন্যকে পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত হতে বলা, ভণ্ডামি এবং ছলনার বিষয় হবে। এই কারণে, আমার আলোচনার এই অংশে নিজের জীবনের ব্যক্তিগত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে কথা বলতে বেছে নিয়েছি যাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার কথাগুলো আমার নিজের জীবনের ভাল পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। এটি আমার জীবনের সত্য কাহিনী। আমি পরিবর্তিত হয়েছি, মন ও হৃদয় থেকে নতুন হয়ে এসেছি এবং জীবনে পরিবর্তনের কারনে প্রচুরভাবে দোয়া পেয়েছি। আমি চাই আপনি আমার যুক্তিগুলি মূল্যায়ন করুন, এই নতুনত্ব বিবেচনা করুন এবং

দোয়াপ্রাপ্ত হন। ঈসা মসীহ আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আমি যদি প্রথমে নতূনীকৃত না হই, তবে অন্যের কাছ থেকে পরিবর্তনের প্রত্যাশা অর্থহীন হবে। আমি অন্যকে ভাল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান দেওয়ার আগে তাদের অবশ্যই প্রথমে আমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। যদি একটি শান্তিপূর্ণ, সদয় এবং প্রেমময় সম্পর্ক আমার পুরো সত্ত্বাকে ধরে না রাখে, যদি ধৈর্য এবং ক্ষমা আমার পক্ষে কেবল কথার কথা হয়ে ওঠে এবং আমার দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করে, ন্যায়-বিচার কেবল তখনি ভাল হয় যখন অন্যরা এটি অনুসরণ করে, তবে আমার সমস্ত কথা, আলোচনা এবং পরামর্শ অনুপযুক্ত এবং বৃথা হয়ে যাবে।

আমি এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলাম যেটি সত্যের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিত। লোকেরা সাধারণত অন্যদের পরিবর্তনের আশা করত, নিজেদের না। আমি এমন কাজগুলি করছিলাম যা অন্যরা যদি আমার সাথে করত, তবে আমি খুব রেগে যেতাম। এই জাতীয় মনোভাবগুলি একটি আত্ম-কেন্দ্রিক জীবনের প্রতিধ্বনি যা অন্যের অধিকারকে তুচ্ছ করে দেখায়। ঈসা মসীহ শিক্ষা দেন যে, যদি অন্যের জীবন আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হয়, আপনি যদি অন্যের ব্যথায় ব্যথিত না হন, তবে আপনার আলোচনা এবং শিক্ষাগুলি তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

আমার জীবনে ঈসা মসীহের কাজ ও পরিচালনা ছিল আমার বিবেকের চালনের মধ্য দিয়ে কথা ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা এবং যেগুলি আমার পরিচয়কে ভালো করে তুলে ধরে সেগুলি রক্ষা করা,আর যা আমাকে উদাসীনতা, অজ্ঞতা, অসম্মান, বৈষম্য,বিদ্বেষ বা যুদ্ধে শৃঙ্খলবদ্ধ করে সেগুলি বাদ দেওয়া।
একদিন আমি একটি দেশে একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম যেখানে রাস্তায় ময়লা এড়াতে এবং তাদের শহর ও পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে নাগরিকদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। এর ফলে লোকেরা তাদের শহরে পারিপাট্য উপভোগ করতে পারত। বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা তার গাড়ি রাস্তায় দাঁড় করেছিলেন এবং একটি কমলালেবুর খোসা ছিলে সেগুলো রাস্তায় নিক্ষেপ করছিলেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এমন একজন ব্যক্তি খোসাগুলো কুঁড়িয়ে সেগুলি তার গাড়িতে ফেলে দিয়েছিল। গাড়িটিকে নোংরা করার জন্য মহিলাটি তার উপর রেগে গেল। তার প্রতি লোকটির প্রতিক্রিয়া হ'ল, তিনি অন্যের প্রতি যেমন আচরণ করছেন ঠিক তেমনই তিনিই তার সাথে করেছেন এবং ভাল কাজ না করলে তো তার রাগান্বিত হওয়ার কোনও অধিকার নেই।

এটি একটি ভাল এবং শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন ছিল। এটি দেখিয়েছিল যে মহিলাটি নিজের বিবেককে দেখতে অক্ষম ছিলেন, নিজের মনোভবের বড় সমস্যাটি দেখতে অক্ষম ছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের শহরকে নোংরা করে তুলেছিলেন, কিন্তু অন্য

কেউ যখন তার সাথে একই আচরণ করেছিল এবং তার গাড়িটিকে নোংরা করেছিল তখন খুব রেগে গিয়েছিলেন। তাকে জাগ্রত করার জন্য তার একজনের প্রয়োজন ছিল যাতে তিনি তার বিবেককে বোঝাতে সক্ষম হন এবং নিজের মধ্যে আত্ম-কেন্দ্রিকতার গুরুতর সমস্যাটি দেখতে পান এবং ফলস্বরূপ, অন্যের সাথে শান্তির একটি বিকল্প সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। বিবেক হল মানবজাতি হিসাবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ, যা আমাদের চিন্তা করতে এবং চারপাশের জিনিসগুলিকে বিবেচনা করে সর্বোত্তমটি গ্রহণে সাহায্য করে। বিশ্বাস করুন যদি আমাদের মধ্যে বিবেক বলে কিছু না থাকতো, আমি আপনাদের সাথে এই সংলাপটি করতাম না। কারণ বিবেক-বিহীন উভয়ের পক্ষে একে অপরকে বুঝতে অসুবিধা হয়। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের এই বিবেক রয়েছে এবং এর কারণে আপনাদের সাথে কথা বলতে, আমার কাহিনী বলতে এবং আমার হৃদয় এবং জ্ঞান আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে আমি খুবই আন্তরিক এই আশায় যে তা নতুনত্বের চাবিগুলি উন্মুক্ত করবে।

আমি ঈসা মসীহের ইঞ্জিল থেকে শিখেছি যে আমার বিবেকের উপর নির্ভর করতে হবে এবং অন্যদেরও এটি করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে, অন্যথায় আমরা সত্যের বাধা হয়ে যেতে পারি। ২ করিন্থীয় ৪ রুকু ২আয়াত এ বলা আছে - “আমরা অসততার গোপন বিষয়গুলি ত্যাগ করেছি, আমরা কোন কাজে

ছলনা করি না, আল্লাহর কালামে কোন ভুলের ভেজাল দিই না; কিন্তু সত্য প্রকাশ দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষের বিবেকের কাছে নিজেকে প্রশ্ন করি"।

ইঞ্জিল ঠিক আছে। সত্যের জন্য অসততা এবং প্রতারণার প্রয়োজন হয় না। মানুষের মন, দিল এবং বিবেকের কাছে সত্য কথা বলে এবং তার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। মানুষের জীবনে প্রবেশের জন্য সত্য কখনই সেতু হিসাবে অসততা ও ছলনা ব্যবহার করে না।

ঈসা মসীহের এই মহান জ্ঞানের আলোকে আমি এও বিশ্বাস করি যে সেগুলি সত্য কিনা তা বিবেচনা করতে এবং খুঁজে বের করতে আপনাদের বিবেক আপনাদের সক্ষম করবে। দিল এবং মন অবিশ্বস্ত কাজের জন্য যেতে পারে কিন্তু বিবেক তা করে না। এই কারণে, আমি আমার কাহিনী, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং বোধশক্তি আপনার বিবেকের কাছে রাখতে চাই। আশা করি এবং মোনাজাত করি যে আপনার বিবেককে সোচ্চার হতে দিবেন এবং আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে সুযোগ দেবেন।

আমার জীবনে পরিবর্তনগুলি মূল থেকে শাখা পর্যন্ত ঘটেছে। ঈসা মসীহের ইঞ্জিল থেকে আমি একটি আশ্চর্যজনক জ্ঞান লাভ করেছি। এটি রোমীয় রুকু ১১ আয়াত ১৬ এ বলে: "*মূল যদি পবিত্র হয় তবে তার ডালাপালাগুলো তো পবিত্র*"। এর মানে

হলো, শারীরিক ও রুহানিক জীবনের প্রতিটি বিষয় মূলের উপর নির্ভর করে। আমদের জীবন সেই ভিত্তি বা মূলের প্রতিচ্ছবি যার উপরে আমরা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মূল বা ভিত্তি যদি ভাল হয় তবে জীবনও ভাল হবে। অন্যথায়, আমরা একটি ভাল জীবন পাব না। সুতরাং, সেই মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এবং যে সত্যপুষ্টি তা সরবরাহ করে তা লাভ করবার জন্য সত্যবাদী ভিত্তি বা মূল নির্বাচন করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সত্যটি হ'ল- আমাদের সত্যবাদী ঈমান না থাকলে সত্যবাদী মূল লাভ করতে পারবো না। কেবল মাত্র সত্যবাদী ঈমানই আমাদের সত্যবাদী মূল দিতে পারে।

এই মূল হলেন ঈশ্বর বা সেই নেতা যিনি আপনার ঈমান রচনা করেছেন। এজন্যই সত্য ঈশ্বর বা নেতা খুঁজে পেতে এবং তাঁর মূল্যবোধের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এমন ঈশ্বর বা নেতা যিনি আমার পছন্দের স্বাধীনতাকে সম্মান করবেন এবং পরিবারের সদস্য এবং অন্যদের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিখিয়ে দেবেন। এই নেতা হলেন ঈশ্বর যাকে ঈসা মসীহ আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কেবল মানুষের পছন্দের স্বাধীনতাকেই সম্মান করেন না, বরং সমস্ত ভাল বিষয় ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করার জন্য মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে চান। তিনি ইসলামের আল্লাহর মতো না, তিনি নিজেকে লোকদের থেকে আড়াল করেন না যারা তাকে পেতে চায়। তিনি তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য আমাদের

ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করেছেন। যিনি জীবন দিয়েছেন এবং প্রতিটি ভাল জিনিসের উৎস, তিনি ঈশ্বর, তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা কি ভাল এবং অসাধারণ বিষয় নয়? অবশ্যই এটা ঠিক, এ কারণেই আমি আপনাকে এবং দুনিয়াকে বলার জন্য একটি আশ্চর্যজনক কাহিনী পেয়েছি - কী হয়েছে এবং কেন ঈশ্বরের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে তা আপনাকে ও আপনাদের জানাতে।

দেখুন, আমি "কী এবং কেন" শব্দ ব্যবহার করছি। আমি "কেন, কী এবং কিভাবে" শব্দগুলো পছন্দ করি? আমি ঈসা মসীহের কাছ থেকে শিখেছি যে এই শব্দগুলি জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দগুলি অসত্য, ভয় এবং অন্ধ আনুগত্য থেকে উদ্ধার করে, সত্য, সাহস এবং স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামে "কেন, কী এবং কীভাবে" শব্দগুলি ব্যবহার করার অনুমতি নেই। মুহাম্মদের কথা সম্পর্কে এবং কুরআনে তাঁর আল্লাহর সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ। ইসলামের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত মুসলিম নেতাদের সমালোচনা করাও খুব বিপদজনক। ফলস্বরূপ, আপনি যদি একজন মুসলিম হন তবে আপনার স্বাধীনতা নেই।

কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা নির্দেশ গ্রহণ করার আগে আমাদের সকলকে তা বিবেচনা করে দেখবার আহ্বান করেছেন। তাঁর পথটি সত্য পথ কি না তা বুঝতে তিনি

যদি আমাকে "কী, কেন এবং কীভাবে" শব্দগুলি ব্যবহার করার অনুমতি না দেন তবে আমি ঈসাকে অনুসরণ করব না। ঈসাকে অনুসরণ করার প্রথম পদক্ষেপ স্বাধীনতা। এ কারণেই ঈসা, তিনি তাঁর শত্রুদের স্বাধীনতাকেও শ্রদ্ধা করেন।

সুতরাং, আমি এমন ঈশ্বরের অনুসরণ করি যিনি আমাকে পছন্দের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমার স্বাধীনতা ঈশ্বরের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার উপর তার ঈমান চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। এটি কি আশ্চর্যজনক নয়? তাই আমি ঈসা মসীহকে বলেছিলাম, আমাকে তাঁর মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে যা পার্থিব ও রুহানিকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়। তাঁর মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি প্রতিটি জাতি, ভাষা, বর্ণ এবং বর্ণের মানুষের সাথে ন্যায়, সদয়, প্রেমময় এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক অনুসরণ করতে সক্ষম এবং প্রস্তুত আছি। সমগ্র বিশ্বে মানব-জাতির মধ্যে আমার একটিও শত্রু নেই। আমার শত্রু কেবল শয়তান যে পছন্দের স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং মানুষকে উদাসীনতা বা অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখতে চায়।

এখন কি বুঝতে পেরেছেন যে সত্য ঈশ্বর বা আদর্শ বা ভিত্তি বা মূল আপনার জীবনের প্রতিটি অংশকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং আপনার জীবন উপভোগ করতে এবং সকলের জন্য আলোক বর্তিকা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে? এই আলো কখনই

কোনও অন্ধকারের মাধ্যমকে আপনার মধ্যে বাসা তৈরি করতে দেবে না আপনার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বা অন্যের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে।

আমি এখন এই ঈশ্বরের অনুসরণ করছি। ঈসা আমাকে এমন একটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আমাকে নতুন দিল দিয়ে নতুন পরিচিতি দিয়েছে, নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে একটি নতুন জগতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন যাতে শত্রুদের সহ সকলের যত্ন নিতে পারি। ঈসা মসীহ আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে আরও ভাল পছন্দের জন্য মূল থেকে শাখা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বঝতে পারা প্রয়োজন। আমরা যদি সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই তবে আমাদের ভাল পছন্দ তৈরি করার জন্য মরিয়া হওয়া দরকার। একটি ভাল পছন্দ তৈরি করার জন্য আমি তাঁর (ঈসার) কথা শুনি। আমি ঈসার সত্যবাদী মূল অনুসরণ করেছি, তারপরে আমার জীবনের প্রতিটি শাখা আরামদায়ক এবং আশ্চর্যজনক হয়ে উঠেছে। আমার বেহেশতী জীবন সম্পর্কে রুহানিক নিশ্চয়তা ছিল আমার প্রথম স্বস্তি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরের মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে চিরকালের জন্য সেই মুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যেহেতু মূলটি চিরন্তন। আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি যে, আমি পৃথিবীতে আমার জীবনের একশত ভাগ ঈশ্বরের এবং আমি চিরকালও তার সাথে থাকব। দোযখ নিয়ে আমি দুশ্চিন্ত করবো না কারন ঈশ্বরের মূল

সত্যের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত. এই আত্মবিশ্বাসটি কি আশ্চর্যজনক এবং সান্ত্বনাজনক নয়? এটা তাই। ঈসা মসীহের সাথে সাক্ষাতের আগে, সমস্ত মুসলমানের মতো, ইসলামে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। পরকালের সম্পর্কে ইসলাম আমার মধ্যে যে আস্থার অভাব তৈরী করেছিল তা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। কুরআন বলে যে- কেউ তার ভবিষ্যতের কথা জানে না এবং মুহাম্মদও বার বার বলেছিলেন যে তিনি তার ভবিষ্যতের বিষয়ে অনিশ্চিত। এটা আমাকে সমস্যায় ফেলেছিল। আমাকে ইসলামের আল্লাহর জন্য সমস্ত কিছু করতে, মুহাম্মদের পদক্ষেপ অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল, তবুও সবই একটি অজানা ভবিষ্যতের জন্য। তবে ঈসায়ী সাহিত্য পড়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ঈশ্বর যদি সহানুভূতিশীল হন তবে পৃথিবীতে আমার জীবনের প্রতি তাঁর (ঈশ্বরের) প্রত্যেকটি করুণা প্রমাণ করা উচিত। আমি এই মুহূর্তে তাঁরই অধিকারে এবং চিরকাল তাঁর সাথে থাকব বলে আত্মবিশ্বাস যুগিয়ে তিনি এ কাজটি করেন।

আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে সর্বাধিক যে করুণা আশা করি তা হল অস্পষ্টতা থেকে আমাকে মুক্ত করা। আমার রুহানিক নিশ্চয়তা, তিনি আমাকে অন্য যে সমস্ত জিনিস দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার এখন নাজাত দরকার। মুক্ত হওয়ার জন্য আমার এখন রুহানিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে হবে। সত্য ও করুণাময় ঈশ্বর কখনই মানুষকে অজানা ভবিষ্যতের জন্য তাঁর

উপরে ঈমান রাখতে বলেন না। আসলে, ঈশ্বরের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে কোনও অস্পষ্টতা থেকে মুক্তি দেওয়া এবং তাদের ঈমান অর্জন করা। আমাদের প্রত্যাহিক জীবনও একই রকম। আমরা কারও উপর নির্ভর করি না যতক্ষণ না সে তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ না করে। এখানেই আমরা ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করে কুরআনে এক বিরাট দুর্বলতা দেখতে পাই।

ইঞ্জিল শিক্ষা দেয় যে, আপনি যদি এখন ঈসা মসীহকে অনুসরণ করেন তবে আপনি এখন এবং চিরকালের জন্য নাজাত পাবেন। কিন্তু কুরআন শিক্ষা দেয়, আপনি যদি মুহম্মদকে অনুসরণ করেন তবে এখনই নাজাত প্রাপ্ত নন এবং নিশ্চিত নন, যে আপনি পরকালীন জীবনে নাজাত পাবেন কি না। সুতরাং, ঈসাকে অনুসরণ করে আমি পার্থিব জীবনে ঈশ্বরের করুণা অনুভব করতে পেরেছি, নাজাত পেয়েছি এবং অনন্তকালের জন্য নিশ্চয়তা পেয়েছি।

ঈসা মসীহের মূল থেকে দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয়টি আমি পেয়েছি এটি হল আমি নূর, মহব্বত, দয়া, ন্যায়বিচার, ধার্মিকতা, পবিত্রতা এবং শান্তির সন্তান। এগুলি হল আমার পরিচয় এবং ঈসা মসীহকে অনুসরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয়। যদি ঈশ্বর নূর, মহব্বত, সদয়, ন্যায়বান, ধার্মিক, পবিত্র এবং শান্তিপ্রিয় ঈশ্বর হন তবে আমি তাঁর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর

এই সমস্ত মূল্যবোধকে আমার জীবনে বহন করি। আমার জীবনে এখন এই গুণাবলীগুলি রয়েছে এবং কীভাবে বন্ধু, বিরোধী এবং শত্রুদের সাথে চলতে হয় তা আমি জানি। আমি আলো এবং বন্ধু, বিরোধী এবং শত্রুদের কাছে আমাকে আলো হতে হবে এবং তাদের প্রতি দয়াবান হওয়া এবং যে কোনও অজুহাতে কারও প্রতি অবিচার করা থেকে বিরত থাকা এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য মহত্বতের সাথে আন্তরিকতার সাথে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

এটা কি অসাধারণ নয়, যখন আপনি বিশ্বাস করেন যে নিকৃষ্টতম শত্রুরাও আপনার সেরা বন্ধু হয়ে উঠতে পারে যদি তাদের সাথে প্রেমময় প্রজ্ঞার সাথে যোগাযোগ করেন এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সর্বোত্তম উপায় খুঁজতে তাদেরকে অনুরোধ করেন? এটা অসাধারণ, যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমানের কারণে আমাকে পছন্দ করেন না, তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেও এমন আশ্চর্যজনক বিষয়গুলির অভিজ্ঞতা পেয়েছি। আমি আপনাদের কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই।

একদিন এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে ঈসায়ী ধর্ম থেকে কিছু শুনতে তিনি পছন্দ করেন না কারণ এগুলো তাঁর কাছে আবর্জনা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কি সত্যই বিশ্বাস করে যে এটি আবর্জনা? সে হ্যাঁ বলেছে। আমি তাকে বলেছিলাম, "তাহলে আমার আপনার সাহায্য দরকার। আমি এটা আমার

দিলে বহন করছি, আমি সত্যই মনে জঞ্জাল বয়ে বেড়ানো পছন্দ করি না। আপনি কি আমাকে এই আবর্জনা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবেন?" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, আমি আপনাকে কীভাবে সহায়তা করতে পারি?" তাকে বললাম যে, ঈসা বলেছেন: "প্রতিবেশীদেরকে নিজের মতো মহব্বত কর, শত্রুদেরকে মহব্বত কর এবং তাদের আশীর্বাদ কর এবং আপনার স্ত্রীকে নিজের দেহের মতো মহব্বত কর"। তিনি বলছেন যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য সেরা বিষয় হল মহব্বত এবং দয়া। "এর মধ্যে কোনটি আপনার নিকট আবর্জনার মতো দেখাচ্ছে?" তিনি বললেন এগুলো ভাল। আমি তাকে আবার বললাম যে, ঈসা বলেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক সকলের দাস হইবে।" ঈসা বলতে চেষ্টা করছেন যে কেবলমাত্র বিনয়ী নেতৃত্বই মানুষদের ন্যায়বিচার ও শান্তিতে পরিচালিত করতে পারে। স্বৈরশাসন শান্তি ও ন্যায় বিচারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে অক্ষম। এতে আবর্জনা কোথায় পান? তিনি বললেন যে কখনই জানতেন না যে এই বিষয়গুলি ইঞ্জিলে আছে। তিনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ইঞ্জিল কিতাবটি পড়ার জন্য নিয়েছিলেন। অন্য একটি ঘটনায়, মসজিদের একজন ঈমাম আমার উপর আক্রমণ শুরু করেন যেহেতু কুরআনের কিছু আয়াত আমি মানুষের কাছে প্রকাশ করছিলাম।

আমি তাকে বললাম, “স্যার, আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে আপনার ধর্মই সর্বশেষ এবং নিখুঁত ধর্ম? যে ধর্মকে নিখুঁত বলা হয় তার অনুসারী কেন হিংস্র ব্যবহার করবে বরং নিখুঁত জ্ঞান ব্যবহার করে অন্যের সাথে শান্তির কথা বলবে। আপনি ঈসায়ী ধর্মকে ভ্রান্ত বলছেন,যদি তাই হয় তবে আমার ধর্মকে ভ্রান্ত বলা হলে আমার হিংস্র হওয়া দরকার, কিন্তু আপনি হিংস্র হচ্ছেন আর আমি শান্ত আছি।

তাঁর বিবেক স্পর্শ পেয়েছিল এবং তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে আমি শান্তিপূর্ণ আলোচনার চ্যালেঞ্জ জানাতে ঠিকই করেছিলাম। তাঁর সাথে আমার সংক্ষিপ্ত এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনায় ৬ মাসের বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপের একটি ভাল শুরু হয়ে উঠেছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত ঈসাকে তার দিলও দিলেন। মসজিদের একজন ঈমাম, ইসলাম ছেড়ে ঈসার উম্মত হয়েছিলেন!

এটা কি অসাধারণ বিষয় নয় যে আমি হিংস্রতার প্রতি সহিংস প্রতিক্রিয়া জানাই নাই? আমি একটি হিংস্র প্রেক্ষাপট থেকে এসেছি। আমি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম নেতা, রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত ছিলাম। আমি শিখেছিলাম যে, যারা ইসলামকে "না" বলেছে তাদের প্রতি সহিংসতা একমাত্র প্রতিক্রিয়া। তবে এখন ঈসা মসীহের নেতৃত্বে আমি প্রতিপক্ষকে তাঁর মহব্বত, দয়া এবং যুক্তি দিয়ে তাদের কাছে আসি, তাদের বিবেককে স্পর্শ করি যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে, সত্য খুঁজে পেতে এবং

আমার বন্ধু হতে পারে। আমার ইসলাম থেকে ঈসার পথের যাত্রায় বিরোধীদের সহ সকলের জন্য দোয়ার পথ তৈরি হয়েছে। এটা আমার কাহিনী। আমি ঈসা মসীহের স্পর্শ পেয়েছি, নতূনীকৃত হয়েছি এবং চিরন্তন আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি এখন এক নতুন ব্যক্তি, আমার মন, দিল এবং বিবেকের ব্যবহারে স্বাধীন যেন অন্যদেরকে প্রকৃত স্বাধীনতার কাছে আর্কষন করতে পারি। আমার কাহিনী শোনার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

চিন্তার সময়- ৩

১. আমি যদি ভাল বিষয় না শিখি তবে অন্যদের ভাল হওয়ার আশা করা কি যুক্তিসঙ্গত?
২. কেন আমাদের মন, দিল এবং বিবেককে কার্যক্ষম করা প্রয়োজন?
৩. আমাদের ঈমান রুহানিক এবং সামাজিক জীবনকে কতটা প্রভাবিত করে? প্রভাবটি যদি নেতিবাচক হয় তবে কি একটি বিকল্প খোঁজ করা উচিত?
৪. যদি ঈশ্বরে ঈমান রাখেন তবে তাঁকে জানা, তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা এবং চিরন্তন আত্ন-বিশ্বাস অর্জন করা কী ভাল নয়?
৫. কেন ড্যানিয়েল ঈসার উপরে নির্ভর করেছিলেন?

৬. কোন কোন বিষয়ে আপনি ড্যানিয়েলের সাথে নিজেকে মিলাতে পারেন?

ঈশ্বরের কি অস্তিত্ব আছে?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বা নাই তার দার্শনিক আলোচনার শিকড় রয়েছে ইতিহাসের গভীরে। ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি আমাদের খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নিয়ে যায়, সক্রেটিসেরও আগে, যারা প্রথমবারের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে প্রকৃতির কাজ বর্ণনা করেছিল। থ্যালিস হলেন এই যুগ ও আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ঈশ্বরে অবিশ্বাসের দর্শন, কমিউনিস্ট এবং ডারউইনীয় আন্দোলনের পরে খুব সোচ্চার হয়ে ওঠে। পরে, ঈশ্বর ও সৃষ্টি দর্শন বিস্তারের বিরুদ্ধে এই মতবাদটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে।

যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তারা বলে: যদি ঈশ্বরকে দেখা বা স্পর্শ করা না যায়, তবে তার অস্তিত্ব নাই। আমরা নিশ্চিত নই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নাই, কারণ বিজ্ঞান এখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেনি। তাদের অনুমান যে জগৎ বিশৃঙ্খলভাবে এবং দুর্ঘটনার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এর কোনও স্রষ্টা থাকতে পারে না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসীরা বলে: যার অস্তিত্ব আছে তার আবিষ্কারক এবং স্রষ্টা আছে, তাই জগতের অস্তিত্বও তার নিজ স্রষ্টা থাকার ইঙ্গিত দেয়।

অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল দর্শনের বিরুদ্ধে প্রমাণ

প্রথম প্রমাণটি হলো সমস্ত কিছুর গঠন কাহিনী।

বিশ্বের প্রত্যেকটি জিনিস সুশৃঙ্খল এবং সুগঠিত যা দুর্ঘটনা দ্বারা হতে পারে না। সুশৃঙ্খল কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, সেই শৃঙ্খলা গঠনের পিছনে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং পরিচালনা আছে। যদি তাই হয়, তবে অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল দর্শনের কোন মানে নাই, বরং তা বিজ্ঞানের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় প্রমাণটি হল শরীরের বিভিন্ন অংশ যেভাবে কাজ করে

মানুষ বা প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অংশ নির্দিষ্ট কাজ এবং উদ্দেশের জন্য অসাধারণ ধীশক্তি নিয়ে তার স্থানে অবস্থান করে। এই ধীশক্তিটি বিশৃঙ্খল দর্শন তত্ত্বের সাথে মেলে না। যেমন, একটি জিরাফের কলিজার ওজন ১৩ কেজি(২৯ পাউন্ড), যা হাতির কলিজার চেয়ে দ্বিগুণ। কারণ, তাকে দীর্ঘ ঘাড়ের মধ্য দিয়ে মাথায় রক্ত সঞ্চালন করতে হয়।

এর মাথার কাছে একটি নির্দিষ্ট ধমনী[২] রয়েছে যা স্পঞ্জের মতো কাজ করে। তা মাথার মধ্যের চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন মাথা নিচে থাকে তখন তা হালকাভাবে রক্ত চুষে নেয় যেন মাথায় রক্তচাপ বেড়ে না যায়। রক্তচাপ খুব বেশি হলে, ক্ষতি হওয়ার আগে তা জিরাফকে মাথা উপরে তোলার ইঙ্গিত দেয়।

বিশৃঙ্খল দর্শন কি এই অসাধারণ বুদ্ধিমান নকশার বর্ণনা করতে পারে? একেবারে না।

তৃতীয় প্রমাণ হল, মানুষের মধ্যে নৈতিকতার অনুশীলন।

প্রতিদিনের জীবনে নৈতিক অনুশীলনগুলি বিশৃঙ্খল ঘটনাবলির ফলাফল হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক এগুলি অভিজ্ঞতা এবং মানদণ্ড ছাড়া আমরা বলতে পারি না। তাই, আমরা যদি অভিজ্ঞতা বা মানের উপর নির্ভর করি তবে বিশৃঙ্খল দর্শন অর্থহীন হবে, কেন? কারণ অতীতে আমরা তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং অতীতের অভিজ্ঞতার জ্ঞান এখন আমাদের আদর্শ বা মান। নেতিবাচক এবং

[২] https://en.wikipedia.org/wiki/Giraffe#Neck; http://www.africam.com/wildlife/giraffe_drinking.

ক্ষতিকারক বিষয়গুলি এড়াতে এই তথ্যের সাহায্যে আমরা খোলা চোখ দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।
সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানগুলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালনায় দুর্ঘটনাক্রমে পরিবর্তনের চেয়ে আমাদের মূল্যায়নের ক্ষমতা এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলাফল। অতএব, বিশৃঙ্খল দর্শন কেবল একটি তত্ত্ব এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে মেলে না।

বিশ্বের প্রত্যেকটি পারিবারিক নীতি ও আদর্শ বিশৃঙ্খল দর্শনের বিরুদ্ধে।

ইতিহাস জুড়ে পিতা-মাতারা এমনকি ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরাও, তাদের সন্তানদের বিয়ে করে না। এই ধরণের নীতি আদর্শ বিশৃঙ্খল দর্শনের ঘোর বিরুদ্ধ। সেভাবে বিশৃঙ্খল ঘটনায় কেউ বলতে পারে না যে এই হল আমার পছন্দের স্ত্রী; কারণ পছন্দ করা বা পরিকল্পনা করা বিশৃঙ্খল জীবন বা দর্শনের সাথে মেলে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান সহ বিশ্বের সমস্ত অস্তিত্ব বিশৃঙ্খল দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সেগুলো এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে যিনি বিশ্বজগতের নকশা করেছিলেন ও সৃষ্টি করেছিলেন। জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা নির্মিত।

এটি বুঝতে আমাদের চারপাশের জিনিসগুলি খুব কাছ থেকে দেখতে হবে।

কে এই ঈশ্বর?

ভাল, ঈশ্বরকে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। তবে কোনটি সত্য? বিভিন্ন ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কিত মত আলোচনা আমার এই বইয়ের পরিকল্পনা নয়, তবে আমি মুসলমানদের এবং ঈসায়ীদের ঐশতত্ব তুলনা করার লক্ষ্য নিয়েছি। ইসলাম এবং ঈসায়ী ঐশ্বতত্ব কি ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন মত বর্ণনা করে? চলুন যতটা পারি দেখে নিই।

ইসলাম এবং ঈসায়ী ধর্মের ঈশ্বর

এই দুই বিশ্বাসে কি ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক থাকতে পারে?

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে: ঈশ্বর তাঁর স্বভাবের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে [৩] অনেকের সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে ।

---

[৩]*কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর ব্যক্তিগত এবং সম্পর্কযুক্ত, সুতরাং তিনি একদম অদৃশ্য ঈশ্বর হতে পারেন না, কিন্তু দৃশ্যমান. তিনি তাঁর*

কুরআন বলে: ঈশ্বর স্বভাবের দ্বারা প্রকাশিত নয় এবং মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে পারে না। এটি গ্রীক দর্শনের অনুরূপ: গ্রীক দর্শনে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব নেই এবং নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। গ্রীক দর্শন থেকে মুসলিম পণ্ডিতরা এটি ধার করেছেন কারণ আল্লাহর বৈশিষ্ট কেবল গ্রীক দর্শনের সাথেই মেলে।

আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসে পড়ি যে, ঈশ্বর লোকদের দেখেন, শোনেন, সরাসরি তাদের সাথে কথা বলেন এবং যাকে পছন্দ করেন তার কাছে নিজেকে দেখা দেন। তবে কুরআন সূরা আন আনাম(৬) আয়াত ১০৩ এ বলা হয়েছে যে আল্লাহ অদৃশ্য কিন্তু তিনি দেখেন এবং সুরা আশ-শূরা (৪২) আয়াত ৫১-এ বলা হয়েছে যে আল্লাহ পর্দার বাইরে কিন্তু কারও সাথে কথা বলেন না। সুতরাং, কুরআন বলে যে আল্লাহ নিজেকে গোপন করেন এবং কখনও নিজেকে প্রকাশ করেন না, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন।

স্বভাবের দ্বারা দৃশ্যমান, যেমন তিনি নিজেকে পুরাতন নিয়মে কিছু ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সরাসরি সমস্ত নবী-রাসুলদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং নতুন নিয়মে একজন মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজের নীতি বা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে কিছু পরিস্থিতিতে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন।

এখন যৌক্তিক আলোচনায় প্রবেশের আগে, আমি আপনাকে একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি নিজের স্রষ্টাকে সামনা-সামনি দেখতে পছন্দ করবেন? বিভিন্ন ধর্মীয় পটভূমির বহু লোকের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি বহুবার অবাক হয়েছি, যারা বলেছিল যে তারা তাদের স্রষ্টাকে দেখতে চান। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে মধ্য প্রাচ্যের কয়েকজন মহান দার্শনিক, তাফসিরকারক এবং কবিরাও আল্লাহকে মুখোমুখি দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। সংক্ষেপে, আমি আপনাকে বলতে চাই যে, আপনি যদি আল্লাহকে দেখতে চান তবে কখনও তিনি আপনার থেকে নিজেকে আড়াল করতে চান না।

আল্লাহর কেন নিজেকে আড়াল করা উচিত নয়?

ঈশ্বর তাঁর মহত্ব ব্যক্তিগতভাবে দেখান

ঈশ্বর মহত্বতের ঈশ্বর; তিনি তাঁর মহত্বতকে গোপন করেন না। আপনি কখনই কোনও ব্যক্তিকে সুন্দর বলতে পারবেন না যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার মহত্ব প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একই; তিনি আপনার সাথে এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর মহত্ব প্রকাশ করেন। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরকে অবশ্যই আমাদের সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে হবে এবং তারপরে আমাদের কাছে তাঁর মহত্ব প্রকাশ করবেন। ঈশ্বর শুরুতেই সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তাঁর

মহব্বতকেও সেই পরিকল্পনায় যুক্ত করেছিলেন। সৃষ্টিতে, তিনি নিজেকে আদম এবং হাওয়ার কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং তারা ঈশ্বর এবং তাঁর মহব্বতকে ব্যক্তিগতভাবে দেখতে সক্ষম হয়েছিল। যদি আপনার আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ না করে তবে তিনি কোনও সম্পর্ক সৃষ্টিকারী আল্লাহ নন এবং আপনার জীবনে তার কোনও আগ্রহ নাই।

তিনি যদি নিজেকে প্রকাশ করেন তবে আমরা আল্লাহকে আরও ভালভাবে জানতে সক্ষম হব।

ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে নির্মিত প্রত্যেককে, তার সৃষ্টিকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে হবে। মধ্যস্থতা ছাড়া ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানাই কী ভাল নয়? মধ্যস্থতা ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে জানলে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। মনে করুন আপনি একটি পরিবার গঠন করতে চান, আপনার ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গীকে ব্যক্তিগতভাবে জানা এবং তার সাথে একত্রিত হওয়া কি আপনার পক্ষে বেশি উপকারী হবে না? ঈশ্বরের কাছেও একই অবস্থা। আপনি যদি ঈশ্বরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চান তবে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানতে হবে।

আমরা যদি ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে না জানি, তবে ঈশ্বরের কথা সরাসরি আমাদের সাথে সম্পর্কিত হবে না। অন্যদিকে, ঈশ্বরের চেয়ে আর কেউ ঈশ্বরকে আমাদের কাছে পরিচিত করতে পারে

না। তাহলে কেন ঈশ্বর নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত করাবেন না? ঈশ্বর নিজেকে গোপন করেন না। যদি আপনার ধর্ম বলে যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন না এবং নিজেকে পরিচিত করেন না, সেই ধর্ম খোদায়ী হতে পারে না।

যদি কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে না জানে, তবে সে কি আল্লাহর রাসুল হতে পারে? না, প্রকৃত রাসুল স্বয়ং আল্লাহ যাকে প্রেরণ করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তি আল্লাহকে না দেখেন, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে না পান এবং তাঁকে না জানেন, তবে তিনি কোন যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন? এ নিয়ে কোনও যুক্তি নেই। একজন সত্যিকারের রাসূলের, ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তাঁর কণ্ঠস্বর ও কালামের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকতে হবে, অন্যথায় সে আল্লাহর কাছ থেকে আসা দাবিতে সত্যবাদী হবে না এবং, যদি কোনও ধর্মে যুক্তির কোনও ভিত্তি না থাকে, তবে প্রতারণা, শক্তি বা তলোয়ারের শক্তি দিয়ে লোকদের কালাম গ্রহনে বাধ্য করবে। সুতরাং, যদি আপনার ধর্ম শিক্ষা দেয় যে আপনার নবী-রাসুলগণ আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করেননি, তবে আপনাকে অন্য একটি ঈমানের সন্ধান করতে হবে যা আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রাসুলদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উৎসাহ দেয়।

মহব্বতের ঈশ্বর মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিতে চান

আপনি কি শুনেছেন না যে লোকেরা বলে, " আল্লাহ আপনাকে নেতৃত্ব দিন"? এর কারণ লোকেরা আল্লাহর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হতে চায়। আমি নিশ্চিত যে আপনারা সকলেই আমার সাথে একমত হবেন যে ন্যায়-বিচার, ধার্মিকতা, পবিত্রতা এবং সদয়তার বিষয়ে ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহলে আর কে আছে যে, ঈশ্বরের চেয়ে মানুষকে ভালভাবে পরিচালিত করতে পারে? কেউ না। ঈশ্বর জানেন যে, তিনি যদি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দেন তবে ইবলিশ আপনার নিকটবর্তী হতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যদি কোনও নবী আপনাকে নেতৃত্ব দেয় তবে আপনি ইবলিশের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পাবেন না। এই কারণে, ঈশ্বর নিজেকে গোপন করেন না, তবে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। অতএব, আপনি যদি ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেন তবে কোনও মাধ্যম বা নবী-রাসুলদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে এটি আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে। ফলস্বরূপ, যদি আপনার ধর্ম আপনাকে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার সুযোগ না দেয় এবং আপনার নবী-রাসুলগণকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য করে তবে ধর্মটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা ধর্ম না।

ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে জগতে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চান।

আল্লাহ যদি ন্যায়-বিচারের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ এবং ইবলিশ অবিচারের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হন তবে ঈশ্বর ছাড়া আর কে ইবলিশকে পরাজিত করতে এবং জাগতিক জীবনে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নয়। যদি এটি হয়, তবে ঈশ্বরকে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে এবং জগতে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ একজন নবী-রাসুল ব্যক্তিগতভাবে ইবলিশকে পরাজিত করতে পারেন না। সুতরাং, যদি আপনার ধর্মটি শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর আমাদের পক্ষে ইবলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন না, তবে এটি আপনাকে বিভ্রান্ত করছে এবং ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা জানে না।

ঈশ্বর মানবজাতিকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচাতে চান

ইবলিশ অন্যায়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং মানুষকে শৃঙ্খলবদ্ধ করেছে। যদি এটি হয় তবে কে এই শৃঙ্খলবদ্ধ মানব জাতিকে ইবলিশ ও গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে? শৃঙ্খলবদ্ধ ব্যক্তি কি নিজেকে ইবলিশ থেকে বাঁচাতে পারে? না। প্রথমত, সে রুহানিক কারাগারে আছে এবং একজন বন্দী নিজেকে বাঁচাতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ইবলিশ এই রুহানিক কারাগারের প্রধান, যে কোনও মানুষের চেয়েও শক্তিশালী, মানব জাতিকে ঘৃণা করে

এবং কোনও মানুষের নাজাতে বিশ্বাস করে না। কোনও মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারে না। প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন। ঈশ্বর আমাদের কাছে আসার অর্থ তিনি নিজেকে গোপন করেন না।

আপনার ধর্ম আপনাকে বিভ্রান্ত করছে যদি তা বলে যে, আপনি নিজের ভাল কাজের দ্বারা ইবলিশ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। আমরা যদি রুহানিকভাবে নাজাত প্রাপ্ত এবং স্বাধীন না হয়ে থাকি তবে এই অধার্মিক পরিস্থিতি আমাদের ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন কোনও বেহেশতী কাজ করা হতে দুরে রাখে। ঈশ্বর মহব্বত এবং ন্যায়-বিচারের উৎস। আপনি যদি ঈশ্বরের মহব্বত এবং ন্যায়-বিচারের মধ্যে না থাকেন তবে আপনি সত্যই ঈশ্বরের পক্ষে চিন্তাভাবনা, কথা বলতে ও কাজ করতে পারবেন না। অন্য কথায়, আপনার কাজ ঈশ্বরের মতানুযায়ী হতে পারে না যদি না আপনি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে থাকেন এবং গুনাহ এবং ইবলিশের সাথে আপনার সম্পর্ক বাতিল না হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'ল মানব জাতি প্রথমে ইবলিশ থেকে স্বাধীন হওয়া। ইবলিশ থেকে স্বাধীন হওয়া হল ঈশ্বরের ভাল কাজের শুরু। অন্য কথায়, ঈশ্বরের প্রথম লক্ষ্য হ'ল আপনাকে স্বাধীন করার জন্য নিজেকে প্রকাশ করা। ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে সন্তুষ্ট করা কাজগুলি, আপনার নাজাত পাওয়া এবং স্বাধীন হওয়ার পরে শুরু হয়। সুতরাং মহব্বতের ঈশ্বর নিজেকে আড়াল করেন না এবং পরকালের জন্য নাজাত দিতে বিলম্ব করেন না।

যিনি নাজাতের জন্য আজকে কাঁদছেন, তার নাজাত কালকের জন্য ফেলে রাখা কি ন্যায়সঙ্গত?

ইবলিশ যদি মানব জাতিকে, ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্য থেকে পৃথক করে জগতে তাদের গুনাহগার করে তোলে তবে তাদের নাজাতও জগতেই সম্পন্ন করতে হবে। যারা এই জগতে পরস্পর থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয় তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে অপরের সাথে মিলনের ইচ্ছা কি পোষণ করে না? তাদের ঐক্য বিলম্ব হলে কি আরও বেদনাদায়ক হবে না?

ঈশ্বর এবং আমাদের হৃদয় উভয়ই এক। ঈশ্বর বিলম্ব করতে চান না। তিনি এখন জগতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আমাদের নাজাত বিলম্ব হলে আমাদের হৃদয়ও শান্তি পাবে না। সুতরাং, যদি আপনার ধর্ম ঈশ্বরকে আড়াল করে এবং পরকালের জন্য নাজাতের অপেক্ষায় থাকে তবে আপনার ধর্ম ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে না।

আপনি দেখুন কিতাবুল মোকাদ্দস কীভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, কিন্তু কুরআন তাকে আড়াল করে রাখে। কেউ আপনার কাছ থেকে সবচেয়ে সুন্দর ব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখলে তা ভাল নয়। ঈসা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর কখনও নিজেকে আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন না। তিনি আপনাকে মহব্বত করেন। এছাড়াও, ঈসা হলেন বাস্তববাদী এবং যৌক্তিক শব্দগুলির স্থপতি

যা আমি আপনাকে বলেছি। এই শব্দগুলি যদি আপনার মনে ঠিক মনে হয়, আপনারও ঈসাকে অনুসরণ করতে হবে।

চিন্তার সময়- ৪

১. কেন এই বিশ্বাস অযৌক্তিক যে, এই জগতের অস্তিত্ব দুর্ঘটনাক্রমে বা নিজে থেকেই?

২. বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি ভাল পরিকল্পনা করতে চান। একটি ভাল পরিকল্পনা জন্য একটি আদর্শ প্রয়োজন। অতীত অভিজ্ঞতার তুলনা না করে একটি ভাল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল তত্ত্বটি কি আমাদের জীবনে ইচ্ছাকৃত পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে?

৩. সত্যকে যুক্তিযুক্ত[৪]ও খুঁজে বের করার ক্ষমতা কি আমাদের রয়েছে?

---

[৪]*সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা বলে যে তাদের ঈশ্বর একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং তাদের ঈশ্বর তাদের সেরা বা নিখুঁত ধর্ম দিয়েছেন। কল্পনা করুন, বিশ্বের সব ধর্মের অনুসারীদের যদি একই মানসিকতা থাকে, অন্যের সাথে সত্যের তুলনা না করে,*

৪. রোমীয় ২:১৪-১৬, ২করিন্থিয় ৪:২ এবং সর্বশেষ গালাতীয় ৩:২৪ পড়ুন এবং তারপরে দেখুন যে আমরা লোকদেরকে তাদের বিবেক ও আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে (সাক্ষী) সচেতন হতে সাহায্য করতে সক্ষম কিনা এবং ঈশ্বরের শরীয়তকে তাদের ঈসার কাছে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় কি না।

৫. লোকেরা কি তাদের হৃদয়ের গভীরে, তাদের স্রষ্টাকে দেখতে এবং তার সাথে একত্রিত হতে চায়?

৬. সত্য ঈশ্বরের নিজেকে আড়াল করা উচিত হবে না কেন?

৭. কোনও ব্যক্তি যদি ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে না জানে, তবে সে কি রাসুল হতে পারে?

৮. বেহেশতী জীবনের জন্য নাজাত যদি এখনই পাওয়া যায় তবে তা কেন পরবর্তী জীবনের জন্য ফেলে রাখবেন? এখনই কী নাজাত পাওয়া ভাল নয়?

যুক্তি এবং অনুসন্ধান বা কোনও চ্যালেঞ্জ বা প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করে। তাহলে কীভাবে সত্য ঈশ্বরকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে?

কীভাবে সত্য ও মিথ্যা ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করা যায়?

মহাবিশ্বে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তবে এই ঈশ্বর অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বর থেকে অনেক আলাদা।

কোন ধর্ম সত্য ঈশ্বরের পরিচয় করে দেয়?

আমরা কি জানতে পারি, কোন ধর্মের ঈশ্বর সত্য রয়েছে?

হ্যাঁ. আমাদের পড়ার ও দেখার চোখ আছে, শুনতে এবং শ্রবণ করতে কান আছে, তুলনা করতে মস্তিষ্ক আছে, সত্যকে মূল্যায়ন এবং খুঁজার জন্য অন্তর আছে এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বিবেক আছে, এর জন্য আপনাকে যেকোন পরিমাণ মূল্য দিতে হোক না কেন।

সুতরাং আমরা সত্য ঈশ্বরের সন্ধান করতে, তাঁকে খুঁজে পেতে এবং তাঁর সাথে থাকার ক্ষমতা রাখি। যে কোনও ব্যক্তি, বিভিন্ন ধর্মের বইয়ে দেবতাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পড়তে বা শুনতে পারে। আমরা তাদের একে অপরের সাথে তুলনা করতে পারি এবং তারপরে আমরা সত্য ঈশ্বরকে মিথ্যা ঈশ্বরদের থেকে আলাদা করতে পারি।

সত্য ঈশ্বরকে খোঁজার মানদণ্ড কী?

সেগুলি হলো:

১. দার্শনিক মানদণ্ড

২. তাত্ত্বিক/মতবাদগত মানদণ্ড

৩. সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক মানদণ্ড

দার্শনিক মানদণ্ড

প্রথম দার্শনিক মানদণ্ড হল ঈশ্বরকে অবশ্যই ব্যক্তিগত হতে হবে।

মানুষের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করতে এবং তাদের সহায়তা করার জন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই ব্যক্তিগত হতে হবে। ব্যক্তিগুণহীন দেবতারা কোনও ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করতে, তাকে বাঁচাতে বা পথ-দেখাতে পারে না। এ জাতীয় *ঈশ্বর* তাই অসহায় ও আশাহীন। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের আল্লাহ ব্যক্তি গুণহীন। যেহেতু ইসলামের রাসুল মুহাম্মদ আল্লাহকে দেখতে অসমর্থ ছিলেন, তাই তিনি আল্লাহকে অদৃশ্য এবং অ-প্রকাশক আল্লাহ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, মুসলিম দার্শনিকরা তাদের দর্শনকে মুহাম্মদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহকে অব্যক্তিগত, অগম্য এবং অজ্ঞাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন।

যদি ঈশ্বর একেবারে অদৃশ্য হন তবে তিনি তার চিন্তা, কথা বা কাজ প্রকাশ করতে পারেন না। এর অর্থ হল তার পরিকল্পনা প্রকাশের কোনও চিন্তা নাই, পরিকল্পনা সম্পর্কে বলার কোনও শব্দ নাই এবং পরিকল্পনা কার্যকর করার কোন কার্যক্ষমতাও নাই।

অন্য কথায়, তিনি কথা বলতে পারেন না কারণ কেবল একজন ব্যক্তি কথা বলতে পারেন, অব্যক্তি নয়। তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না, কারণ সৃষ্টির জন্য শব্দের দরকার; যেমনটি আমরা বলি, "ঈশ্বর বলেছিলেন এবং এটা হয়েছিল"। যেহেতু ইসলামের আল্লাহ কথা বলতে পারে না, তাই সৃষ্টি তাঁর কাছে দাবী করা যায় না।

সুতরাং ইসলামে আল্লাহর অব্যক্তিগত স্বভাব তাকে মুহাম্মদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে বা তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয়নি। যেহেতু কারও সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকতে পারে না তাই সে সাহায্য করতে ও বাঁচাতে অক্ষম। কারণ সাহায্য বা নাজাতের জন্য ওহি এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রয়োজন।

অনেক মুসলমান প্রতিদিন মোনাজাত করছেন এবং তাদের সঠিক পথে রাখার জন্য আল্লাহকে বলছেন। তিনি কীভাবে লোকদের সঠিক পথে আনতে পারেন যেহেতু তিনি তাদের পরিচালনা ও সুরক্ষার জন্য নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম? পথ

প্রদর্শন এবং সুরক্ষা কেবল তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন না এবং কারও সাথে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক করেন না।

সুতরাং, সত্য ঈশ্বরের প্রথম এবং মৌলিক মানদণ্ডটি হল মানুষকে ইবলিশ ও গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। সুতরাং, আপনার ধর্মের ঈশ্বর যদি নিজেকে প্রকাশ না করে তবে চূড়ান্ত বাস্তবতায় তিনি সত্য ঈশ্বর নন।

দ্বিতীয় দার্শনিক মানদণ্ডটি হল ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র এবং কার্যক্ষম থাকতে হবে

ঈশ্বর একটি বাস্তব উপায়ে আমাদের সাথে থাকতে সক্ষম। যেহেতু ঈশ্বর এবং আমাদের উভয়েরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই ঈশ্বর যদি আমাদের সাথে এবং মধ্যে থাকেন তবে আমরা তার উপস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারব।

আমরা যদি আমাদের ভিতরে ঈশ্বরের উপস্থিতির ঘোষণা করি তবে আমাদের যথার্থ কারণ থাকতে হবে। অনেক মুসলমান আল্লাহ সম্পর্কে কোরআনের দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন যে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। আমি অনেকবার শুনেছি যে মুসলমানরা দাবি করে যে " আল্লাহ তাদের রক্তে আছেন। তিনি তাদের ঘাড়ের শিরা থেকেও নিকটতম। " ঈশ্বর কি সত্যই মুসলমানদের সাথে আছেন? এই দাবি কি যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে? না, আমি বর্ণনা করব, কেন নয়?

যদি ঈশ্বর আপনার সাথে থাকেন তবে এর অর্থ হল ঈশ্বর তাঁর সমস্ত আশ্বাস, দয়া এবং মহ্বতের মধ্য দিয়ে আপনার সাথে আছেন। তিনি উত্তম, দয়ালু, করুণাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর, তাই তিনি কখনও আপনার জীবনের কোনও অংশ সম্পর্কে আপনাকে অনিশ্চিত রাখতে চান না, কিন্তু আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে ১০০% আত্মবিশ্বাস দান করেন। যদি বলেন যে, তিনি আপনাকে আত্মবিশ্বাস দেন না বা অন্য কথায় তিনি আপনাকে নিখুঁতভাবে পথ দেখান না, তবে তিনি সত্য ঈশ্বর নন।

একজন মুসলিম হিসাবে, আপনি বলছেন যে আল্লাহ আপনার সাথে আছেন, আপনার পথের আলোক এবং আপনাকে নিখুঁতভাবে পথ দেখায়। আমি আপনাকে আরেকটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ রুহানিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি নাজাতপ্রাপ্ত এবং নিশ্চিত যে আপনি জন্নাতে যাবেন? আপনার, রাসুল এবং কোরআনের জবাব সবই "না", এর অর্থ হল আল্লাহ আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে কোনও আত্মবিশ্বাস দেয়নি। আশ্বাসের আল্লাহ কীভাবে আপনার সাথে থাকতে পারেন যখন আপনি এখনও অনিশ্চিত আছেন?

এর অর্থ হল আশ্বাসের আল্লাহ বা সত্য আল্লাহ আপনার সাথে নাই, অন্যথায়, আপনার নিশ্চয়তা থাকতো। অন্য কথায়, আপনার ধর্ম আপনাকে সত্য ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে অক্ষম। সুতরাং ঈশ্বরের উপস্থিতি কেবল তখনই আমাদের মধ্যে

প্রমাণিত হয় যখন আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের দ্বারা নাজাত পাই এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য নিশ্চিত থাকি।

তৃতীয় দার্শনিক মানদণ্ড হল ঈশ্বরকে অবশ্যই জ্ঞাত হতে হবে

সত্য ঈশ্বর হলেন তিনি যাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারেন এবং তাঁর সাথে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুসরণ করতে সক্ষম। আপনি এমন ব্যক্তিকে অনুসরণ করেন না যাকে আপনি চেনেন না। ঈশ্বর একই। তিনি চান না আপনি অন্ধভাবে বা মধ্য-পক্ষ ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ করেন। তিনি চান তাঁর সাথে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনি তাঁর সাথে থাকুন।

সত্য ঈশ্বরকে আবিষ্কারের মতবাদমূলক মানদণ্ড

প্রথম মতবাদগত মানদণ্ড হল ঈশ্বর পরিপূর্ণ ধার্মিক।

এর মানে- ঈশ্বর খারাপ ও অনৈতিক কাজ করতে পারে না কারণ, তাঁর স্বভাব পুরোপুরি ভাল এবং মন্দ থেকে দূরে। সুতরাং, যদি আপনার ধর্মগ্রন্থে দেখতে পান যে তিনি গুনাহ ও মন্দতার স্রষ্টা বা কোনও পরিস্থিতিকে তা বৈধতা দিয়েছেন, তবে তিনি সত্য আল্লাহ হতে পারেন না। আপনার ঈমান বেহেশতী কিনা তা যদি আপনি জানতে চান তবে আপনাকে আপনার আল্লাহর কালাম ও কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় মতবাদগত মাপদণ্ড হল ঈশ্বরকে অবশ্যই একজন ন্যায্য ঈশ্বর হতে হবে ।

ঈশ্বর অন্যায় বিষয় বলতে বা করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ: ঈশ্বর তাঁর নবী-রাসুল বা নেতাদের অন্যদের চেয়ে বেশি অধিকার দিতে পারেন না, কারণ তিনি একেবারে ন্যায়-বিচারক। তিনি নারীদের চেয়ে পুরুষকে বেশি অধিকার দিতে বা পুরুষদের স্ত্রীদের মারধর করতে বলতে পারেন না। তিনি তার কিছু অনুসারীদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি অধিকার দিতে পারেন না। তিনি সাম্প্রদায়িকতা করতে এবং অন্যের অধিকার উপেক্ষা করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে পারেন না। আপনি যদি দেখেন যে আপনার আল্লাহ এইরকম অন্যায় কাজকে বৈধতা দিয়েছেন, তবে তিনি সত্য ও ন্যায়বান আল্লাহ হতে পারেন না।

তৃতীয় মতবাদগত মানদণ্ডটি হল ঈশ্বর পবিত্র

আল্লাহ গুনাহ করতে, গুনাহ তৈরি করতে বা অনুপ্রাণিত করতে বা কোনও পরিস্থিতিতে গুনাহকে বৈধতা দিতে পারেন না। পবিত্র আল্লাহ কি অন্যদেরকে কলুষিত করতে এবং গুনাহগার করতে পারেন? একদমই না। অতএব, যদি আপনি দেখেন যে আপনার আল্লাহ অন্যকে কলুষিত করেছেন, গুনাহের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তবে তিনি পবিত্র হতে পারেন না। এ জাতীয় আল্লাহ মানুষের পক্ষে ভাল আদর্শ হতে পারেন না।

চতুর্থ মতবাদগত মানদণ্ডটি হল ঈশ্বর মহত্বতপূর্ণ এবং দয়ালু

আল্লাহ মানুষকে শ্রদ্ধা ও মহত্বত করেন এবং প্রজ্ঞা, দয়ার মধ্য দিয়ে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁর নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেহেতু তিনি নিজেই আমাদের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেই মানুষের জন্য ঐক্যের স্নেহময় এবং প্রিয়তম উপায়ও দিতে পারেন। তাঁর সন্তানের মত তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে আসবেন মহত্বত এবং শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে যাতে আপনি তাঁর কাছে অনুরাগের সাথে দৌড়ে আসতে পারেন এবং তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। আল্লাহর নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয় যিনি পছন্দের স্বাধীনতা উপেক্ষা করবেন এবং আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন। যদি আল্লাহর এমন মহত্বত এবং করুণা না থাকে তবে তিনি সত্য আল্লাহ নন এবং তাঁর ধর্মও মানুষের মধ্যে মহত্বত, দয়া এবং শান্তি তৈরি করতে পারে না।

এখন সত্যিকারের আল্লাহকে খুঁজে বের করার জন্য কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক মানদণ্ড দিতে চাই।

সামাজিক মানদণ্ড

সত্য আল্লাহ যে লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, ঈমান, অবস্থান বা অন্য যে কোনও বিষয় যা মানুষকে আলাদা করতে পারে, সে বিষয়ে সব ধরণের বৈষম্য থেকে একেবারেই দূরে। আপনার আল্লাহ সত্য আল্লাহ হতে পারেন না যদি তিনি মহিলাদের চেয়ে

পুরুষকে, ক্রীতদাসের চেয়ে মনিবকে, তার অনুসারীদেরকে অন্যের চেয়ে বেশি অধিকার দেয়।

রাজনৈতিক মানদণ্ড

সত্য আল্লাহ একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে একটি বিনয়ী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং উৎসাহিত করেন। সত্য আল্লাহর দৃষ্টিতে, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল যে সকলের মধ্যে সর্বাধিক নম্র এবং সকলের দাস। আপনার আল্লাহ সত্য আল্লাহ হতে পারেন না, যদি তিনি তাঁর নবী-রাসুলগণ বা তাঁর উম্মতদের স্বৈরাচারী ভূমিকা দেন।

অর্থনৈতিক মানদণ্ড

সত্য আল্লাহ বিশ্বাস করেন যে মানুষ ও অনুসারীগণ উভয়ই এবং অন্যরা একই সময় এবং কাজের জন্য সমান মূল্য পাওয়ার যোগ্য। সত্য আল্লাহ যারা তাঁর উম্মত নয় তাদের অধিকারগুলি সীমাবদ্ধ করেন না, অবহেলা করেন না বা তাদের উপর ভারী কর প্রদান করেন না।

নৈতিক মানদণ্ড

সত্য আল্লাহ কখনই পরিস্থিতি যাই হোক না কেন মিথ্যা, প্রতারণা বা কোনও ধরণের অনৈতিকতাকে বৈধতা দেয় না। সত্য আল্লাহ একজন পবিত্র আল্লাহ, এবং তাঁর পবিত্রতা সর্বদা গুনাহের বিরুদ্ধে থাকে, তা সে অনুসারী বা অ-অনুসারী দ্বারা

সম্পাদিত হোক না কেন। আপনার আল্লাহ সত্য আল্লাহ হতে পারেন না যদি তিনি তাঁর অনুসারীদের অন্যদেরকে ঠকানোর জন্য বা তাদের সাথে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করেন।

পৃথিবীতে অনেক মিথ্যা আল্লাহ এবং ঈমান রয়েছে। আপনি সত্য আল্লাহ বা মিথ্যা আল্লাহকে অনুসরণ করছেন কিনা তা আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন না যদি না আপনি জানেন সত্য আল্লাহ কে। এই মানদণ্ডগুলি আমাকে সত্য আল্লাহকে খুঁজে পেতে এবং আমার স্রষ্টা ও নাজাতদাতার সাথে অসাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করেছিল। আমার মোনাজাত হল এগুলি আপনার জীবনেও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠুক যাতে আপনি আল্লাহর চিরকালীণ আনন্দে থাকতে পারেন।

চিন্তার সময়- ৫

১. আমরা যদি আল্লাহর প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়ে থাকি তবে কি সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য সক্ষম হব না?
২. আমরা যদি সঠিক এবং অন্যায়, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হই, তবে কি সত্য আল্লাহকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পারি না?
৩. যদি আল্লাহ গুনাহকে অনুপ্রাণিত করে, তবে সে কি সত্য আল্লাহ হতে পারে?

৪. আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি ভাল না খারাপ?
৫. কখন আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আমাদের মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি আছে?
৬. কে আল্লাহর আরও ভাল পরিচয় করে দিতে পারে; আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত বা অসম্পর্কযুক্ত মানুষ?
৭. আপনার ঈমান যদি ব্যক্তিগত আল্লাহতে হয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে পথ-প্রদর্শণের জন্য তাঁর কাছে মোনাজাত করুন।

ইসলামের আল্লাহ ও ঈসায়ীদের ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য

অনেকে বলে যে, মুসলিম এবং ঈসায়ীরা একই ঈশ্বরের অনুসরণ করে। তারা জানে না যে, ইসলামে আল্লাহ সম্পর্কিত বাণীগুলি ঈসায়ীদের ঈশ্বর থেকে ভিন্ন পরিচয় বর্ণনা করে। এই কারণে কোরআনের বাণীগুলিকে কিতাবুল মোকাদ্দসের সাথে তুলনা করতে চাই যাতে আপনি ইসলামের আল্লাহ এবং ঈসায়ীদের ঈশ্বরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পান।

প্রথম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ মানুষকে সাহায্যে অক্ষম

আমার পূর্বের আলোচনায় যেমন বলেছি, ইসলামে কোরআন ও মুসলিম পণ্ডিতগণ দ্বারা আল্লাহকে সম্পর্কহীন বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনি সাহায্য করার জন্য সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন না। আপনি বলতে পারেন যে, যদিও ইসলামের আল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেন না, তবে তিনি সম্পর্ক ও সহায়তার জন্য তাঁর ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। এটি একটি ভুল দর্শন। কেন? কারণ, যদি ফেরেশতা সম্পর্কযুক্ত হয় তবে তার সাথে সম্পর্কহীন ঈশ্বরের সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং মানব জাতির পক্ষে তাঁর দূত হতে পারে না। একজন অ-ব্যক্তি ঈশ্বরের কোনও ব্যক্তি বার্তাবাহক থাকতে পারে না। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে,তার প্রকৃতি ও স্বভাবের কারণে ইসলামের আল্লাহর কাছে সাহায্যের আশা করা যায় না। তবে ঈসায়ী ধর্মের ঈশ্বর সাহায্য করতে সক্ষম। কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর

একজন ব্যক্তিগত, সম্পর্কযুক্ত, কার্যক্ষম ঈশ্বর এবং মানুষকে সাহায্য করতে পারেন। ইশাইয়া কিতাবের ৪৫ রুকু ২ আয়াতে, ঈসায়ীদের ঈশ্বর বলেছেন: *"...আমি তোমার আগে আগে গিয়ে উঁচু-নিচু জায়গাগুলো সমান করে দেব..."।*

সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে চলছেন। ঈশ্বর একটি উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি এবং দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। "উপস্থিতি এবং দিক নির্দেশনা" শব্দগুলি কেবলমাত্র একটি সম্পর্কযুক্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা যায়, সম্পর্কহীন ঈশ্বরের জন্য নয়। এ কারণেই ঈসা মসীহের প্রেরিতরা লিখেছেন যে, তারা ঈশ্বরের প্রকাশের সাক্ষী হয়েছেন। প্রেরিত ইউহোন্না বলেছেন যে, "সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন এবং পিতার একমাত্র পুত্র হিসেবে তার যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি।তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ। (ইউহোন্না ১:১৪ পড়ুন)। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামের আল্লাহ সাহায্য করার জন্য নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম। কিন্তু ঈসায়ী ধর্মের ঈশ্বর তাঁর নিজ স্বভাবের দ্বারা প্রকাশিত, তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন লোকদের সাহায্য, মুক্তি এবং পথ দেখানোর জন্য ।

দ্বিতীয় পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ ভাল-মন্দের নির্মাতা

ঈসায়ী ধর্মের ঈশ্বর কেবল ভাল বিষয়ের নির্মাতা। ইসলামের আল্লাহ ভাল-মন্দ উভয়েরই নির্মাতা এবং মানব জাতির গুনাহের অনুপ্রেরণা ও তাদের কলুষিত করার জন্য শক্তিশালী। ঈসায়ী ধর্মের ঈশ্বর শুধুমাত্র ভাল কাজের জন্য শক্তিশালী । তাঁর স্বভাব স্পূর্ণ পবিত্র ও ধার্মিক। তিনি মানুষকে কলুষিত বা গুনাহের প্রেরণার কথা ভাবতেও পারেন না।

সূরা আল হাদীদ (৫৭) আয়াত ২২, সূরা আল আরাফ (৭) আয়াত ১৬ এবং সূরা আশ শামস (৯১) আয়াত ৮, সব জায়গায়, কোরআনের সত্যতা নিশ্চিত করেছে যে ইসলামের আল্লাহ সমস্ত দুর্ভাগ্য, গুনাহ ও কলুষতাকে অনন্তকাল থেকে নকশা করেছিলেন এবং সৃষ্টির সময় তাদের অস্তিত্বে এনেছিলেন, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর গুনাহ ও কলুষতার নকশা, পরিকল্পনা বা সৃষ্টি করা থেকে অনেক দূরে। মহত্বতপূর্ণ, ধার্মিক, ন্যায়বান, শান্তিকামী ও দয়ালু ঈশ্বর মানুষকে কলুষিত করতে পারেন না। তাঁর কাজ মানুষদের বিশুদ্ধ করা। ইসলামের আল্লাহ, যদি অসত্য ও গুনাহের নির্মাতা হন তবে তিনি আসলেই মানুষকে সত্যের দিকে ডেকে আনতে বা সত্যের পথে পরিচালিত করতে অক্ষম।

ঈশ্বরের প্রতি অসত্য ও গুনাহকে দায়ী করে কোরআন মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। যে গুনাহের সৃষ্টিকারী সে নিজেও গুনাহগার, তাই ইসলামের আল্লাহ গুনাহগার, সত্য আল্লাহ গুনাহগার হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, মানুষ গুনাহ এড়ানোর কোনও যুক্তি দেখতে পাবে না কারণ ইসলামের আল্লাহ নিজেই এটি এড়াতে অক্ষম । যদি কোনও ঈশ্বর লোকদের জন্য গুনাহ সৃষ্টি করে থাকে তবে লোকেরা গুনাহ করার জন্য কেন তাদের অন্তর খুলে দেবে না? গুনাহ সৃষ্টিকারী আল্লাহ একটি সমাজে সত্যের প্রসারে বাধা। বাস্তবে সত্যবাদী আল্লাহ তাঁর পবিত্র স্বভাবের কারণে অসত্য ও গুনাহ সৃষ্টি করতে পারেন না। সুতরাং, কোরআন যে আল্লাহকে চিত্রিত করেছে তা সত্য আল্লাহ নন।

কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর সত্যবাদী ঈশ্বর। ঈসা মসীহর ইঞ্জিল ১ম ইউহোন্না ২ রুকু ২১ আয়াতে বলা আছে যে,"কোন মিথ্যা সত্য থেকে আসেনা" এবং ইয়াকুব ৩ রুকু ১৭ আয়াতে বলা আছে- " *কিন্তু যে জ্ঞান বেহেশত থেকে আসে তা প্রথমত: খাঁটি, তারপর শান্তিপূর্ণ; তাতে থাকে সহ্যগুণ ও নম্রতা; তা মমতা ও সৎ কাজে পূর্ণ, স্থির ও ভণ্ডামি শূণ্য।*

তৃতীয় পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ পছন্দের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে

সূরা আল আহজাব (৩৩) এর ৩৬ আয়াতে বলেছে যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ এর বাণীকে কারও কাছে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার নেই। কিন্তু ঈসায়ীদের ঈশ্বর দ্বিতীয় বিবরণী কিতাবের ১৮ রুকু ২২ আয়াতে বলেছেন যে, *আপনারা নবী-রাসুলদের কথা অন্ধভাবে গ্রহণ করবেন না; পরিবর্তে, জ্ঞান দ্বারা তাদের প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করার অধিকার আপনার রয়েছে।*

চতুর্থ পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ সমান সুযোগের বিরুদ্ধে

আমরা কোরআন ও ইসলামিক ঐতিহ্যবাহী কিতাব থেকে বুঝতে পারি যে ইসলামে, মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের, কালো মুসলমানের চেয়ে সাদা চামড়ার মুসলমানদের এবং সাধারণভাবে অমুসলিমদের[৫] চেয়ে মুসলিমদের বেশি অধিকার আছে। কিন্তু ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আমাদের প্রত্যেকে একে অপরের সাথে সমান করে তোলে, হয়তবা আপনি ইহুদি বা অ-ইহুদী,

[৫] *"Leadership in Islam Is Chaotic" শিরোনামের বইটিতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো দেখুন।*

দাস বা মুক্ত ব্যক্তি, পুরুষ বা মহিলা। (গালাতীয় ৩:২৮; কলসীয় ৩:১১)

পঞ্চম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বেবিশ্বাস করে

কোরআনের সুরা আন নিসা (৪) ৩৪ আয়াত এবং সুরা সাদ (৩৮) আয়াত ৪৪ এ বলা হয়েছে যে পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের মারধর করার অধিকার রয়েছে। সুরা আন নিসা (৪) ১৫-১৬ আয়াতে পুরুষদের, এমনকি স্ত্রীদের অনৈতিক কাজের জন্য তাদের মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখার অধিকার রয়েছে। কিন্তু একই অনৈতিকতার জন্য, পুরুষদের কেবল কিছু দুরা বা বেত্রাঘাতের শাস্তি হয় এবং ছাড়া পেয়ে যায়।

ঈসার ইঞ্জিল কখনও এ জাতীয় হৃদয় বিদারক বিষয়কে অনুমতি দেয় না; ইফিষীয় ৫ রুকু ২৫ আয়াত এবং ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে তার নিজের দেহ হিসাবে মহব্বত করতে হবে। মথি ৭ রুকু ১২ আয়াত এবং লূক ৬ রুকু৩১ আয়াতে বলেছে: অতএব, তোমরা অন্য লোকদের কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার পেতে চাও তোমরাও তাদের সাথে সেই রকম ব্যবহার করো।

ষষ্ঠ পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ বৈষম্যকে লালন করেন

কোরআন সুরা আল তাওবার (৯), ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অমুসলিমরা অপবিত্র; সুরা আল আনফাল(৮), ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে অমুসলিমরা পশুদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ; সূরা আল বাকারাহ (২) রুকু ৬৫; সুরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ৬০ এবং সুরা আল জুমা (৬২) আয়াত ৫ অনুসারে বলা হয়েছে যে, ইহুদি ও ঈসায়ীরা শূকর, বানর এবং গাধা। কিন্তু ঈসা মসীহের ইঞ্জিল বলেছে যে ইহুদি এবং অন্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, সবাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান, যিনি একই প্রতিমূর্তি এবং হাত দিয়ে সকলকে সৃষ্টি করেছেন।

সপ্তম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ অনৈতিকতার কারণ

সুরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৩০ এবং সূরা ইউনুস (১০) আয়াত ২১ বলে যে, আল্লাহ প্রতারণাকারীদের মধ্যে সেরা। সুরা আল বাকারাহ (২) আয়াত ২২৫, সুরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ২৮ এবং সুরা আন নাহল (১৬) আয়াত ১০৬, অবস্থার প্রয়োজনে মুসলমানদেরকে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করে। কিন্তু ইঞ্জিলে প্রথম ইউহোন্না ২ রুকু ২১ আয়াতে বলা হয়েছে: মিথ্যা থেকে কোন সত্য আসে না। তৌওরাত শরীফের হিজরত কিতাব ২৩ রুকু ১ ও ২ আয়াতে বলা আছে: "মিথ্যা গুজব রটাবে না, কোনও অপরাধীর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী হয়ে উঠবেন না।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা যতই অসৎ হোক না কেন ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ান"।

আপনি কি ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছেন? ঈসায়ীদের ঈশ্বর বলেছেন যে আপনার মিথ্যা বলা উচিত নয়, তবে ইসলামের আল্লাহ বলেছেন, এটি অবস্থার উপর নির্ভর করে।

অষ্টম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ স্বৈরশাসক তৈরি করে

সুরা আল আম্বিয়া (২১) ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে: আল্লাহ কি কাজ করেন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় না, তবে মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সুরা আল আহজাব (৩৩) আয়াত ৩৬ এ বলা হয়েছে: আল্লাহ বা মুহাম্মদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কারও পক্ষে কোন পছন্দ থাকতে পারে না। সূরা আল মুজাদালাহ (৫৮) আয়াত ২০ এবং ২১ এ বলা হয়েছে: যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিরোধ করে তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন: "আমিই এবং আমার রাসুলদের অবশ্যই বিজয়ী হতে হবে": নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইসলামে নেতৃত্ব মূল থেকে শাখাগুলি পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে। তবে আসুন আমরা দেখি যে কিতাবুল মোকাদ্দসে নেতৃত্ব কীভাবে মানুষের স্বাধীনতার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

তৌরাৎ শরীফের দ্বিতীয় বিবরণী ১৮ রুকু ২২আয়াতে বলা আছে যে কোনও নবী-রাসুলগণ যদি সঠিক না হয় তবে তাঁকে ভয় করবেন না এবং তাঁর বাধ্য হবেন না।

> *কোন নবী যদি মাবুদের নাম করে কোন কথা বলে আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে তবে বুঝতে হবে সেই কথা মাবুদ বলে নি। সেই নবী দুঃসাহস করে ঐ কথা বলেছে। তাকে তোমরা ভয় করো না। (কিতাবুল মোকাদ্দস)*

ইশাইয়া ১ রুকু ১৮ আয়াতে ঈশ্বর লোকদের বলছেন - *এখন এসো আমরা বোঝাপড়া করি*। দেখতে পাচ্ছেন যে কিতাবুল মোকাদ্দসে লোকেরা ঈশ্বর বা তাঁর নবী-রাসুলদের বক্তব্যকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত পছন্দসই স্বাধীনতা ব্যবহার করার এবং অন্ধ বাধ্যতা থেকে দূরে থাকার অধিকার রাখে। কেন? কারণ পছন্দের স্বাধীনতা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আসে এবং তিনি সেই স্বাধীনতাকে সম্মান করেন। নেতৃত্ব যখন ঈসার কাছে আসে তখন এটি আরও আশ্চর্য হয়ে ওঠে। নেতা হিসাবে, তিনি তাঁর নিজের সাহাবীদের পা ধুয়েছিলেন। (ইউহোন্না ১৩: ৫) এবং একজন নেতার গুণাবলীর বিষয়ে তিনি বলেছেন: আপনারা জানেন যে, বিভিন্ন জাতির শাসকরা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এবং যারা ক্ষমতাবান তারা অন্যদের উপর কর্তৃত্ব অনুশীলন করে। কিন্তু, এটি তোমাদের মধ্যে হবে

না। তোমাদের মধ্যে যে কেউ শ্রেষ্ঠ হতে চায় সে যেন দাস হয়। আর যে তোমাদের মধ্যে প্রধান হতে চায় সে যেন তোমাদের দাস হয়। (মথি ২০: ২৫-২৭)

সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে ঈসা এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে আপনার নিজের অন্তরে স্বৈরশাসনের বীজ নষ্ট করা দরকার। এটি আপনাকে প্রতিটি ব্যক্তির জাতীয়তা, বর্ণ, বা ঈমান নির্বিশেষে স্বাধীনতার সম্মান করতে সক্ষম করবে।

নবম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহর জ্ঞানের অভাব রয়েছে

এ কী ধরণের জ্ঞানের বিষয় যে আল্লাহ নিজে মানুষকে গুনাহ ও অনাচারে রাখেন, তারপরে তিনি তাঁর কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা করতে বলেন? সত্য জ্ঞান মানুষকে গুনাহের শেকলে আবদ্ধ করে না, কিন্তু তাদের জন্য মুক্তির আলো হয়ে যায়। কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর মানুষকে গুনাহ দ্বারা সৃষ্টি করেন নি। মানুষেরা নিজেরাই গুনাহের মধ্যে পড়ে যাওয়ার কারণ ঘটিয়ে ছিল । কিন্তু ঈশ্বর পিতৃতুল্য হৃদয় নিয়ে তাদের বাঁচাতে ত্যাগমূলক উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এখনও নিচ্ছেন। ইসলামের আল্লাহ এবং ঈসায়ীদের ঈশ্বরের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

দশম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ নিজে ইবলিশকে কলুষিত করেছিলেন এবং তাকে মানব জাতির শত্রু করেছিলেন

সুরা আল আ'রাফ (৭) ১৬ আয়াতে বলেছে যে, শয়তান কলুষিত হয়েছিল এবং আল্লাহর দ্বারা প্রতারক হয়েছিল। কেন? কারণ, তিনি মানুষের জন্য, বিশেষত যারা তাঁর বিরোধিতা করবেন তাদের জন্য একটি সমস্যা প্রস্তুত করতে পছন্দ করতেন। আশ্চর্যের বিষয় নয় কি, এই আল্লাহকে কোরআনের প্রতিটি অধ্যায়ে করুণাময় বলা হয়?

ঈসায়ীদের ঈশ্বর কতো আলাদা। তিনি ইবলিশকে কলুষিত করেননি। ইবলিশ নিজেই তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং পৃথিবীতে গুনাহ ও অনাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (আদিপুস্তক ১:৩১; ইহিস্কেল ২৮:১৪-১৭, এহুদা ৬)। প্রতিটি অবস্থায় ঈশ্বর ইবলিশের বিরুদ্ধে এবং লোকদের এমনকি শত্রুদেরকে ইবলিশের হাত থেকে মুক্ত করতে আকাঙ্ক্ষা করেন।

একাদশ পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ ইসলাম প্রসারে জ্বিনদের ব্যবহার করেন

সূরা আল জ্বিন (৭২) ১-১৩ আয়াতে বলেছে যে, আল্লাহ ইসলাম প্রসারের জন্য জ্বিনদেরকে ব্যবহার করেন। মুহাম্মদের জীবন কাহিনী বইটি (ইবনে ইসহাকের) ১০৬ এবং ১০৭ পৃষ্ঠায় বলা

হয়েছে যে, কোরআনের প্রথম প্রকাশিত রুকু সূরা আল আলাগ (৯৬) শয়তান বা আল্লাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল কিনা তা তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

ইসলামের আল্লাহ তাঁর মিশনে জ্বিনদের ব্যবহার করার কারণটি হল তিনি পৌত্তলিক আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বহন করেন। কেবল পৌত্তলিকতায় মন্দ রুহদের বিশ্বাস করা হয়। সত্য আল্লাহ তাঁর ধর্ম প্রসারের জন্য জ্বিনদের সাথে একসাথে চলতে পারেন না। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইসলামী সংস্কৃতি পৌত্তলিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক হওয়া কঠিন। পৌত্তলিক সংস্কৃতি এবং ঈমানগুলি পবিত্র ও বেহেশতী নামে পরিচিত বই কোরআনের অংশে পরিণত হয়েছে। কোরআনে আমরা পড়েছি কিতাব জ্বিনেরা এমনকি নবী-রাসুলদের দাসও হয়।

ঈসায়ীদের ঈশ্বর তাঁর বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জ্বিনদের ব্যবহার করেন না, বরং লোকদেরকে জ্বিনদের থেকে মুক্তি দেন এবং তাদের নিরাময় করেন। ঈশ্বর পবিত্র, ন্যায় ও ধার্মিক এবং তিনি জানেন যে জ্বীনেরা অন্যায় ছড়ায় এবং তারা কখনও সত্যের বার্তা বলে না।

দ্বাদশ পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ তাঁর ধার্মিক অনুসারীদের তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে অনিশ্চিত রেখে দেন

কোরআনের সূরা মারিয়ামের (১৯) ৬৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, ধার্মিক মুসলমানদের তাদের মৃত্যুর পরপরই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা হাশরের দিন পর্যন্ত সেখানে দুষ্টদের সাথে অপেক্ষা করবে। এটি মুহাম্মদ সহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর ভয় তৈরি করেছে এবং তারা বিচার পার হতে সক্ষম হবে কিনা তা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। অনিশ্চয়তার এই রুহানীক ভয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলমানদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং তাদের কেউই নাজাত পাবে কি না সে বিষয়ে এই প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব নেই। জবাবটি হল, "কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন"।

তবে ধার্মিক ঈসায়ীরা মারা যাওয়ার পরপরই বেহেশতে ঈশ্বরের কাছে যাবে। ঈসায়ীদের জীবন বা মৃত্যুর প্রশ্ন এই জীবনে সমাধান হয়ে যায়। আপনি যদি জীবন্ত ও বেহেশতী ঈসাকে অনুসরণ করতে বেছে নেন তবে আপনি পৃথিবীতে আপনার জীবদ্দশায় অনন্ত জীবনের রাজ্যে প্রবেশ করবেন। যদি আপনি তা করেন তবে আপনি বিচার পার হয়ে যাবেন এবং পরবর্তীকালে কখনও বিচারের মুখোমুখি হবেন না। আপনাকে সরাসরি বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হবে।

ত্রয়োদশ পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহ এই পৃথিবীতে প্রবেশাধিকারের যোগ্য নয়

ইসলামে, আল্লাহর রাজত্বে কোনও প্রবেশাধিকার নেই। কারণ আল্লাহর কাছে যাওয়া যায়না, তাই তাঁর রাজত্ব বেহেশত প্রবেশাধিকারের যোগ্য নয়।

দৈনন্দিন জীবনে, মুসলমানরা সাধারণত বলে যে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। তবে এটি কোরআন ও ইসলামের মতবাদের বিরুদ্ধে, যা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন না। তবে ঈসায়ীদের ঈশ্বর হলেন প্রকাশিত ও প্রবেশাধিকারের যোগ্য ঈশ্বর। তিনি ঈসা মসীহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং নিজেকে তাঁর সাথে এক করার জন্য তিনি প্রকাশ করেছেন যাতে আপনি তাঁর সাথে অনন্তকালীন সম্পর্ক রাখতে পারেন। আপনি যদি তাকে ঈসার নামে নাজাত করার সুযোগ দেন তার পরে আপনি চিরকাল তাঁর হয়ে যাবেন এবং কোনও কিছুই আপনাকে তাঁর থেকে আলাদা করতে পারবে না।

চৌদ্দতম পার্থক্য: ইসলামের আল্লাহর এক পৌত্তলিক স্বর্গ আছে।

কোরআন জুড়ে ইসলামের বেহেশতে আল্লাহর উপস্থিতির কোনও খবর নেই। তবে কোরআন ধারাবাহিকভাবে জিহাদীদের

এবং যারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে তাদের বেহেশতে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয় যারা সেখানে লম্পট দাসীদের সাথে তাদের সময় কাটাবে। (কোরআন ৩৭:৪৮; ৭৮: ৩৩) এটি ছিল মুহাম্মদের সময়ে পৌত্তলিক বিশ্বাস।

ইসলামের বেহেশতের মত, ঈসায়ীদের পবিত্র কিতাবে বেহেশত পুরুষদের কামনা-বাসনার জায়গা নয়। এটি ঈশ্বরের সিংহাসন, ঈশ্বরের সাথে চিরন্তন আনন্দ এবং শান্তির স্থান। তাঁর ইঞ্জিলে ঈসা আমাদের শিক্ষা দেন যে, তাঁর অনুসারীরা বেহেশতে ঈশ্বরের সাথে থাকবে (ইউহোন্না ১৪: ১-৬)। ঈসা মসীহের ইঞ্জিল বলেছে: সমস্ত জাতির, উপজাতি এবং ভাষা-ভাষী থেকে এক বিশাল জনতা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াবে এবং তাদের নাজাত করার জন্য তাঁর প্রশংসা করবে। (প্রকাশ ৭: ৯)

সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঈসায়ীদের পবিত্র কিতাবের বেহেশত ইসলামিক বেহেশতের অনৈতিকতা থেকে একেবারে আলাদা। ঈসায়ীদের ঈশ্বর ইসলামের আল্লাহ থেকে একেবারে আলাদা। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ থেকে বিশ্বস্ত ও মহান (প্রকাশিত কালাম ১৯:১৬) ।

আমি আপনাকে এই সমস্ত যুক্তি দিয়েছি যাতে আপনি নিজেই ঈসা মসীহর ইঞ্জিলটি পড়তে উৎসাহিত হন এবং সত্যকে নিজের চোখে দেখেন। আমার সাথে সময় কাটানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

চিন্তার সময়-৬

১. ইসলামের আল্লাহ কি তাঁর লোকদের সাথে চলতে পারেন এবং তাদের জীবনে উদ্দেশ্য দিতে পারেন? কেন?

২. কেন সকলকে কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে হবে, কোরআনের আল্লাহকে নয়?

৩. মানুষ যদি ইসলামের আল্লাহর গুণাবলীকে অনুসরণ করে তবে কি তা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে?

৪. সত্য ঈশ্বরের অনুসরণ করা এবং তাঁকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

৫. আসুন আমরা সত্য ঈশ্বরকে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশনা দিতে বলি যাতে আমরা অন্যের কাছে তাঁর সত্যের প্রকাশ হয়ে উঠতে পারি।

ইসলামের আল্লাহ কি উত্তম পথ প্রদর্শক?

আমরা যদি বিবেকের চোখে কোনও উত্তম পথ প্রদর্শকের গুণাবলী এবং তার আচরণগুলি না বুঝি, আমরা এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারব না। আসুন একজন উত্তম পথ প্রদর্শকের গুণাবলী এবং কাজ-কর্মগুলি দেখি।

উত্তম পথ প্রদর্শক তার অনুসারীদের উত্তম এবং নিরাপদ গন্তব্য পরিচয় করিয়ে দেন

আপনাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হবে; পথ-প্রদর্শক তার উপায় জানেন এবং আপনার প্রয়োজন তার সঠিক, সরল, মমতপূর্ণ এবং স্নেহশীল নির্দেশনা। যখন কোনও উত্তম পথ-প্রদর্শক আপনাকে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তার অর্থ হল যে সে তার প্রতিশ্রুতির পিছনে দাঁড়াতে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত। তিনি আপনাকে গ্যারান্টি দেন যে আপনি সেখানে যাবেন; কারণ তিনি প্রতিটি বাধা কাটিয়ে উঠতে শক্তিশালী, তখন আপনার আত্মবিশ্বাস হয় ১০০%। একজন ভাল পথ-প্রদর্শক গন্তব্য পর্যন্ত সমস্ত পথে হুমকি এবং বিপদগুলি জানেন এবং সেগুলির প্রতিটির লড়াইয়ের জন্য সর্বোত্তম সমাধান তার আছে। ভাল পথ-প্রদর্শক কখনই দুষ্ট পরিকল্পনাকারীদের সাথে তার নিজের অনুসারীদের হুমকি

হিসাবে সহযোগিতা করে না বরং তার অনুসারীদের অন্তরে একটি অনড় বিশ্বাস তৈরিতে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

আল্লাহর কি তাঁর অনুসারীদের জন্য নিরাপদ ও উত্তম গন্তব্য আছে এবং তিনি কি তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি নিজেই তাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠবেন না? তাঁর কী এমন গুণাবলি রয়েছে যে লোকেরা তার উপর নির্ভর করতে পারে তাদের নিরাপত্তার জন্য? আসুন আমরা দেখি আল্লাহর সাথে যাত্রা কোথায় শেষ হয়।

সূরা মরিয়মের (১৯) আয়াত ৬৭ থেকে ৭২ পর্যন্ত আমরা শিখেছি যে, আল্লাহ তাঁর নেক অনুসারীদেরকে দুষ্টদের সাথে নিয়ে বিচারের জন্য দোযখে জড়ো করবেন। বিচারের পরে, দুষ্টরা দোযখে থাকবে, তবে ধার্মিকদের মধ্যে কেউ কেউ যদি তাদের সৎকর্মগুলি তাদের মন্দ কাজের চেয়ে বেশি হয় এবং যদি তারা সিরাতের[৬] ক্ষুদ্র সেতুটি পার হতে সক্ষম হয় তবে বেহেশতে যেতে পারবে।

---

[৬] *সিরাত হল ইসলামে জাহান্নাম ও বেহেশতের মধ্যবর্তী সরু ও ছুরির ধারের মতো সরু সেতু, এটা বিশ্বাস করা হয় যে কেবল ধার্মিকগণই এটি অতিক্রম করে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে। যাইহোক, এমনকি ইসলামের নবী-রাসুলগণও সেতুটি অতিক্রম করতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস রাখেননি*

এই আয়াতগুলিতে, ইসলামের আল্লাহ তাঁর ধার্মিক মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, "আরে, তুমি আমাকে খুশি করার জন্য অন্যের চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ছিলে। তবে আমি এর জন্য তোমাকে পুরস্কারের গ্যারান্টি দিতে পারি না। তুমি এখনও দোযখে থাকতে এবং চিরদিনের জন্য কষ্ট ভুগতে পারো। " কি ভাল পথ-প্রদর্শক!

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামের আল্লাহর নির্দেশনায় দুষ্টরা তাদের যা প্রাপ্য তা পাচ্ছে। তারা এ পৃথিবীতে যা কিছু চেয়েছিল তা করেছে, তারা জানত যে তারা দোযখের যোগ্য এবং এখন আল্লাহ তাদেরকে দোযখে নিয়ে যান। কিন্তু আল্লাহর সরল ধার্মিক অনুসারীরা আল্লাহকে ভরসা করে এবং পৃথিবীর অনেক বিষয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল, এই আশা করে যে আল্লাহ তাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবেন, কিন্তু এখন তাদেরও একই রকম নিয়তি দুষ্টদের মতো। কি করুণ!

সুতরাং কোরআনের বাণী অধার্মিক লোকদের সম্পর্কে স্পষ্ট; তাদের জন্য সুসংবাদ নেই, তারা দোযখে থাকবে। কিন্তু এতে ধার্মিক মুসলমানদের জন্যও সুসংবাদ নেই; তারাও দোযখে থাকবে। যারা ইসলাম অনুসরণ করেন না, আল্লাহ তাদের শত্রু তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আয়াতগুলো অনুসারে, তিনি নিজের ধার্মিক মুসলমানদের জন্যও বন্ধুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। তিনি তাঁর ধার্মিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী শত্রু

হিসাবে কাজ করেন। তিনি কোরআনের প্রতিটি সূরার শুরুতে নিজেকে "করুণার আল্লাহ" বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু বিচারের পথে মুসলমানদেরকে দোযখে নিয়ে গিয়ে তাদের যন্ত্রণা দেন ।

কেন আল্লাহ দয়াবান হলে, ধার্মিকদের সাথে অধার্মিকদের মতো একই আচরণ করবেন? এটা কি কোরআনের সংজ্ঞা "রহমত"? যদি আল্লাহর রহমত ধার্মিক মুসলমানদের দোযখের ভয় থেকে রক্ষা না করে, তবে আল্লাহর রহমত ছলনা ও অত্যাচার ছাড়া আর কি হতে পারে? এটি আল্লাহর নেতৃত্বের বিভ্রান্তি-মূলক স্বভাবের একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

সত্য আল্লাহর কি তাঁর ধার্মিক ব্যক্তিদের সরাসরি বেহেশতে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়? হ্যাঁ, সত্য ঈশ্বর তা করেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর তা করেন। কিন্তু ইসলামের আল্লাহ তা করেন না, কারণ তিনি সত্য ঈশ্বর নন। একজন মুসলমান ইসলামের আল্লাহর কাছে যত ধার্মিক হোক না কেন, বিচারের জন্য তিনি প্রথমে তাদেরকে দোযখে, সেই ভয়াবহ জায়গায় নিয়ে যাবেন এবং হয়তবা সেখানে তাদের চিরকাল থাকতেও হতে পারে।

কোরআন বলে যে বেহেশতে প্রবেশ অনিশ্চিত

সুরা লুকমান (৩১) আয়াত ৩৪ বলেছে: কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছে আছে। কোন রুহ আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানতে পারে না।

অন্য কথায়, ইসলামের আল্লাহ জানেন যে কোন ধার্মিক দোযখে থাকবে, তবে তিনি কখনও এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করেননি, এমনকি মুহাম্মদকেও না। তিনি তাঁর সমস্ত ধার্মিক লোকদের অনিশ্চয়তায় ফেলে রেখেছেন।

আপনি কি ইসলামের আল্লাহর নির্দেশনায় হতবাক না? তিনি আপনাকে তাঁর অনুসরণ করতে বলেছেন, কিন্তু আপনি জানেন না তিনি কোথায় আপনাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি কি এমন কাউকে অনুসরণ করেন যিনি নিজের লক্ষ্যটি গোপন রাখেন এবং আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবেন তা আপনাকে জানায় না? যদি তা না হয় তবে আপনি কীভাবে এরকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোনও আল্লাহকে অনুসরণ করতে পারেন? এমনকি ইসলামের আল্লাহ মুহাম্মদকেও অনিশ্চয়তায় ফেলে রেখেছেন।

সুরা আল আহ্ক্বাফ (৪৬) ৯ আয়াতটিতে মুহাম্মদ বলেছেন: "আমার বা তোমাদেও সাথে কী করা হবে তা আমি জানি না"।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইসলামের রাসুল এমন একজন আল্লাহকে অনুসরণ করেছেন যার লক্ষ্য অজানা এবং এই কারণে তার নাজাতের কোন নিশ্চয়তা নাই। এটা কি দুঃখজনক নয় যে মুহাম্মদ বা কোনও ধার্মিক মুসলমানই জানেন না বা তারা কোথায় চলছে তা নিয়ে আত্মবিশ্বাস নাই, তবে তারা অন্যদেরও এক অজানা ভবিষ্যত অনুসরণ করতে বাধ্য করে? তা অনুসরণ না করার জন্য তারা অনেককে জবাই করেছিল।

এর চেয়েও দুঃখজনক বিষয় হল যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর নির্দেশনার এই অনিশ্চয়তাটিকে "সুখবর" বলে আখ্যায়িত করেছেন! সূরা আল আরাফ (৭) ১৮৮ আয়াতে মুহাম্মদ বলেছেন: *আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম তবে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম এবং কোন মন্দ আমাকে স্পর্শ করতনা: আমি কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি*।

এই আয়াতে মুহাম্মদ বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর ধার্মিকতা সংগ্রহ করার পরিবর্তে তিনি ইবলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্দ কাজগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, কারণ আল্লাহ তাকে যথেষ্ট জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দেননি। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ হলেন একজন সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। তিনি জ্ঞানের অভাব, ভাল কাজের অভাব এবং দুষ্টের স্পর্শকে একসাথে “সুখবর” বা সুসংবাদ হিসাবে অভিহিত করছেন। আপনি কি এটা বিশ্বাস করতে পারেন? আপনি কি জ্ঞানের অভাবকে সুখবর

বলবেন যদি এটি মন্দ থেকে প্রাপ্ত হয় তবে আপনি কি এটি "সুসংবাদ" বলবেন? আপনি কি দোযখে প্রবেশকে সুসংবাদ বলবেন? আপনি কি বেহেশত সম্পর্কে অনিশ্চয়তাকে সুসংবাদ বলবেন? আপনি কি আল্লাহর দ্বারা ধার্মিক মুসলমানদের ব্যর্থতাকে সুসংবাদ বলবেন? আপনি কি সত্যই আল্লাহকে এমন এক উত্তম রুহানীক পথ-প্রদর্শক বলবেন যিনি তাঁর নবী-রাসুল ও অনুসারীদের তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চিত রেখেছেন।

আমি আশা করি আপনি ইঞ্জিল পড়ার জন্য সময় বের করবেন এবং দেখবেন ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের কীভাবে দেখেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবনে নিশ্চয়তা পাওয়ার চেয়ে কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মুহাম্মদের ভবিষ্যত বনাম কিতাবুল মোকাদ্দসে নবী-রাসুলদের ভবিষ্যত

আসুন আমরা মুহাম্মদের ভবিষ্যত এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের নবী-রাসুলদের ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য দেখি।

তৌওরাত শরীফের যাত্রা নামক কিতাবের ৩২ রুকুতে ৩১-৩২ আয়াতে বলা হয়েছে যে মূসার নাম চিরন্তন কিতাবে লিখিত এবং তিনি বেহেশতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, যখন মূসা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বাস করছিলেন, তখন তিনি অবগত ছিলেন

যে তিনি নাজাত পেয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশতে একটি স্থান প্রস্তুত করেছেন। নবী দানিয়েল তাঁর কিতাবের ১২রুকু ১ আয়াত এ বলেছেন যে, "*আল্লাহর অনুসারীদের নাম জীবনের চিরন্তন কিতাবে রয়েছে*"। কিতাবুল মোকাদ্দসের এই নবী বলছেন যে সত্য ঈশ্বরের অনুসারীদের কোনও ভয় পাওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের চিরন্তন স্থান বেহেশতে ঈশ্বরের কাছে রয়েছে।

মূসা, দানিয়েল, অন্যান্য নবী-রাসুলগণ এবং ঈশ্বরের সমস্ত অনুসারীদের নাম জীবন পুস্তকে রয়েছে। কিন্তু কোরআন বলে যে মুহাম্মাদ বা অন্য কোনও মুসলমানের নামই জীবন বই কিতাবে নেই। ইসলামে কারোর ভবিষ্যতের বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়। আপনি কি ভিন্নতা দেখতে পান?

ঈসা মসীহ তাঁর সাহাবীদের পথ দেখান এবং তাদের আশ্বাস প্রদান করেন

ইঞ্জিল শিক্ষা দেয় যে আপনি ঈসার প্রতি ঈমান আনার সময় থেকেই দোযখের সাথে আপনার সম্পর্ক বাতিল হয়ে যায়, আপনি মন্দ থেকে রক্ষা পান। নাজাতের নিশ্চয়তা আমাদের জীবনের জন্য ইঞ্জিলের কেন্দ্রীয় বার্তা, কারণ সত্য ঈশ্বর মানুষকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দেন না।

ঈসা, ইউহোন্না কিতাবের ৫ রুকু ২৪ আয়াতে বলেছেন: সত্য সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, যে আমার কথা যে শুনে এবং যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে তার অনন্ত জীবন আছে এবং তাকে দোষী বলে স্থির করা হবেনা, কিন্তু সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে(কিতাবুল মোকাদ্দস)।

এটা কি দুঃখজনক নয় যে, মুসলিম নেতারা আশ্বাসের ইঞ্জিল ও তৌওরাত শরীফকে ত্রুটিপূর্ণ কিতাব বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু কোরআনকে নিখুঁত কিতাব বলেছেন যদিও এতে আশ্বাসের অভাব রয়েছে?

আল্লাহ মানুষদের বিভ্রান্ত করেন

আমি আপনাদের আল্লাহর দিকনির্দেশক গুণাবলী সম্পর্কে আরও কিছু মর্মান্তিক বিষয় বর্ণনা দেই। আল্লাহ তো উত্তম পথ-প্রদর্শকই নন, তিনি কোরআন সুরা ইব্রাহিমের (১৪) ৪ আয়াত অনুসারে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন।

কোনও পথ-প্রদর্শকের বুকে ঝুলন্ত একটি চিহ্ন কল্পনা করুন যা বলছে, "আমি বিপথগামী করছি"। আপনি কি সেই ব্যক্তির উপর আপনার পথ দেখানোর জন্য আস্থা রাখবেন? যদি তা না হয়, তবে আপনাদের উচিত হবে আল্লাহতে নির্ভর না করা, যিনি পথভ্রষ্ট করেন।

আমি আপনাদের আল্লাহর পথ দেখানোর বিষয়ে আরও কিছু হৃদয়বিদারক উদাহরণ দেই। সুরা আন-নিসা (৪) ৮৮ নং আয়াত বলছে: "ওহে মুহাম্মাদ, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথ পাবে না"।

ইসলামের আল্লাহ কোরআনের এই রুকুতে বলছেন যে, তিনি আপনাকে এমন পথে চালিত করেছেন যাতে মুহাম্মদের মধ্যস্থতাও নিরর্থক হয়ে যায়। কেন আপনি এমন কাউকে অনুসরণ করতে চান যিনি আপনাকে এমন পথে চালিত করেন যাতে আপনার ফিরে আসার কোনও সমাধান হয় না? সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি ইসলামের এমন এক আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হয়েছেন যিনি আপনাকে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তিনি নিজেই আপনার রুহানীক জীবনের জন্য হুমকি এবং আপনি যদি তাকে বিশ্বাস করেন তবে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারে না।

এ কারণে আমি ইসলাম ত্যাগ করেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ইসলামের আল্লাহ কেবল একজন উত্তম পথ-প্রদর্শক ছিলেন না, তিনি আমার জীবনের জন্যও হুমকিস্বরূপ। সুতরাং, মুসলমান থাকা আমার জন্য রুহানীক ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ঈশ্বর কিতাবুল মোকাদ্দসে একজন ভাল মেষ পালকের মতো

এখন, আমি আপনাকে কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে কিছু উদাহরণ দেই। আপনি তাঁর অনুসারীদের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বরের মহত্বতপূর্ণ হৃদয় দেখে অবাক হয়ে যাবেন এবং ঈসায়ীদের ঈশ্বরকে অনুসরণ করার জন্য আমার যুক্তিটি বুঝতে পারবেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের জন্য কি করেন দেখুন।

তৌরাৎ শরীফের পয়দায়েশ কিতাবের ৪৮ রুকু ১৫ আয়াতে ইয়াকুব বলেছেন, *"ঈশ্বর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত জীবনের পালনকর্তা"*।

নবী দাউদ জবুর শরীফে ২৩ রুকু ১ এবং ৩ আয়াতে বলেছেন: "মাবুদ আমার মেষপালক; ... তিনি আমার রুহকে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি তাঁর নামের জন্য আমাকে ন্যায়পরায়ণ পথে চালিত করেছেন"

নবী ইশাইয়া বলেছেন: "ঈশ্বর মেষপালকের মতো পাল চরাবেন; ভেড়ার বাচ্চাগুলো তিনি হাতে তুলে নেবেন আর কোলে করে তাদের বয়ে নিয়ে যাবেন ; বাচ্চা আছে এমন ভেড়ীদের তিনি আস্তে আস্তে চালিয়ে যাবেন। (ইশাইয়া কিতাব ৪০:১১ আয়াত)।

নবী ইহিস্কেল বলেছেন: *আমি নিজেই আমার মেষদের চরাব এবং তাদের বিশ্রামস্থানে নিয়ে যাব, মাবুদ এই কথা কহেন* (ইহিস্কেল ৩৪:১৫ আয়াত)।

ঈসা যা বলেন দেখুন: আমি উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য প্রাণ দেয়। (ইউহোন্না ১০: ১১ আয়াত)। কিতাবুল মোকাদ্দসে ঈশ্বরের হৃদয় কোরআনে আল্লাহর হৃদয়ের থেকে এতটাই আলাদা।

ইসলামের আল্লাহ স্থিতিশীল নয়

ইসলামের আল্লাহ কীভাবে সত্য ও ভাল পথ-প্রদর্শক হতে পারে না তার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেই।

শুরুতে ইসলামের আল্লাহ বিশ্বাস করেছিলেন যে ধর্মে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়।

মুহাম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর অনেক সাহাবী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, তখন তাঁর আল্লাহ সূরা আল বাকারাহ (২), ২৫৬ আয়াতে বলেছিলেন: "ধর্মে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই"। এবং সুরা আল কাহাফের (১৮), ২৯ আয়াতে তিনি মুহাম্মাদকে বলেছিলেন: "এ সত্য আল্লাহর পক্ষ

থেকে, যে কেউ ঈমান আনতে চায়, সেই লোক হোক যে কুফরী করতে চায় "।

তবে ইসলামের আল্লাহ তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন পরে। মুহাম্মদ যখন অনেক সাহাবীকে খুঁজে পেলেন এবং একটি সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তাঁর আল্লাহ সূরা আল তাওবাহ (৯) ৩৩ আয়াতে তাকে বলেছিলেন যে ইসলামকে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করে তুলতে।

সুরা আল আনফাল (৮) ১২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: "আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেব এবং তুমি কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।

আবার মুহাম্মদ ক্ষমতায় দুর্বল থাকাকালীন তাঁর আল্লাহ সূরা আল বাকারাহ (২) ৬২ আয়াতে বলেছেন: "মুসলমান, ইহুদী, ঈসায়ী এবং সাবিয়ান যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের উপর ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না"। কিন্তু সুরা আল বায়াইনা (৯৮) আয়াত ৬ বলে: ঈসায়ী ও ইহুদী ও মুশরিকরা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং তারা দোযখে চলে যায়।

আপনি কি দেখছেন ইসলামের আল্লাহ কি করছেন? প্রথমে তিনি ইহুদি ও ঈসায়ীদের বলেছিলেন যে তারা যদি তাদের নিজস্ব ঈমানকে অনুসরণ করে তবে তারা বেহেশতে যাবে। কিন্তু পরে বলেছেন যে ইসলাম না মানলে তারা দোযখে যাবে। সত্য আল্লাহ কি এভাবে বিভ্রান্তি দেখায়? কীভাবে একজন বিভ্রান্ত আল্লাহ অন্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন?

এমনকি একটি সূরার মধ্যেও, ইসলামের আল্লাহ স্ববিরোধী কথা বলেন। সুরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৫৫-তে বলা হয়েছে: "আমি ঈসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উপরে রাখব যারা মসিহের উপরে বিশ্বাস করে না"। কিন্তু একই সূরার ১৯ এবং ৮৫ আয়াতে তিনি বলেছেন: সত্য ধর্ম হল ইসলাম, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না।

এটা কি দুঃখের বিষয় না যে, আল্লাহ একটি সূরায় উল্লেখ করেছেন যে, মসীহকে অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সর্বোচ্চ রুহানীক অগ্রাধিকার, কিন্তু তাঁর মন্তব্যগুলি ভুলে গিয়ে একই সূরায় প্রত্যেককে ইসলাম অনুসরণ করতে হবে বলেছেন?

সূরা আল বাকারাহ (২) ৬৫ আয়াতে ইসলামের আল্লাহ বলেছেন যে তিনি সেই ইহুদিদের ঘৃণা করেছিলেন যারা বিশ্রামবার বা শনিবার সম্পর্কে মূসার শরীয়ত ভঙ্গ করেছিলেন এবং তাদের বানর বানিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে, মুসলমানদেরকে

ইহুদিদের উপর বিশ্রামবার ত্যাগ করার, মুসলিম হওয়ার এবং শুক্রবারের জুমার নামাজের অনুসরণ করার জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান।

এটা কি আজব নয়? একদিকে ইসলামের আল্লাহ ইহুদিদের তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু অন্যদিকে তারা যদি তাদের বিশ্রামবার ও ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান না হয়ে যায়, তবে তাদের হত্যা করা হয়।

সত্যনিষ্ঠ ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ কি একদিন বলেন যে এই ধর্মগুলি ভাল, কিন্তু পরের দিন তাঁর মন পরিবর্তন করেন এবং বলেন যে এগুলি খারাপ এবং তাদের অনুসারীদের অবশ্যই হত্যা করা উচিত? একেবারে না, ইসলামের আল্লাহ এটি করেছিলেন কারণ তিনি সত্য আল্লাহ ও পথ-প্রদর্শক নন।

আল্লাহ ঈসা সম্পর্কে মুসলমানদেরও বিভ্রান্ত করেন

সূরা আল-ই ইমরান (৩), ৫৫ নং আয়াত বলছে: হে ঈসা আমি তোমাকে মারা যেতে দিব এবং তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব এবং অবিশ্বাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করব। কিন্তু সূরা আন নিসা (৪) আয়াত ১৫৭ এবং ১৫৮ এ উল্লেখ করেছেন যে ইহুদিরা ঈসাকে সলিবে হত্যা করেনি, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছিলেন। সুরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ১১৭ এ

বলেছেন যে ঈসা আল্লাহকে বলেছিলেন- আমি তাদের মধ্যে থাকাকালীন ইহুদিদের কাজ-কর্মের সাক্ষী ছিলাম; তবে যেহেতু আপনি (আল্লাহ) আমাকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন (فَلَمَّاتَوَفَّيْتَنِي = ফালামা ত্বাফায়াতানি) আপনি নিজেই এগুলি দেখেছেন.... এবং সুরা মরিয়াম (১৯) আয়াত ৩৩ এ উল্লেখ করেন যে ঈসা বলেছিলেন: আমার জন্মের দিন আল্লাহর শান্তি আমার উপর ছিল এবং যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে উঠব।

সুতরাং আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামের আল্লাহ কীভাবে ঈসা সম্পর্কে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেন। একদিকে, তিনি বলেছিলেন যে ঈসা মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে বলেন যে ঈসা মারা যায়নি। আল্লাহর পরিচালনা বিভ্রান্তিকর এবং বিশ্বাস করা যায় না।

আমি আল্লাহর স্ববিরোধী বাণীগুলির আরও দুটি উদাহরণ দেই।

সুরা আল আনবিয়ায় (২১) আয়াত ৩৪ ও ৩৫ এ আল্লাহ মুহাম্মদকে বলেছেন যে তিনি মুহাম্মদের আগে কাউকে স্থায়ী জীবন দান করেন নি। প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে ... সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ১৮৫ এ আবার বলেছেন যে প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

এই আয়াতগুলো অনুসারে মুহাম্মদের পূর্বে মূসা, ঈসা এবং অন্যরা সহ প্রত্যেকে মারা গিয়েছিলেন এবং মুহাম্মদও মারা যাবেন।

ইসলামের আল্লাহ কি জানেন যে তিনি কী করছেন? তিনি সূরা আল-ই ইমরান, আল মাইদা, মরিয়ম এবং আল আনবিয়ার মধ্যে নিশ্চিত করেছেন যে ঈসা মারা গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেককে অবশ্যই মারা যেতে হবে, কিন্তু সুরা আন নিসায় তিনি ঈসার মৃত্যু প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর অর্থ হল ইসলামের আল্লাহ সত্যই নিশ্চিত নন যে তিনি কী বলতে চান এবং ঈসার কী হয়েছিল। কি বিভ্রান্তি? সত্য আল্লাহ কি বিভ্রান্ত হতে পারেন? একেবারে না।

এছাড়াও, ইসলামের আল্লাহ বলেছেন যে মুহাম্মদ মারা গেছেন কিন্তু ঈসা বেঁচে আছেন এবং বেহেশতে আছেন। ঈসা বেঁচে আছেন এবং মুহাম্মদ মারা গেছেন! কেন আল্লাহ স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকা ঈসাকে অনুসরণ করতে মুসলমানদের বলেননি, কিন্তু স্থায়ীভাবে মারা যাওয়া মুহাম্মদকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন?

কি কারণে কোরআন তার আল্লাহকে এমন একজন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যে নেক অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং দোযখে নিয়ে যায়?

পৌত্তলিকতার প্রভাব

কেবল পৌত্তলিকরা বিশ্বাস করে যে তাদের দেবতারা এ জাতীয় কাজ করে। মুহাম্মদ পৌত্তলিক মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছিলেন তবে তিনি জানেন না যে তাঁর মনে আল্লাহর যে ছবিটি ছিল তা পৌত্তলিক দেবতার এবং তাঁর প্রথমে তাঁর নিজের মন এবং হৃদয় থেকে সেই ছবিটি মুছে ফেলা দরকার ছিল।

এই অনৈতিক বিষয়গুলি যা আমি ব্যাখ্যা করেছি ঈসা যে আল্লাহকে প্রকাশ করেছিলেন তার বৈশিষ্ট্য নয়। সত্য আল্লাহ একজন উত্তম পথ-প্রদর্শক, যিনি প্রেমময় এবং তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর সাথে বেহেশতে থাকার আশ্বাস দেন। আপনার সত্যই ঈসাকে অনুসরণ করা উচিত।

চিন্তার সময়- ৭

১. আল্লাহ সেরা পথ-প্রদর্শক হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। সেরা পথ-প্রদর্শকের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
২. কারও দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া কেমন লাগে? আল্লাহ যদি আপনাকে বিভ্রান্ত করেন তবে আপনার কেমন লাগবে?

৩. কেন ইসলামের আল্লাহ ভাল পথ-প্রদর্শক হতে পারে না?
৪. পৃথিবীতে আমাদের কী আসল রুহানীক পথ-প্রদর্শক প্রয়োজন আছে? তবে কেন?
৫. আমরা যদি সত্য ঈশ্বরের অনুসরণ না করি তবে কী আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি?
৬. উত্তম পথ-প্রদর্শক অনুসরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

আপনি কি ইসলামের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে শান্তি পেতে পারেন?

ইসলাম কি আপনার এবং আল্লাহর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম? আপনি কি বলতে পারেন, "আমি শতভাগ আল্লাহর পক্ষে, আল্লাহর বেহেশতের অন্তর্ভুক্ত এবং ভবিষ্যতে দোযখে যাব না"?

সত্যিকারের ঈমান এটি আপনার জন্য করতে পারে। এটি আপনার হাত, আল্লাহর হাতে রাখে এবং আপনার পরকালের জীবনের নিশ্চয়তা দেয়।

ইসলাম কি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সত্য ঈমান?

ইসলাম কি এখন পর্যন্ত আল্লাহর হাতে আপনার হাত রাখতে পেরেছে এবং কী বলতে পারে যে, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক্য চিরকালীন? আপনি কি বলতে পারেন যে ইসলামের কারণে এখন আপনার হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস এবং শান্তি রয়েছে এবং অনন্তকালীন সম্পর্কে আপনার কোনও উদ্বেগ নেই? আপনি কি ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন মুসলমানকে জানেন, যিনি বলতে সক্ষম হয়েছিলেন, "আমি এখন মুক্ত, আমি নাজাত পেয়েছি এবং আমি সত্যই আল্লাহর সাথে একাত্ম হয়েছি এবং চিরকাল তাঁর সাথে থাকব?"

আমি এবং আপনি জানেন যে, এমনকি মুহাম্মদ আল্লাহর সাথে এমন একতার সাক্ষ্য দিতে অক্ষম ছিলেন যা চিরকাল স্থায়ী হতে পারে এবং তাকে চিরন্তন আশ্বাস প্রদান করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে মৃত্যুর পরে তাঁর কী হবে তা তিনি কখনই জানতে পারেননি।

আল্লাহ কোনও অস্থায়ী বা দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ের সম্পর্কে আগ্রহী নন। আল্লাহ নিখুঁত এবং একটি নিখুঁত সম্পর্ক কামনা করেন। কারণ, কেবল নিখুঁত সম্পর্ক আল্লাহ ও তাঁর লোকদের মধ্যে অনন্তকালীন শান্তি তৈরি করতে পারে, বিশেষত যারা তাঁর নবী-রাসুল বলে দাবি করে। সুতরাং, যখন কোনও নবী বলেন যে তিনি তাঁর পরবর্তীকালের জীবন সম্পর্কে জানেন না, তার অর্থ এই যে তিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত নন এবং আল্লাহর সাথে প্রকৃত ঐক্য ও শান্তি কী তা জানেন না।

মুসলিম অবস্থায় আমার রুহানীক জীবন সম্পর্কে আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলাম। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে ইসলামের রাসুল সর্বাধিক পরহেজগার মুসলিম ছিলেন। তিনি ইসলামের নির্দেশ অনুসরণ এবং তাঁর আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ক্ষেত্রে এক নম্বর ছিলেন। তার সমস্ত ভাল কাজ সত্ত্বেও, তিনি বলেছিলেন যে জান্নাতে যাবেন কি না তার ভবিষ্যত তাঁর অজানা।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ইসলামে কোথাও ভুল আছে, অন্যথায়, এমন কোনও অনিশ্চয়তা থাকতো না যা মুসলমানদের আতঙ্কিত করে। আরবিতে ইসলাম শব্দের অর্থ আত্ম-সর্ম্পনকারী। মুসলিম অর্থ "যিনি আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পিত"। এই আত্ম-সমর্পণ কি ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে আশ্বাস তৈরি করার কথা নয়? যদি তা না হয় তবে ইসলামের আল্লাহর বশীভূত হওয়ার কী লাভ? আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আমি কেন অন্যদেরকে ইসলামে সমর্পিত হতে এবং আমার মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠতে বলব? আমি কেন ইসলামকে অনুসরণ করব এবং প্রতিদিন এই অনিশ্চয়তায় আমাকে নির্যাতিত হতে দেব?" এই প্রশ্নগুলি আমার দৈনন্দিন জীবনের অংশ হতে শুরু করলে আমি কত ভাগ্যবান হলাম।

আপনার মনে এই প্রশ্নগুলি করার কি কোনও সুযোগ পেয়েছেন এবং কোনও উত্তর পেয়েছেন? এমন একটি পথ খুঁজে পাওয়া আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যা আপনাকে সমস্ত ধরণের অস্পষ্টতা থেকে উদ্ধার করে, আপনাকে আল্লাহর সাথে এক করে দেয় এবং আপনার হৃদয়ে চিরন্তন শান্তি তৈরি করে। সত্য আল্লাহ চান যে আপনি তাঁকে পৃথিবীতে আপনার জীবনে প্রবেশ করতে দিন এবং তিনি আপনাকে চিরন্তন আস্থা দিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবি করা যে কোনও ঈমান হল আল্লাহর আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি এবং আপনাকে তাঁর সাথে একত্রিত করতে সক্ষম হতে হবে।

পৌত্তলিকদের ভবিষ্যতের বিষয়ে শান্তি নাই

ইসলাম আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস দিতে সক্ষম হয়নি। আপনাকে মরিয়া হয়ে অন্য ঈমান অনুসরণ করতে হবে যা আপনাকে আল্লাহর সাথে একত্রিত করতে এবং একটি নিখুঁত আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। ইসলাম পৌত্তলিকতার চেয়ে কোন আলাদা নয়। পৌত্তলিকরা ঠিক মুসলমানদের মতো কথা বলে এবং বলে যে তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের কী হবে তাও তারা জানে না। পৌত্তলিকরাও তাদের ভবিষ্যত নিয়ে যতটা ভয় পায় তেমন মুসলিমরাও পায়।

ইসলামের আল্লাহ কোন ধরণের আল্লাহ যাকে সহানুভূতিশীল বলা হয় কিন্তু ভবিষ্যতের ভয় নিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য প্রাণপণ করেন না? মুসলমানরা দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করে, প্রতি বছর এক মাসের জন্য রোজা রাখে এবং তাদের যে সমস্ত কাজ করতে বলা হয় তারা তা করে, কিন্তু তার পরেও তারা তাদের রুহানীক বেহেশতের যাত্রা করতে সক্ষম হবে কি-না দোযখে তারা শেষ হবে তা নিয়ে ভয়াবহ আশঙ্কায় রয়েছেন। করুণা মানে সহানুভূতি, চিন্তা এবং যত্ন। আপনি যদি আপনাকে সঠিক পথে চালিত করতে এবং আপনাকে ভয় থেকে মুক্তি দিতে প্রতিদিন আপনার আল্লাহর কাছে মোনাজাত ও কান্নাকাটি করছেন, তবে তিনি কেন আপনাকে আপনার ভয় থেকে মুক্ত করেন না এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দ ও সান্ত্বনায়

পূর্ণ করেন না? এখানে কিছু ভুল আছে। হয় আল্লাহ করুণাময় নন বা মুসলমানরা সঠিক পথে নয়। কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি ধর্মীয় ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহই করুণার উৎস। যদি তা হয় তবে আল্লাহ তাঁর যত্নের জন্য যারা কান্নাকাটি করেন তাদের প্রতি তাঁর করুণা কখনও বিলম্ব করেন না। সুতরাং, ইসলাম একটি সত্য ধর্ম নয় যা মানুষের জন্য আল্লাহর যত্নকে বিলম্বিত করে।

আপনি যখন একটি সত্য ঈমান অনুসরণ করেন, তখন আল্লাহ আপনার হৃদয়কে আত্মবিশ্বাস, শান্তি এবং আনন্দে পূর্ণ করবেন। আত্মবিশ্বাস কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং আপনাকে আপনার ভবিষ্যত দেখিয়ে দেবেন; শান্তি কারণ আপনি তাঁর বাহুতে থাকবেন, খুব নিরাপদ জায়গায় এবং কোনও কিছুই আপনাকে তাঁর মহব্বত এবং যত্ন থেকে আলাদা করতে সক্ষম হবে না; আনন্দ কারণ আপনি চিরতরে ভয়কে কাটিয়ে উঠবেন। ইসলামে আপনার এর কোনটাই নেই।

ইসলাম শান্তি দেওয়ার একটি নিখুঁত ধর্ম নয়

আপনি শৈশব থেকে এখন অবধি যা শুনেছেন তা হল ইসলামই সর্বশেষ এবং নিখুঁত ধর্ম এবং আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। যদিও এর মধ্যে যে কোন একটি দাবির জন্য ইসলামে কোন যৌক্তিক কারণ নেই। যখন আপনি বলছেন যে আল্লাহ আপনার সাথে আছেন তবে আপনি আপনার পরকালের জীবন

সম্পর্কে নিশ্চিত নন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে ইসলাম আপনাকে আপনার ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাহত করে চলেছে। হতাশা পূর্ণ কোন ধর্মকে নিখুঁত বলা উচিত নয়। কারণ আল্লাহর সাথে থাকার অর্থ হল আপনি জাহান্নামে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত এবং আপনার একশো শতাংশ আশ্বাস আছে যে, আপনি এই পৃথিবীতে আল্লাহর সাথে আছেন, আপনার মৃত্যুর পরে আপনি বেহেশতেও আল্লাহর সাথে থাকবেন। আল্লাহ এই পৃথিবী এবং পরকাল উভয়ের জন্যই আস্থাশীল আল্লাহ। যখন তিনি এখন আপনার সাথে আছেন, তিনি আপনাকে উভয় জগতে তার সাথে থাকার আত্মবিশ্বাস দিবেন। ইসলামের আল্লাহ বা অন্য কোনও আল্লাহ যদি আপনাকে পরবর্তী জীবনের জন্য আত্মবিশ্বাস না দেয় তবে তিনি সত্য আল্লাহ হতে পারবেন না।

ইসলামের বানী নিজেই তার বিরোধিতা করছে। এটি বলে যে মুসলমানরা পৃথিবীতে তাদের জীবনে আল্লাহর সাথে রয়েছে, তবে তারা পরকালে আল্লাহর সাথে থাকবে বা জাহান্নামে যাবে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

আল্লাহর প্রতি বাধ্যতা শান্তির শেষ কথা নয়

পৃথিবীতে আল্লাহর সাথে একাত্মতা ও শান্তি অবশ্যই পরকালে আল্লাহর সাথে চিরন্তন একাত্মতা ও শান্তিতে পরিচালিত করবে এবং লোকদেরকে সম্পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করবে। এখানেই

ইসলাম এবং ঈসা মসীহে ঈমানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য দেখা যায়। ঈসা মসীহের ইঞ্জিল বলেছে, আপনি যদি এখন আল্লাহর সাথে থাকেন তবে আপনি চিরকাল তাঁর সাথে থাকবেন। কিন্তু কোরআন বলেছে, আপনি যদি এখন আল্লাহর সাথে থাকেন তবে আপনি পরকালে আল্লাহর সাথে থাকবেন বা দোযখে যাবেন তা স্পষ্ট নয়।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আল্লাহর সাথে একাত্মতা হল ইঞ্জিলের আসল একাত্মতা। এটি আপনার এবং আল্লাহর মধ্যে এমনভাবে একটি বন্ধুত্ব স্থাপন করে যা অনন্তকাল অব্যাহত থাকে। আসল বন্ধুত্ব গভীর, দীর্ঘ এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হওয়া উচিত। ইসলামের আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব গভীর নয়। এটি ভয় সহকারে, যা আস্থা, শান্তি এবং আনন্দ নষ্ট করে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামে আল্লাহর প্রতি বাধ্যতা বাস্তবিক নয় কৃত্রিম। যদি এটি সত্য বাধ্যতা হতো তবে এটি তাদের পরবর্তীকালের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে অস্পষ্টতা এবং ভয় তৈরি করত না, বরং তাদেরকে আল্লাহর সাথে থাকার চিরন্তন আস্থা দিত।

ঈসা মসীহের ইঞ্জিল অনুসারে, আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হন এবং পৃথিবীতে তাঁর সাথে একত্রিত হন তবে তিনি কখনই আপনার সাথে তাঁর চুক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না বরং তা

চিরকাল ধরে রাখেন এবং আপনার হৃদয়কে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করেন। অতএব, পৃথিবীতে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা, চিরকাল ঈশ্বরের সাথে থাকার জন্য আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

সুতরাং, যখন কোনও ব্যক্তি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি আল্লাহর সাথে ইসলামের মাধ্যমে শান্তি বোধ করেন, তবে আপনার প্রকৃত প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত "না"। যেহেতু ইসলাম আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয় না। তখন আপনাকে আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করতে এবং আপনার ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনাকে দ্রুত সেই ব্যক্তির পরামর্শ নিতে হবে। যদি সে ঈসা মসীহের অনুসারী হয় তবে আপনি সেই ব্যক্তির মধ্যে বেহেশতের আলো দেখতে পাবেন। আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সত্যই এক হয়ে যেতে এবং তাঁর সাথে শান্তি বজায় রাখতে আপনি শিখবেন। আপনি কীভাবে অন্যের সাথে শান্তি বজায় রাখবেন তাও শিখবেন।

শান্তিদাতার সাথে একাত্মতা, আপনাকে চিরন্তন শান্তি দেয়

আল্লাহই শান্তির উৎস। শান্তির উৎসের সাথে একাত্মতা আপনার নিজের জীবনে শান্তি আনবে। তারপরে আপনি শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবেন, শান্তিকামী এবং অন্যের সাথেও শান্তি বজায় রাখবেন। অন্য কথায়, আপনি যদি সত্য আল্লাহর সাথে শান্তি বজায় না

রাখেন তবে আপনার নিজের পরিবারে বা এর বাইরেও আপনি মানুষের সাথে সত্যিকারের শান্তি রাখতে সক্ষম হবেন না।

আপনি যখন আল্লাহর সাথে ঐক্যবদ্ধ হন এবং আল্লাহর সাথে শান্তি বজায় রাখেন, তখন তাঁর সহানুভূতি অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্কের প্রেরণার কারণ হয়ে ওঠে; তখন আপনি বিদ্বেষীর পরিবর্তে শান্তিকামী হয়ে উঠেন। আপনি তখন বলতে পারেন, "আমি গুনাহগার থাকাকালীন আল্লাহ যদি আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন তবে আমার মতো অন্যদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত"।

এই সহানুভূতিশীল, প্রেমময় এবং শান্তিময় মনোভাবগুলি মসীহের ঈমানের, মুহাম্মদের ইসলামের নয়। ঈসা কখনও গুনাহগারদের ঘৃণা, অভিশাপ বা কতল করেন না, কিন্তু সর্বদা দয়া করে তাদের কাছে যান এবং ঘৃণার পরিবর্তে সদয় কাজ করেন। ঈসা মসীহের মহব্বত, দয়া এবং শান্তি মানুষকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে পারে, ঘৃণা ও শত্রুতা নয়। গুনাহগার বা আপনার বিরোধিতা করা লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঈসা মসীহের পুরো ইঞ্জিলে একটিও আয়াত নেই। ইঞ্জিল শরীফ কখনই তার অনুসারীদের অন্যদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় না।

ঈসা কেবল তাঁর আশ্চর্য মহব্বত এবং করুণার মাধ্যমে আমাকে এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিবর্তন করেছেন। তিনি আমাদের চোখ খুলে দেখিয়েছেন যে ঘৃণা কেবল অন্যের জীবনকেই লক্ষ্য করে না, বরং আমাদের নিজের জীবন এবং পরিবারগুলিতে শান্তি নষ্ট করে।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহর সাথে সত্য একাত্মতা এবং শান্তি কীভাবে আমাদেরকে শান্তিকামী করে তোলে এবং আমাদের জন্য মহব্বত এবং দয়া সহকারে অন্যের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং তাদের সাথে শান্তিতে থাকার পথ সুগম করে। আমরা এখন বুঝতে পারি যে কেন ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না; কারণ, ইসলামে কঠোরতা, দয়া ও ক্ষমার চেয়ে শক্তিশালী।

আপনার কাছে আমার বক্তব্যটি হল: আপনার এখন আল্লাহর সাথে শান্তিতে থাকার দরকার এবং এটি কেবল ঈসা মসীহের মাধ্যমেই সম্ভব। আপনার পরিবার এবং অন্যদের সাথেও আপনার শান্তি দরকার। এটি কেবল ঈসা মসীহের মাধ্যমেই সম্ভব।

আপনি কি আল্লাহর সাথে, আপনার পরিবারে এবং অন্যের সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি পেতে আগ্রহী? আপনি যদি আগ্রহী হন তবে আমি আপনার সাথে যে প্রমাণিত বিষয়গুলি

উল্লেখ করেছি তা বিবেচনা করার জন্য আপনার বিবেকের বিবেচনা করা দরকার।

শান্তির যুবরাজের নেতৃত্ব ছাড়া সত্যিকারের শান্তি সম্ভব হবে না

শান্তির যুবরাজ কে? আপনার কি মনে হয়, শান্তির যুবরাজ কে হতে পারে? *তার কাছে আল্লাহর হৃদয় আছে।*

শান্তির যুবরাজ এমন একজন ব্যক্তি হওয়া উচিত যিনি আল্লাহর মতো লোকদের কাছে আসতে সক্ষম, আল্লাহর মতো মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য যার আল্লাহর মহব্বতের হৃদয় রয়েছে।

তিনি অন্যের অধিকারকে সম্মান করেন।

শান্তির যুবরাজ বৈষম্যমূলক আচরণ করেন না কিন্তু সবার অধিকারে বিশ্বাস করেন, তারা বন্ধু হোক বা না হোক, যেহেতু আল্লাহ সকলকেই পছন্দের স্বাধীনতা দিয়ে তৈরি করেছেন।

তিনি উদার আল্লাহ

যেমন উদার এবং সকলের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন সকলের জন্য তাঁর বৃষ্টি প্রেরণ করেন, তেমনি উদারতার

মাধ্যমে তাঁর শত্রুদের হৃদয় জয় করতে শান্তির যুবরাজকেও আল্লাহর মতো উদার হতে হবে।

তিনি কখনই যুদ্ধে ছুটে আসেন না

এছাড়াও, শান্তির রাজপুত্র কখনই যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান না, কারণ তাঁর লক্ষ্য মানুষদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান এবং বোঝার মাধ্যমে একে অপরের কাছে নিয়ে আসা।

এখন, আপনি যদি কোনও ঈসায়ীর কাছ থেকে কোনও ইঞ্জিল কিতাব গ্রহণ করেন, এটি পড়ুন এবং কোরআনের সাথে তুলনা করুন, তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে শান্তির যুবরাজ হলেন ঈসা।

ঈসা মসীহের জন্মের সাতশত বছর আগে, নবী ইশাইয়া তাঁর সম্পর্কে এইরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "*কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশা*"।

ঈসা মসীহের জন্মের সাথে সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল: ইঞ্জিলে কলসীয় অধ্যায়ের ১ রুকু ১৯ এবং ২০ আয়াতে বলছে,

বেহেশত ও দুনিয়াতে সমস্ত কিছু আল্লাহর সাথে আবার মিলিত হবার জন্য সমস্ত পূর্ণতা ঈসা মসীহের মধ্যে বাস করে।

ঈসা মসীহ হলেন শান্তির যুবরাজ। তিনি সমস্ত বেহেশত এবং একে অপরের সাথে পুনর্মিলন করতে সক্ষম। আল্লাহর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং তাঁর সাথে চিরন্তন শান্তি পেতে ঈসাকে অনুসরণ করুন।

চিন্তার সময়- ৮

১. আল্লাহর সাথে শান্তি থাকার অর্থ কী?
২. আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে এটি আমাদের সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলে?
৩. শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ কোন ভূমিকা পালন করেন?
৪. আমাদের ঈমান যদি আল্লাহর সাথে একত্রিত না করে তবে আমাদের কী করা দরকার?
৫. মসীহের প্রতি আস্থা রাখার ফলে আল্লাহর সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার কোন কারণ আছে কি? যদি তা হয় তবে আপনার তখন কী করা উচিত?

কোরআন কি সত্য ঈশ্বরের বাণী?

আমরা কীভাবে জানব যে, কোনও কিতাব আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে কিনা?

আমাদের সেই কালামের কথাগুলি সত্য আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সাথে মেলে কিনা তা খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যেকটি দিক থেকে সেই কিতাবের শব্দগুলির মূল্যায়ন করা দরকার। এটিই আমরা কোরআনের বানীগুলির সাথে করতে যাচ্ছি, একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করতে যাচ্ছি, যাতে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে কোরআন সত্য আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না।

ইসলামের আল্লাহ কি কথা বলে?

প্রথম মূল্যায়ন, কোরআনের আল্লাহ কথা বলতে পারেন কিনা তা দেখা। তিনি যদি না পারেন, তবে কেউ প্রমাণ করতে পারে না যে কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আল্লাহর ব্যক্তিগত শব্দ থাকতে পারে যা ব্যক্তিগত হিসাবে মানব জাতির সাথে সম্পর্ক করতে পারে। ইসলামের আল্লাহ একটি সম্পর্কহীন এবং অ-ব্যক্তিক আল্লাহ, সুতরাং ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা থাকতে পারে না। এর অর্থ হ'ল মুহাম্মদের আল্লাহ, মুসার আল্লাহর এবং অন্যান্য নবীগণের মতো নয়, তিনি

তাঁর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করতে অক্ষম ছিলেন এবং তিনি কখনও তাঁর আল্লাহর কাছ থেকে কোনও কণ্ঠস্বর বা কথা শোনেন নি।

সুতরাং কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না। কিতাবুল মোকাদ্দস ঈশ্বরের কিতাব, কেন? কারণ কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর ব্যক্তিগত এবং সম্পর্কযুক্ত এবং তিনি সরাসরি তাঁর লোকদের কাছে কালামের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর মূসা এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য নবী-রাসুলদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিলেন এবং তারা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার কালাম তাদের নিজেদের কানে শুনেছিলেন। ঈশ্বরের সাথে এই ভাববাদীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিতাবুল মোকাদ্দস এবং মানুষের জীবনের আলো হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, কালামের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং একটি কিতাব পেতে সত্য আল্লাহকে অবশ্যই ব্যক্তিগত হতে হবে। ইসলামের আল্লাহ ব্যক্তিগত এবং সম্পর্কযুক্ত নয় এবং তার একটি কিতাব থাকতে পারে না। কোরআন সত্য আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না।

ইসলামের আল্লাহ কি আশ্বাস দেন?

দ্বিতীয় মূল্যায়ন কোরআনের আল্লাহ নাজাতের আশ্বাস দেয় কিনা তা দেখা। যদি তা না হয় তবে কোরআন সত্য আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না।

কোরআনের সূরা লোকমান (৩১) এবং আল আহকাফ (৪৬) এ, সুস্পষ্টভাবে বলছে যে "ভবিষ্যতে তার কী হবে তা কেউ জানে না"। কোরআন এ জাতীয় আশ্বাসই দেয় না, বরং সুরা মরিয়ম (১৯) এ বলেছে যে, সমস্ত ধার্মিক মুসলমানদেরকে বিচারের জন্য প্রথমে জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

জীবন্ত আল্লাহর কালাম অবশ্যই তাঁর লোকদের অনন্ত জীবন দান করবে, তাদের পুরোপুরি দোযখ থেকে দূরে রাখবে; যেহেতু কোরআন তার অনুসারীদেরকে দোযখ থেকে দূরে রাখতে পারে না তাই এটি আল্লাহর কালাম নয়। সত্য আল্লাহ কি স্বল্প সময়ের জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করবে? একেবারেই না। কোরআন এটি বর্ণনা করেছে, কারণ এটি সত্য আল্লাহর বাণী নয়।

সত্য আল্লাহর কিতাব এবং কালাম অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে একটি চিরন্তন সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হবে, কিন্তু কোরআনের এই ধরণের কর্তৃত্ব নাই। সত্য আল্লাহর কিতাব আপনাকে এই আশ্বাস দেয় যে আপনি এখন আল্লাহর সাথে এক হয়েছেন এবং অনন্তকালীন নাজাত পেয়েছেন; ইবলিশ ও জাহান্নামের সাথে আপনার সম্পর্ক চিরতরে বাতিল হয়েছে; মৃত্যুর পরে আল্লাহর সাথে চিরকালের জন্য থাকতে আপনাকে সরাসরি জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কোরআন এমনকি ইসলামের সর্বোচ্চ নেতা এবং আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি, মুহাম্মদকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে শান্তি ও আশ্বাস প্রদান করতে

সক্ষম হয়নি। এই কারণে, তিনি তার নাজাতের আশ্বাস ছাড়াই মারা গিয়েছিলেন।

সত্য আল্লাহ কি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়জনকে হতাশ করেন? একেবারে না। সমস্যাটি আল্লাহর না; এটি কোরআনের। এটা আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না।

কোরআন কি নৈতিক আল্লাহর পরিচয় দেয়?

তৃতীয় মূল্যায়নটি, কোরআনের আল্লাহ নৈতিক কিনা তা দেখা। কোরআন বলে যে আল্লাহ প্রতারণাকারী। সুরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৫৪ এবং সুরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৩০ বলে যে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণাকারী; সুরা ইউনূস (১০) আয়াত ২১ এ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রতারণার পক্ষে দ্রুত; এবং সুরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ৯৯ এ বলা হয়েছে যে, কেউ তার প্রতারণা থেকে সুরক্ষিত বোধ করতে পারে না। সত্যি? কোরআন কি সত্য, সত্য আল্লাহকে প্রতারণাকারী বলছে? একেবারে না, পবিত্র, ধার্মিক ও দয়ালু আল্লাহ প্রতারক হতে পারেন না। আল্লাহকে প্রতারক হিসাবে চিত্রিত করার মাধ্যমে কোরআনের একটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে; এটা সত্য আল্লাহর হতে পারে না।

কোরআন *বলে যে আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারী*

সুরা বনী ঈসরাঈল (১৭), ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে অনৈতিক কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন যাতে তার পরে তাদের ধ্বংস করার কারণ থাকতে পারে।

দয়ালু আল্লাহ, প্রেমময় ও করুণাময় আল্লাহ কি সত্যই তাঁর নিজের স্বভাবের কাছে অবিশ্বস্ত হয়ে শয়তানের মতো আচরণ করেন? কি অবাক করা ব্যাপার! কোরআন থেকে এ জাতীয় মন্তব্য, প্রকৃত প্রমাণ যে, এটি সত্য আল্লাহর কালাম হতে পারে না।

কোরআন *বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর বিরোধীদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য মিথ্যা বলেন* ।

সুরা আল আ'রাফের (৭), ১৮২ এবং ১৮৩ আয়াতে এবং সুরা আল-কলমর (৬৮) আয়াত ৪৪ ও ৪৫ বলে: যারা আমাদের আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাদেরকে ধরে ফেলব তখন তারা আমার প্রতারণা (কায়দা) বুঝতে পারবে না ।

তবে কেন তিনি তাঁর নিজস্ব নীতিবিরোধী আচরণ করছেন এবং পছন্দের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন? পছন্দের যে স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন নিশ্চিতভাবে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জন্য ভীত নন।

বন্ধুরা, এটা খুব হৃদয় বিদারক যে, শত কোটিরও বেশি মুসলমান এই কোরআন কে অনুসরণ করছেন, না জেনে যে তা সত্যিকারের আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলছে। যারা তাঁর বিরোধিতা করেন তাদের ধ্বংস করতে কি পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতারণা ও মিথ্যা দরকার? তিনি কি এতটাই দুর্বল যে তিনি মিথ্যা ও প্রতারণার ব্যবহার না করে সত্য কথা বলে তাদের কাছে যেতে পারেন না? অবাক করা বিষয় যে কোরআন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহকে গুনাহগারদের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, আল্লাহ মানুষদেরকে তাকে গ্রহণ বা বিরোধিতা করার পছন্দ মতো স্বাধীনতা দিয়েছেন।

কোরআন বলে যে, আল্লাহ শয়তানকে প্রলোভনকারী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন

সুরা আল আ'রাফ (৭), আয়াত ১৬ এ বলে যে, আল্লাহ শয়তানকে কলুষিত করেছিলেন যাতে সে লোকদেরকে ধোকা দিতে পারে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে করুণাময় আল্লাহ মানবজাতিকে ক্ষতি করার জন্য এক ভয়ঙ্কর শত্রুকে প্রস্তুত করেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে একজন প্রেমময় মা বা বাবা তাদের সন্তানকে ধ্বংস করতে কোনও শত্রুকে নিয়োগ করবে? এটি আমার মোনাজাত এবং আশা যে, আপনি মসীহের ইঞ্জিল এবং পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসটি পড়ে বুঝতে পারবেন যে করুণাময় আল্লাহ ইবলিশকে না কলুষিত করেছেন, না এমন সুবিধা-বাদী যিনি লোকদের ধ্বংস করার জন্য মন্দ বিষয়

পরিকল্পনা করেন। আল্লাহকে এ জাতীয় মন্দ ও হৃদয় বিদারক কাজের জন্য দায়ী করে কোরআন সত্য আল্লাহর কালাম হতে পারে না।

কোরআনে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে দুষ্টরা মুহাম্মদকে আঘাত করতে পারে

সুরা আল আনাম (৬) ১১২ আয়াত বলছে: অনুরূপভাবে, আমরা কি প্রত্যেক রসূলের জন্য শত্রু হিসাবে তৈরি করেছি - মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যে দুষ্ট লোকদের, যারা একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে আর্কষনীয় বক্তৃতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যদি আপনার মাবুদ ইহা পরিকল্পনা করতেন তবে তারা তা করত না, সুতরাং তাদের এবং তাদের উদ্ভাবনকে বাদ দিন।

একজন সত্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলকে ক্ষতি করার জন্য কখনও জ্বিনদের সহযোগিতা করেন না। সত্য আল্লাহ দুষ্টদের থেকে বাঁচান। যেহেতু কোরআন আল্লাহর সাথে জ্বিনদের সহযোগিতা দাবী করে, তাই সত্য আল্লাহর কাছ থেকে এটি হতে পারে না।

কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ইসলাম প্রচারের জন্য জ্বিনদের ব্যবহার করেন।

একদিকে কোরআন সুরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ২৭ এ বলে: আল্লাহ দুষ্টদেরকে অবিশ্বাসীদের নিকট বন্ধু বানিয়েছেন।

অন্যদিকে, আমরা দেখেছি, তিনি তাঁর নবী মুহাম্মদকে ক্ষতি করার জন্য জ্বিনদের সাথে পরিকল্পনা করেছিলেন। কোরআনে সূরা আল জ্বিনের (৭২), ১ এবং ২ আয়তে বলা হয়েছে: হে মুহাম্মদ বলুন: আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যে জ্বীনদের একটি দল শুনেছিল এবং তারা বলেছিল: নিশ্চয়ই! আমরা একটি অসাধারণ কোরআন শুনেছি, যা ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে, সুতরাং আমরা এতে ঈমান আনি এবং আমরা আমাদের মাবুদের সাথে কোন শরিক করি না।

ইসলামের আল্লাহ ইবলিশকে অনুসরণ করতে এবং পৌত্তলিক ও অমুসলিমদের বন্ধু হওয়ার জন্য এবং মুহাম্মদকে ক্ষতি করার জন্য জ্বিনদের সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি অসুরদের সাথে বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে ইসলামের প্রসারের জন্য তাঁর অনুসারীদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য জ্বীনদের নেতৃত্ব দেন। আল্লাহ কি বিভ্রান্ত ? এই আল্লাহ কার বন্ধু? প্রকৃত আল্লাহ কি সত্যই তাঁর সত্যিকারের অনুসারীদের হতে জ্বিনদের গ্রহণ করেন? সত্য আল্লাহ তাঁর কালাম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কি জ্বিনদের ব্যবহার করেন? এই জাতীয় অদ্ভুত শিক্ষা দিয়ে কোরআন সত্য আল্লাহর কিতাব হতে পারে না।

কোরআনও গুনাহ সৃষ্টির জন্য আল্লাহকে দায়ী করে

সূরা আশ শামস (৯১) আয়াত ৭ ও ৮ বলছে যে, আল্লাহ মানবজাতির মধ্যে গুনাহকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সূরা আল

বালাদ (৯০) আয়াত ৪ বলছে যে, আল্লাহ মানুষকে পরিশ্রম ও সমস্যায় সৃষ্টি করেছেন। সূরা আন নেসা (৪) আয়াত ৮৮; সূরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ১৭৮ এবং সূরা ইব্রাহিমের (১৪) আয়াত ৪, সকলই বলে যে, আল্লাহ পথভ্রষ্টে পরিচালিত করেন।

কোরআন অনৈতিক ও অনাচারমূলক কাজ করতে বা মানুষকে বিপথগামী করতে এবং গুনাহগার করার জন্য মরিয়া আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি এমন ব্যক্তির মতো আল্লাহকে পরিচয় করিয়ে দেয় যার হৃদয় এবং মন গুনাহ তাড়া করে। আল্লাহ মানুষের মতো নন। তিনি গুনাহ এবং বিভ্রান্তিকর কাজকে ঘৃণা করেন। কোরআনের কালাম কেবল আল্লাহর কাছ থেকে নয়, এগুলি আল্লাহর দিকেও পরিচালিত করে না।

কোরআনের আল্লাহ কি সমান অধিকারে বিশ্বাস করে?

চতুর্থ মূল্যায়নটি হলো কোরআনের আল্লাহ বিশ্বাস করেন কিনা যে, সমস্ত মানুষ সমান। কোরআন আল্লাহর প্রতি বৈষম্যকে দায়ী করে। সূরা আল বাকারাহ (২) আয়াত ৬৫ এবং সূরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ৬০ এবং সূরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৫৫ এবং সুরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ১৭৫ থেকে ১৭৭ এবং সূরা আল তওবার (৯) ২৮ আয়াত বলছে যে, অমুসলিমরা অপবিত্র এবং পশু, কিন্তু সূরা আল-ইমরান বলেছে যে কেবলমাত্র মুসলমানগণই মানুষ, উত্তম এবং পবিত্র।

কোরআনের এই দাবী তাত্ত্বিক ও রুহানিক, সামাজিক ও নৈতিকভাবে সত্য হতে পারে না। কেন? তাত্ত্বিক ও রুহানিকভাবে কারণ কোরআন নিজেই বলেছে যে অন্য সকলের মতো মুসলমানরাও গুনাহগার। মুসলমানদের অন্যের চেয়ে ভাল করার, এখানে কি কোন রুহানিক কারণ রয়েছে? কিছুই নেই। সামাজিক ও নৈতিকভাবে এই দাবিটি ধর্মবিরোধী এবং অসত্য। একজন মুসলমান, ঈসায়ী, ইহুদি, হিন্দু বা অন্য সকলে একই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, আপনি কীভাবে তাহলে বলতে পারেন যে এরা মানুষ কিন্তু অন্যরা পশু? আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন যে তারা সকলেই মানবজাতি, কিন্তু কোরআন এ সত্য স্বীকৃতি দেয় না এবং তাদেরকে পশু বলে অভিহিত করে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কোরআন আল্লাহর হৃদয়কে প্রতিফলিত করে না এবং তাই তা আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না।

কোরআনের আল্লাহ কি পছন্দের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন?

পঞ্চম মূল্যায়ন, কোরআনের আল্লাহ পছন্দের স্বাধীনতাকে সম্মান করে কিনা তা দেখা।

কোরআনে শুধুমাত্র মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

কোরআন এমন একজনকে আল্লাহ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যে তার বিরোধী এবং অমুসলিমদের রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত। কোরআনের অর্ধেকেরও বেশি, মুহাম্মদের আত্মজীবনী এবং হাদীসের একটি বড় অংশ অমুসলিমদেরকে ঘৃণা ও আক্রমণ করা এবং তাদের ইসলামে যোগদানের অনিচ্ছার কারণে তাদের রক্তপাতের বিষয় রয়েছে।

ইসলামের রাসুল ও লেখক যখন তার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় তাঁর প্রতিপক্ষ এবং অমুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য ব্যয় করেন, তখন আপনি বুঝতে পারেন তাঁর অনুসারীগণ তাদের বিরোধী এবং অমুসলিমদের সাথে কী করবে? ইসলামী সরকারের অধীনে অমুসলিমদের কী ধরনের জীবন-যাপন থাকবে?

কোরআন এবং অন্যান্য ইসলামিক উৎস আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে তাদের (অমুসলিমদের) স্বাধীনতা বা আরামদায়ক জীবন যাপন করা উচিত নয় (সূরা ৮:৩৯; ৪৮: ২৯; ১৭:১৬)।

শক্তি এবং তলোয়ারের ব্যবহার সত্য হৃদয়-অনুভূতি উৎসর্গ এবং বাধ্যতা তৈরি করতে পারে না।

সত্য এবং যৌক্তিক আল্লাহর কাছে এইরকম মনোভাবগুলি দাবী করা সম্ভব? না, কোরআন আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক কথা বলে না।

কোরআন বলে যে আল্লাহ তাঁর ঈমান চাপিয়ে দেন।

সূরা আন নিসা (৪) আয়াত ৮৯ এবং সূরা আন নাহল (১৬) আয়াত ১০৬ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলমানদের তাদের আল্লাহ-প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যবহার করার, ইসলাম ত্যাগ করার এবং তারা যে ঈমান চান তা অনুসরণ করার অনুমতি নেই। সূরা আল বাকারাহ (২) আয়াত ২১৭ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মুসলমানদের অমুসলিমদের তাদের ধর্মের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং এমনকি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার সীমাহীন স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু অমুসলিমরা তাদের ধর্মে মুসলমানদের আমন্ত্রণ জানালে খুন হওয়ার চেয়েও তা খারাপ হবে।

সুতরাং, মুসলমানদের ইসলাম তবলিগ করার জন্য সীমাহীন স্বাধীনতা রয়েছে; অমুসলিমরা পারবে না, তবে তারা তা করলে হত্যা করা হবে। এই জাতীয় একতরফা স্বাধীনতা সুবিধাবাদী, বৈষম্যমূলক এবং নিষ্ঠুর এবং সত্য আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না। এ জাতীয় শিক্ষা পূর্ণ কোরআন সত্য আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারেনা।

পরিবারের জন্য কোরআনের কি কোন ভাল পরিকল্পনা আছে?

ষষ্ঠ মূল্যায়ন কোরআনে পরিবারের জন্য ভাল পরিকল্পনা আছে কিনা তা দেখা।

কোরআন শিশুদেরকে, তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়দের অসম্মান করতে উৎসাহিত করে। সুরা আল তাওবা (৯) আয়াত ২৩, অপরিণত শিশুদের জিজ্ঞাসা করেছে: হে ঈমানদারগণ! যদি ঈমানের পরিবর্তে কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয় তবে বাবা বা ভাইদের বন্ধু এবং অভিভাবক হিসাবে বেছে নেবে না। তোমাদের মধ্যে যে এদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহন করে, তারাই অন্যায়কারী।

কোরআন শিশুদের কেবল তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহ দেয় না, তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের হত্যা করতেও উৎসাহ দেয়। সূরা আল তাওবা (৯) আয়াত ১২৩ বলছে: হে ঈমানদারগণ! কাফেরদেরকে যারা তোমাদের নিকটে রয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ[৭] কর এবং তাদেরকে তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে দাও এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাদের দায়িত্ব পালন করে।

বন্ধুরা, পিতামাতার প্রতি অসম্মান করা এবং তাদের ঈমানের জন্য আত্মীয় এবং অন্যকে হত্যা করা সত্য আল্লাহর পক্ষে অবৈধ। এই মন্তব্যগুলির উপর ভিত্তি করে, কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে হতে পারে না।

[৭] বাস্তবে আরবী ভাষার কোরআনে আছে "গাথিলো" যার অর্থ হত্যা কর।

কোরআন কি কারসাজি থেকে সুরক্ষিত ছিল?

সপ্তম মূল্যায়ন হচ্ছে কোরআনে কারসাজি করা হয়েছে কি না তা দেখা।

কোরআন বলে যে মুসলমানরা এটি পরিবর্তন করেছে।

সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ১০৬ এ বলে: আমরা যে আয়াতকে বাতিল করে দেই বা ভুলে যাই না কেন, আমরা এর থেকে আরও ভাল বা এর অনুরূপ নিয়ে আসি।

আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম? (কোরআন) সূরা আন নাহল (১৬) আয়াত ১০১ বলছে: "যখন আমরা কোরআনের একটি আয়াত অন্যের স্থলে পরিবর্তন করি - এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা আল্লাহই ভাল জানেন - কাফেররা বলে: হে মুহাম্মদ! তুমি তো মিথ্যাবাদী"। " বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

কোরআনের এই এবং অন্যান্য অনুরূপ আয়াতগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মুহাম্মদের রাজনৈতিক শক্তি বাড়ার সাথে সাথে তিনি কোরআনের আগের কিছু আয়াতকে যেগুলো তিনি পছন্দ করেন নি, তা যেগুলো তিনি পছন্দ করতেন, তা দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তাঁর কাজ ন্যায়সঙ্গত করার জন্য, তিনি লোকদের বলেছিলেন যে আল্লাহ সেই আয়াতগুলো বাতিল করেছেন যেহেতু সেগুলি এখন আর আল্লাহর পক্ষে বৈধ নয়

এবং তিনি আরও ভাল আয়াতকে অনুপ্রাণিত করেছেন। মজাদার! আল্লাহর পক্ষে কি বলা সম্ভব যে তাঁর কাছে আগের চেয়ে আরও ভাল আয়াত রয়েছে যখন প্রতিটি আয়াতই নিখুঁত কারণ তিনি নিখুঁত আল্লাহ?

আল্লাহ কি আগেই সচেতন ছিলেন না যে, ভবিষ্যতে তাঁর কিছু আয়াত পরিবর্তন করা দরকার যাতে তিনি সেগুলি সংশোধন করতে পারেন এবং একটি অসম্পূর্ণ কোরআনকে মুহাম্মদের হাতে পড়তে না দেন?

তাঁর আসল কথাগুলি সরিয়ে লোকেরা মুহাম্মদকে সন্দেহ ও সমালোচনা করেছিল এবং পরে তাদের সমালোচনার জন্য তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সমালোচনা ও হত্যা এড়াতে শুরু থেকেই তিনি সঠিক বা চূড়ান্ত শব্দগুলো দেন নি কেন? সত্য আল্লাহ কি মানুষকে এইভাবে বিভ্রান্ত করেন এবং তাদের একে অপরের শত্রু করে তুলেন? সুতরাং, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কোরআন নিশ্চিত করেছে যে, আরও ভাল আয়াত দিয়ে কয়েকটি আয়াতকে বাতিল করা হয়েছিল। কোরআন কখনই তার আয়াতগুলিকে বাতিল বলে উল্লেখ করবে না যদি তা সত্য আল্লাহর কাছ থেকে এসে থাকে।

হাদিসে আরও বলা হয়েছে যে কোরআন *পুনঃলিখিত এবং অসম্পূর্ণ।*

মুহাম্মদের সময়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে কোরআনের ৮ টি কপি কিছু অংশে একে অপরের থেকে আলাদা ছিল। মুহম্মদ নিশ্চিত ছিলেন না যে কোনটি সঠিক ছিল তবে তিনি অনুমান করেছিলেন যে তাঁর জামাতা আলীর হাতে সেটি সঠিক হতে পারে। মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে, তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে বিভক্তি কেবল মুহাম্মদের পছন্দসই সংস্করণ অনুমোদনের পথকেই আটকে দেয়নি বরং ক্ষমতাসীন নেতা ওসমানকে বর্তমান কোরআনকে অনুমোদনের জন্য চাপ দিয়েছিলেন যেখানে অনেক আয়াত অনুপস্থিত রয়েছে।

সেলিম-ইবনে-গেইস (৯০ হিজরি) তাঁর গ্রন্থ "মুহাম্মদের পরিবারের রহস্যে" বলেছেন যে বর্তমান কোরআন থেকে অনেক আয়াত পাওয়া যায়না। অনেক আয়াত একটি ভেড়া (বা ছাগল) খেয়ে ফেলে ছিল; পাশাপাশি আল-নূর (২৪), আল-আহযাব (৩৩) এবং আল-হুজুরাত (৪৯) এর কিছু আয়াত হারিয়ে গেছে।

খোদ কোরআন এবং প্রাচীন ইসলামিক কিতাবগুলি যদি এক কণ্ঠে বলে যে কোরআন পূনঃলিখিত হয়েছিল, কারসাজি করা হয়েছিল এবং এর অনেক আয়াত হারিয়ে গেছে, তবে কোরআনকে কীভাবে নিখুঁত কিতাব বলা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে? কিতাবুল মোকাদ্দস পরিবর্তন হওয়ার দাবি করে না। সূরা আল হিজর (১৫) ৯১ আয়াত বলছে যে, কোরআন পুনঃলিখিত হয়েছিল

এবং কারচুপি করা হয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসে কোথাও বলা হয় নি যে এটি পরিবর্তন বা জাল হয়েছিল।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও আলেমগণ কখনই শিক্ষা দেয় না যে কোরআন বদলে গেছে বা এর অনেক আয়াতই হারিয়ে গেছে, তবে ঈসায়ী ও ইহুদীদের কিতাব সম্পর্কে সহজেই মিথ্যা বলে যে সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোরআনের নিজস্ব কিছু আয়াত বলছে যে এটি জাল ছিল। তাহলে এই জাল কিতাবটি আল্লাহর কাছ থেকে কীভাবে হতে পারে?

কোরআন সুরা আল আন-আম (৬) আয়াত ৩৪ এবং ১১৫ এবং সূরা ইউনুস (১০) আয়াত ৬৪ তে বলছে: "কেউ আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে পারে না" এবং সূরা আল হিজরে (১৫) আয়াত ৯ বলছে: "কারণ আল্লাহ এটি রক্ষা করবেন"। এখন, আমরা বুঝতে পারি যে কোরআন পরিবর্তন হয়েছিল। অতএব, যদি এটি আল্লাহর কালাম হত তবে কেউ এটি পরিবর্তন করতে পারতো না।

কিতাবুল মোকাদ্দস এবং ঈসার ইঞ্জিল, কোরআনের যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা থেকে মুক্ত। কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের গুনাহ, ইবলিশ এবং দুষ্টদের কাছে বন্দী করেন না, কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করেন।

চিন্তার সময় : ৯

১. পৃথিবীতে অনেক ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেকের অনুসারীরা দাবি করে যে তাদের ধর্ম আল্লাহর কাছ থেকে। আমাদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আছে কি তা দেখার জন্য যে, কোন ধর্ম আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে?

২. কিছু মুসলমান বলে যে কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে কারণ শত কোটিরও বেশি মুসলমান বিশ্বাস করে যে এটি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আপনি কি মনে করেন? ধার্মিকতা বা অধার্মিকতা কি পরিমাণ না গুণমান দ্বারা পরিমাপ করা হয়?

৩. কোরআন সত্য আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারে না তা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কি কোন উপকরণ রয়েছে?

৪. আল্লাহর সত্য কালামটি আবিষ্কার করার এবং এর দ্বারা জীবন যাপন করার কি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে?

৫. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ আপনাকে সত্য আবিষ্কার করতে বা অন্যকে সত্যকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত আছেন? এখন মোনাজাতে কিছুটা সময় ব্যয় করুন।

ইসলাম কি আসলেই সর্বশেষ এবং নিখুঁত ধর্ম?

ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও আলেমগণ মুসলমানদের বলেছেন যে ইসলামই সর্বশেষ এবং সবচেয়ে নিখুঁত ধর্ম। এটা কি আসলেই সত্যি? তাদের দাবিগুলির জন্য কি কোনও যৌক্তিক, মতবাদ, দার্শনিক, রুহানিক বা সামাজিক কারণ আছে? ইসলামে নিখুঁত মানে কী? এর অর্থ কি এই যে ইসলাম জীবনের প্রশ্নগুলির অন্য সব ধর্মের চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছে? এর অর্থ কি এই যে ইসলাম নতুন নতুন বিষয় এবং আরও ভাল সুসংবাদ নিয়ে এসেছে যা ইসলামের আগে ধর্মগুলিতে অনুপস্থিত ছিল? এমন কোন নতুন নিখুঁত বিষয় ইসলাম এনেছে, যা ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ছিলনা, যার কারণে ইসলাম নিখুঁত বলে দাবি করতে পারে?

আপনি কি একজন মুসলিম হিসাবে কখনও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন এবং এর কোন প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসেছেন? আপনি জানেন, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দাবির কারণগুলি খুঁজে বের করতে দায়বদ্ধ, যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে আত্মবিশ্বাস চাই বা আমাদের পরিবারের সদস্য এবং অন্যদের কাছে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চাই।

আমার যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করার আগে আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলি যে ইসলাম নতুন কোন বিষয় তো আনেই নাই বরং উত্তম পুরাতন ধর্মীয় মূল্যবোধকেও পদদলিত করেছে যা ইব্রাহিম, মূসা

এবং ঈসার কাছ থেকে এসেছিল। ইসলামের পরিপূর্ণতার দাবী বিভ্রান্ত ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলাম আল্লাহর বিষয়ে অযৌক্তিকতার বর্ণনা দিয়েছে

ইসলাম নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না, তার প্রথম কারণ হ'ল- তা আল্লাহর বিষয়ে যা বর্ণনা করেছে তা অযৌক্তিক। ইসলাম কীভাবে আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দেয়?

সুরা আল হাশর (৫৯) এর ২৩ এবং ২৪ আয়াত বলছে যে, আল্লাহ পবিত্র, শান্তিপূর্ণ, মহিমান্বিত ও জ্ঞানী। তবে সুরা আল-ই-ইমরান (৩) আয়াত ৫৪ এবং সূরা আল আনফাল (৮) এর ৩০ আয়াত বলছে যে আল্লাহই প্রতারকদের মধ্যে সেরা। সূরা আল বাকারা (২) এর ২২৫ এবং সুরা আল-ইমরান (৩) এর ২৮ এবং সুরা আন নাহল (১৬) এর ১০৬,এ সমস্ত আয়াত বলছে যে, আল্লাহ কিছু পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার জন্য মুসলমানদের অনুমতি দিয়েছেন।

আপনি কি এই আয়াতগুলির মধ্যে বিশাল বৈপরীত্য দেখতে পাচ্ছেন? একদিকে আল্লাহকে পবিত্র, শান্তিপূর্ণ, মহিমান্বিত ও জ্ঞানী বলা হয়, কিন্তু অন্যদিকে তাঁকে প্রতারণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। কীভাবে আল্লাহ পবিত্র, শান্তিপূর্ণ, মহিমান্বিত এবং জ্ঞানী হতে পারেন যখন একি সময় কিনা একজন প্রতারকও? একজন প্রতারণাকারী আল্লাহকে কি মহিমান্বিত ও জ্ঞানী বলা যেতে পারে?

আল্লাহকে পবিত্র বলা হয় কারণ তিনি প্রতারণাকে ঘৃণা করেন এবং কখনও প্রতারণা করেন না। একজন নিখুঁত আল্লাহ প্রতারণা ও মিথ্যাচারকে অনুমোদন করেন না এবং একটি নিখুঁত ধর্ম কখনও আল্লাহকে প্রতারক বা মিথ্যাবাদী বলে না। আপনি যদি আল্লাহকে প্রতারক বলে থাকেন তবে এর অর্থ হ'ল তিনি নিখুঁত নন। তাহলে কীভাবে অসম্পূর্ণ আল্লাহর ধর্মকে নিখুঁত ধর্ম বলা যেতে পারে?

আপনি যদি কোনও মানুষকে নিখুঁত বলেন এবং তিনি যদি মানুষকে প্রতারণাপূর্ণ ও মিথ্যাচার শিক্ষা দিয়ে থাকেন? আপনি কি তাঁর ঈমানকে নিখুঁত বলবেন? বলবেন না। ইসলামের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। যেহেতু ইসলাম আল্লাহকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলে, তাই এটি নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না।

জীবনের বিষয়ে ইসলামের নিখুঁত উত্তর নেই

ইসলাম নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না এর দ্বিতীয় কারণ হ'ল জীবনের প্রশ্নে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অধিক নিখুঁত উত্তর এখানে নাই।

ইসলামে পার্থিব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, হাশরের দিন এবং পরকালের মতো বিষয়ে অন্য ধর্মগুলির চেয়ে ভাল কিছু নাই যা নাজাতের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে করে। তাহলে কেন ইসলামকে অন্যদের চেয়ে অধিক নিখুঁত বলা হয়? পূর্ববর্তী অন্যান্য সকল ধর্মের মতো, ইসলামও মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছে যে পৃথিবীতে জীবন হল ভাল-মন্দের মধ্যে যুদ্ধের

ময়দান এবং পৃথিবীতে নেক আমল দ্বারা অবিরতভাবে শুদ্ধির উপর ভিত্তি করে নাজাত লাভ হয়ে থাকে। হাশরের দিন এবং পরকালের জীবন সম্পর্কে শিক্ষাগুলিও কমবেশি একই রকম। আসলে অন্যান্য ধর্মগুলো এই বিষয়ে ইসলামের চেয়ে ভাল ছিল। ইসলামের মতো তারা শিক্ষা দেয়নি - অন্যের উপর ধর্ম চাপিয়ে দিয়ে বা তাদের হত্যা করে নিজেদের জান্নাতের পথে নিয়ে যাওয়া।

ঈসায়ী ঈমানের সাথে তুলনা করলে, ঈসায়ী ঈমানের চেয়ে নিখুঁততার দাবি করতে ইসলাম পুরোপুরি অক্ষম। ইঞ্জিলে বলা হয়েছে ঈসা গুনাহ-বিহীন, জীবিত, জান্নাতে এবং তাই তিনি জীবন ও জান্নাতে যাওয়ার পথ। কিন্তু কোরআন মুহাম্মদ সম্পর্কে এ জাতীয় কথা কখনও বলেনি।

কোরআন আসলে নিশ্চিত করে যে ঈসা মসীহ গুনাহ-বিহীন, জীবিত এবং জান্নাতে আছেন, কিন্তু তা মানুষকে কখনও ঈসার আশ্চর্য গুণাবলীর জন্য তাকে অনুসরণ করতে শিক্ষা দেয় না। তার পরিবর্তে, কোরআন লোকদের মুহাম্মদকে অনুসরণ করতে বলে, যিনি গুনাহগার ছিলেন, মারা গিয়েছিলেন এবং জান্নাতে নেই। এটি অতি স্পষ্ট যে একটি বেগুনাহ ও চিরন্তন জীবিত নেতার সাথে ঈসায়ী ধর্ম, অনিশ্চয়তায় মারা যাওয়া একজন গুনাহগার নেতার ইসলামের চেয়ে আরও নিখুঁত ধর্ম।

সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, পৃথিবীতে জীবনের পবিত্রতা বা বিচারের দিন এবং পরকালের জন্য অন্যান্য ধর্মের চেয়ে সেরা

কোন নির্দেশনা ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলামকে নিখুঁত ধর্ম বলা বোকামি।

ইসলাম এক-আল্লাহ বিশ্বাসী ধর্মকে ধ্বংস করেছে

তৃতীয় কারণ যে ইসলামকে নিখুঁত বলা যায় না কারণ এটি আরব্য উপদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে এক-আল্লাহ বিশ্বাসী ধর্মকে ধ্বংস করেছিল।

"এক-আল্লাহ" বিশ্বাসী ধর্মের অনুসারীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই ধর্মগুলিকে ইব্রাহিমীয় ধর্ম বলা হত। সূরা আল মোমেনুন (২৩) আয়াত ৮৪ থেকে ৯০ এবং সূরা লোকমান (৩১) আয়াত ২৪ এবং ২৫ নিশ্চিত করে যে অনেক আরব নাগরিক এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখেছিলেন। এই ইব্রাহিমীয় ধর্মগুলোকে রক্ষার পরিবর্তে ইসলাম তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তাদের অনুসারীদের ইসলামে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল।

হানিফের ধর্ম তার একটি উদাহরণ। "হানিফ" একটি বিখ্যাত ধর্মীয় গোষ্ঠীর নাম ছিল যা ইব্রাহিমের আল্লাহর প্রতি ঈমান ঘোষণা করেছিল এবং বহু-ঈশ্বরবাদী উপাসনা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ছিল আরব এবং মুহাম্মদের নিজস্ব গোত্র কুরাইশ থেকে। ইবনে ইশাগের রচিত মুহাম্মদের নিজের জীবন কাহিনীটি নিশ্চিত করে যে হানাফিরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করত এবং তারা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসারী ছিল। মুহাম্মদ ইসলাম আনার

পরে তিনিও তাঁর ধর্মকে ইব্রাহিমের ধর্ম বলে অভিহিত করেছিলেন (এস ৩: ৯৫; ৪: ১২৫; ৬: ১৬১) অন্য ইব্রাহিমীয় ঈমানকে পদদলিত করার পরেও।

মূর্তি পূজা অল্প সময়ের জন্য ইসলামে বৈধ করা হয়েছিল।

আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ঈমানে হানাফিরা মুহাম্মদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। তারা যে কোনও ধরণের প্রতিমা এবাদতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল এবং দৃঢ়ভাবে ঈমান এনেছিল যে আল্লাহ এক। কিন্তু মুহাম্মদ মক্কায় থাকাকালীন মুসলমানদের তিনটি প্রতিমা পূজা করতে বলেছিলেন। তিনি সূরা আন নজম (৫৩) এর ১৯নং আয়াতটি শোনালেন। এতে তিনটি দেবীর কথা বলা হয়েছে- আল লাত-উর্বরতার দেবী, আল ওযযা- শক্তির দেবী এবং আল মানাত- ভাগ্য দেবী- তারা স্বর্গের দেবী, তারা আল্লাহকে তার কাজে সহায়তা করেন। এই কথা বলার পরে মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীরা এই প্রতিমাগুলির সামনে মাথা নত করে এবং তাদের পূজা করে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, কোরআন মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত তিনটি মূর্তির উপাসনা করতে বলেছিলেন। মক্কার মুসলমানরা মদিনায় হিজরত না হওয়া অবধি কিছু সময়ের জন্য মুহাম্মদের নেতৃত্বে এই প্রতিমাগুলির এবাদত করেছিলেন। মদিনায় মুহাম্মদ স্বীকার করেছেন যে কোরআনের এই বিশেষ আয়াতটি ইবলিশের পক্ষ থেকে ছিল। হানিফা বা ঈসায়ী, ইহুদী, জরথাস্ট্রিয়ান বা সাবিয়ানরা বিশ্বাস করেনি বা

প্রতিমা পূজা অনুশীলন করেনি। তারা তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তাদের রহানিক অবস্থানটি মুহাম্মদের অবস্থানের চেয়ে উচ্চতর ছিল। না, এক আল্লাহর ঈমান সম্পর্কে, তাদের দৃঢ় অবস্থান সম্পর্কে মুহাম্মদ প্রশংসা করেননি, বরং তাদেরকে ইসলাম অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

আল্লাহর ঈমানদারদের সাথে যুদ্ধ এবং *মূর্তির* পূজা করলে ইসলামকে কীভাবে এই ধর্মগুলির চেয়ে আরও নিখুঁত বলা যেতে পারে যেগুলি প্রতিটি ধরণের মূর্তি পূজা থেকে দূরে থাকে? এটা হতে পারেনা।

যাইহোক, মূর্তি পূজার আয়াতটি পরে কোরআন থেকে সরানো হয়েছিল। মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে এই আয়াতটি মুহাম্মদের উত্তরসূরিরা কোরআন থেকে অপসারণ করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি ইবলিশের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তা অপসারণ করতে হবে। ইসলামী প্রাচীন আলেমগণ তাদের কিতাবগুলিতে আয়াতটি সংরক্ষণ করেছেন এবং এখনও আমাদের সেগুলি দেখার সুযোগ আছে। আয়াতটি ঠিক এইভাবে লেখা হয়েছে: *"এরাই সেই উচ্চীকৃত মহিলারা, এবং সত্যই তাদের মধ্যস্থতা আশা করা যায়"।*

মুহাম্মদ কি কারণে মূর্তি পূজা অনুমোদন করেছিলেন?

তার জন্য প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক চাপ। তিনি তার উৎসাহী এবং অনুগত স্ত্রী খাদিজা এবং তাঁর চাচা আবু তালিবকে হারিয়েছিলেন, যারা মক্কার মূর্তি পূজারীদের চাপের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে ঢালের মতো ছিলেন, যাদের তিনি সমালোচনা করেছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি একাকী বোধ করেছিলেন এবং মক্কার নেতাদের দ্বারা তিনি ও তাঁর মুসলিম বন্ধুরা চাপের শিকার হয়েছিলেন। এই অসুবিধার কারণে তিনি তাঁর বিরোধীদের অনুকূলে নেওয়ার জন্য রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই কারণে, তিনি এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কুরাইশি মূর্তির পূজা হালাল করেছিলেন। এর ফলে তিনি মদিনায় পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য মক্কায় নিরাপদ ছিলেন।

মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীরা কি কারণে মূর্তি পূজা করেছিল তা বিবেচনাধীন নয়, রুহানিকতায় একে বলা হয় "আল্লাহর অংশীদার তৈরি করা"। ইব্রাহিম বা মূসা বা ঈসা যারা মুহাম্মদের পূর্বে ছিলেন তারা কোনও মূর্তিপূজা অনুমোদন করেননি, কিন্তু মুহাম্মদ এবং কোরআন এটি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অনুমোদিত করেছিল। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ এর ইসলাম সবচেয়ে নিখুঁত ধর্ম ছিল না। বিশুদ্ধতার দাবিটি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রচারনা, যদিও তা আল্লাহর মনের বিরুদ্ধে।

ইসলাম কঠোরতাকে অনুমোদন করেছে

চতুর্থত ইসলাম একটি নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না কারণ মানুষের সাথে এটির কঠোরতার সম্পর্ক রয়েছে।

আমি আমার পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছি যে, ইসলাম স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের মারধর করার প্রথা অনুমোদন করেছে; এটি ইব্রাহিম, মূসা এবং ঈসার কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল। আপনার স্ত্রীকে মারধর করা নাকি তাকে মহব্বত করা এবং তার সাথে একজন মানুষ হিসেবে আচরণ করা আপনার ধর্মকে একটি নিখুঁত ধর্ম করে? ইসলাম নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না।

ইসলাম এও অনুমোদন দেয় যে মুহাম্মদ যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, লোকেরা অন্ধভাবে তা মানতে বাধ্য। ইব্রাহিম, মূসা এবং ঈসার ঈমানে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

বাবা মা যদি ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ না হয় তবে তাদের পিতামাতার অভিভাবকত্ব অবহেলা করতেও ইসলাম শিশুদের শিক্ষা দেয়। এই মনোভাবকে নিখুঁত বলা যায় না কারণ এটি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যিনি মানুষকে পছন্দের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং শিশুদের তাদের বাবা-মাকে সম্মান করতে বলেন।

ইসলাম, মুসলমানদের অন্য সব ধর্মকে শেষ করে দিতে এবং লোকদের ইসলাম অনুসরণ করতে বাধ্য করা উচিত বলেও অনুমোদন দেয়।

সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলাম পূর্বের ধর্মগুলির চেয়ে শ্রেষ্ট তো নয়ই বরং এটি পরিবার বা অন্যদের প্রতি আরও কঠোর এবং আরও অসম্পূর্ণ।

ইসলাম নিজের নিখুঁত মূল্যবোধ শূন্য করে ফেলেছে। বিবেক - মহব্বত, আনন্দ, ক্ষমা, শান্তি, ধৈর্য, উদারতা, ধার্মিকতা, নম্রতা, সম্পর্কের মধ্যে নিখুঁত বিষয়গুলিকে আহবান করে। কেন? কারণ এই আচরণগুলি সৃজনশীল উপায়ে সবচেয়ে ভাল বিষয়গুলিকে খুঁজে পাবার জন্য, একসাথে শান্তিতে থাকতে এবং একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করার জন্য লোকদের একত্রিত করে।

কিন্তু ইসলাম এই আচরণগুলিকে সীমিত করে দেয়। ইসলামের বিরোধী এবং অমুসলিমদের প্রতি আচরণ হ'ল নির্যাতন ও ধ্বংস। ইসলাম স্বামীদের আরও অধিকার দেয় এবং তাদের স্ত্রীদের মারধর করার নির্দেশ দেয়। ইসলাম একজন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক মহব্বতের জন্য হুমকি এবং একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার নির্দেশ দেয়। ইসলাম মধ্যপন্থী মুসলমানদের জন্য, অমুসলিমদের এবং যারা নিজেকে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে একত্রিত করে না তাদের জন্য হুমকি। এই কঠোর মনোভাবের সাথে ইসলামকে নিখুঁত বলা যায় না।

ইসলাম নাজাতের নিশ্চয়তা দেয় না

পঞ্চম কারণ যে, ইসলাম একটি নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না কারণ এটি নাজাতের আশ্বাস দেয় না।

যদিও নাজাতের নিশ্চয়তা আল্লাহর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, ইসলামের এটির অভাব রয়েছে। কোনও মুসলিম আত্ম-বিশ্বাসের সাথে তার পরকালের জীবন সম্পর্কে কথা বলতে পারে না। ইসলামের আল্লাহও তার প্রিয় মুহাম্মদকেও অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতের ভয় নিয়েই তিনি মারা যান। ইসলামের আল্লাহ তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের পৃথিবীতে তাদের জীবনে নাজাত পেতে এবং তাদের সুখকে নিখুঁত করতে সক্ষম নন।

কেউ অনিশ্চয়তা এবং এর পিছনের ভয়কে নিখুঁত বিষয় বলে না। একটি নিখুঁত ধর্মের আল্লাহকে অবশ্যই তাঁর লক্ষ্যটি নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে হবে, পৃথিবীতে মানুষের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং তাদের আত্ম-বিশ্বাস এবং আনন্দ দিতে হবে। এটা কি হতাশার নয় যে, ইসলামের আল্লাহ মুসলমানদের একশো শতাংশ আশ্বাস দিয়েছেন যে যারা ইবলিশের অনুসরণ করবে তারা জাহান্নামে যাবে, কিন্তু তাঁর ধার্মিক মুসলিম অনুসারীদের মধ্যে কেউ একশো ভাগও জান্নাতে যাবে বলে আশ্বাস দেন নি? কিতাবুল মোকাদ্দসে সমস্ত অনুসারীগণের নবী

বা সাধারণ অনুসারী হোক, নাজাতের এবং জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

তাহলে কীভাবে নাজাতের নিশ্চয়তা ব্যতীত অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম আরও নিখুঁত হতে পারে? এটা অসম্ভব।

"নিখুঁত" শব্দটি একটি সুন্দর এবং উৎসাহজনক শব্দ। কিন্তু এটি প্রায়শই অযৌক্তিকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম সেই ধর্মগুলির মধ্যে একটি যা অযৌক্তিকভাবে নিজের সাথে নিখুঁততাকে সম্পর্কযুক্ত করে। এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক এবং ঈমান রয়েছে যারা নিজেদেরকে নিখুঁত বলে অভিহিত করে। তবে তাদের দাবিগুলি পরীক্ষা করা এবং তারা দাবিগুলোর বিষয়ে আন্তরিক কিনা তা খুঁজে বের করা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। এর ফলে আমরা নিজেকে এবং আমাদের পরিবারকে অসত্যের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব। আমাদের নিজস্ব ঈমান, পরিবার, পূর্বপুরুষ বা অন্য যার কাছ থেকে আসুক না কেন অনিশ্চয়তা খারাপ; আমাদের এটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এটি থেকে নিজেকে রক্ষা করা দরকার।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতিশীল মুসলিম নেতারা ১৪০০ বছর ধরে ইসলামকে নিখুঁত ধর্ম বলে অভিহিত করছেন। কিন্তু তাদের কাজ প্রমাণ করেছে যে তারা তাদের দাবিতে আন্তরিক নয়। একটি দলের নেতারা অন্য দলের অনুসারীদেরকে কাফের বা কাফির বলে

অভিহিত করেন যার অর্থ কোরআন অনুসারে তাদেরকে শেষ করে ফেলতে হবে। গত ১৪০০ বছরে, এই দুটি গোষ্ঠী একে অপরের অনুসরণকারী কয়েক লক্ষ লোকদের হত্যা করেছে। ইসলাম যদি নিখুঁত ধর্ম হয় তবে কেন তারা তাদের নিখুঁত ধর্ম থেকে এমন কোনও নিখুঁত সম্পর্কযুক্ত মূল্য গ্রহন করতে পারছে না যা তাদের একে অপরের স্বায়ত্তশাসনে ঈমান রাখতে, একে অপরকে সম্মান করতে এবং একে অপরের সাথে শান্তিতে রাখতে পারে? সমস্যাটি তাদের নয়। সমস্যাটি ইসলামের মূলে। যারা ইসলাম থেকে ভিন্নভাবে চিন্তা করে তাদের লুটপাট ও ধ্বংসকে মঞ্জুর করেছে ইসলাম। কোরআন যদি ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের মতো হতো, যা বিরোধী ও শত্রুদের মহ্বতকে অনুমোদন করে, তবে কোন মুসলমান কারও মৃত্যুর ইচ্ছে করত না। হায়রে, কোরআন ইঞ্জিলের মতো নয়। ইসলামকে শেষ ও নিখুঁত ধর্ম বলার কোনও যৌক্তিক কারণ নেই।

চিন্তার সময়- ১০

১. বিশ্বে এমন অনেক লোক আছেন যারা দাবি করেন যে তাদের ঈমান একাই বিশ্বের সেরা এবং নিখুঁত। তবে, কেবল মাত্র একটি দাবি সত্য হতে পারে এবং অন্যগুলি অবশ্যই মিথ্যা। আমরা কীভাবে সত্য দাবিটি খুঁজে বের করতে পারি?

২. আপনার কাছে কি কোন যুক্তি রয়েছে যে ইসলাম সর্বশেষ ও নিখুঁত ধর্ম হতে পারে না? কিছু উদাহরণ দিন।

৩. মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েরই কেন তাদের ঈমান অনুসরণ করার যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে?

৪. কেউ যদি আল্লাহর নামে মিথ্যাভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তিনি কী অনুভব করবেন?

৫. আপনি যদি দেখতে পান যে, ঈসা মসীহের পথই

৬. একমাত্র সত্য পথ, আপনার কি তাহলে এখন তাঁর উপর নির্ভর করার সময় নয়?

ঈসা বা মুহাম্মদ - কে আপনার জন্য ভাল নেতা হতে পারেন?

একজন গুনাহগার বা বেগুনাহ নেতা কে আপনার জন্য একজন ভাল রুহানিক আদর্শের হতে পারে? আমি গত ২০ বছরে লোকদেরকে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি। একজন গুনাহগার নাকি বেগুনাহ নেতা আপনাকে রুহানিক ভাবে ভাল পথ দেখাতে পারে? একটি ভাল গাড়ী নাকি ত্রুটিযুক্ত গাড়ী কোনটি আপনার জন্য ভাল চলতে পারে? আপনি কি একজন দয়ালু এবং প্রেমময় স্ত্রী, নাকি আক্রমণাত্মক এবং নীতিহীন স্ত্রীর সাথে ভাল জীবন কাটাতে পারবেন?

লোকেরা সর্বদা জবাব দেয় যে, একজন ভাল নেতা, স্ত্রী, গাড়ি এবং অন্যান্য ভাল জিনিসই জীবনকে আরও উন্নত করে তুলবে। কেন? কারণ আল্লাহ আমাদের এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে আমরা সবসময় আরও ভাল এবং নিখুঁত জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি। আমরা কখনও খারাপ পরিবার বা স্বামী বা স্ত্রী বা বাড়ি বা নেতা বা গাড়ি বা অন্য কিছু পেতে চাই না। আপনি কখনই খারাপ জিনিস কেনার লক্ষ্য নিয়ে বাজারে যাবেন না। আপনি ভাল জিনিসগুলির জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করতে পছন্দ করেন। সফলতা আরও ভাল জিনিসের উপর। সফল আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো তাদের ভাল মানের কারণে সফল হয়। তারা গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এবং তাদের

না হারাতে ভাল এবং নির্ভরযোগ্য পণ্যগুলি ডিজাইন করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

রুহানিকতায়, এটিও একই রকম। যেহেতু আল্লাহ ভাল এবং নিখুঁত, তিনি ভাল এবং নিখুঁত বিষয় চান, এবং তিনি প্রত্যাশা করেন, আমরা যেন তার ভাল এবং নিখুঁত আদর্শ অনুসরণ করি। আল্লাহ চান যে আমরা যেন, একটি নিখুঁত এবং বেহেশতী নেতার অনুসরণ করি। আল্লাহ কখনই বেগুনাহ নেতার চেয়ে গুনাহগার নেতা পছন্দ করেন না। তিনি চান যেন আমরা একজন বেগুনাহ নেতাকে আমাদের আদর্শ করে তুলি। এমনকি আপনার নিজের কোরআন সূরা আয-যুমার (৩৯) আয়াত ১৭ থেকে ১৮ এর মাধ্যমে বলেছে: "----এর জন্য সুসংবাদ ঘোষণা করুন। যারা এটি শুনেন এবং এতে উত্তম অনুসরণ করেন"। এই আয়াতগুলি আপনাকে বলছে যে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে এবং দেখতে হবে যে সেরা আদর্শ কার এবং তারপরে সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করা উচিত।

আসুন আমরা কোরআন দেখি; ঈসা যদি বেগুনাহ এবং মুহাম্মদের চেয়ে অধিক রুহানিক হন তবে আপনারা-মুসলমানদেরকে মুহাম্মদের পরিবর্তে ঈসা মসীহকে উত্তম উদাহরণ হিসাবে অনুসরণ করতে হবে।

কোরআন বলে যে ঈসা মসীহ খোদায়ীভাবে অভিষিক্ত

সূরা আল-ই ইমরান (৩), ৪৫ এবং সূরা আন নিসা (৪) এর ১৭১ নং আয়াতে বলছে যে, ঈসা হলেন মসীহ । “মসীহ/খ্রীষ্ট” শব্দের অর্থ কী? এর অর্থ হল- “অভিষিক্ত”; যাকে আল্লাহ তাঁর সেবার জন্য তাঁর রুহ দ্বারা অভিষেক করেছেন। আল্লাহ নিজে যখন কাউকে অভিষেক করেন, তার অর্থ সেই ব্যক্তি পবিত্র ও বেগুনাহ। কোরআনের কোথাও নেই যে আল্লাহ নিজেকে মুহাম্মদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর সেবার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অভিষেক করেছিলেন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, কোরআনে মুহাম্মদের রুহানিক অবস্থানের তুলনায় ঈসা মসীহের রুহানিক অবস্থান বেশি উন্নত। আপনার কাকে অনুসরণ করতে হবে, যিনি আল্লাহর সাথে ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করেছিলেন, বা যিনি আল্লাহকে দেখেননি এবং যাকে আল্লাহ স্পর্শ করেননি?

কোরআন বলে যে ঈসা মসীহ আল্লাহর বেহেশতী কালাম

আবার, সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৪৫ এবং সূরা আন নিসা (৪) এর ১৭১ আয়াতটি বলছে যে, ঈসা আল্লাহর কালাম। ধর্মীয় দর্শনে কেবল আল্লাহকেই “কালাম” বলা হয়। "কালাম" আল্লাহর দার্শনিক নাম। আপনি যদি মুসলিম দার্শনিকদের জিজ্ঞাসা করেন “আল্লাহ কী?” তাদের জবাবগুলি হবে, "তিনি কালাম"। মজার বিষয় কোরআন আল্লাহকে ইসলামী দর্শনে

যেভাবে বর্ণিত করেছে একইভাবে হযরত ঈসাকেও বর্নণা করা হয়েছে। অন্য কথায়, কোরআন যখন বলে যে ঈসা মসীহ আল্লাহর কালাম, তখন এর অর্থ হল যে "আল্লাহর স্বভাব ও প্রকৃতি তাঁর রয়েছে"।

আমি আপনাদের বলতে চাই "কালাম" হিসাবে আল্লাহ কীভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করেন। যখন প্রকাশের কথা আসে তখন কালাম বা আল্লাহ নিজেকে দুটি উপায়ে বর্ণনা করেন। একটি উপায়, লিখিত শব্দগুলির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় উপায়টি ব্যক্তিগত ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ। "লিখিত কালামগুলির মাধ্যমে" এর অর্থ হ'ল কলেমাতুল্লাহ আল্লাহ, বেহেশতী কালামের মাধ্যমে নিজেকে বর্ণনা করেন। "ব্যক্তিগত ওহীর মাধ্যমে" শব্দটির অর্থ কালাম (আল্লাহ) নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেন। লিখিত কালামের মাধ্যমে, আল্লাহ তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর পরিকল্পনার বর্ণনা দিয়েছেন যেন আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর ব্যক্তিগত প্রকাশ হ'ল ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে তাঁর গৌরব প্রকাশ করা তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং আমাদের হৃদয়ে লিখিত তাঁর কথাগুলি সহ তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে আমাদের প্রস্তুত করার জন্য। অন্য কথায়, যদি আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ না করেন এবং আমাদের অন্তরে বাস না করেন, তবে তাঁর কালামগুলি আমাদের জীবনে বাস্তব হবে না।

আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিয়ে এটি আরও বোধগম্য করে তুলতে চাই: এটি আপনার জাগতিক পিতার ব্যক্তিগত উপস্থিতির মত যা তাঁর নির্দেশগুলি সন্তানের মতো আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। যদি আপনার পিতা নিজেকে আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন তবে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অভাবে তার নির্দেশনাগুলি আপনার অন্তরঙ্গ জীবনের জন্য অ-ব্যবহারিক করে তোলে। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একই রকম। আল্লাহর যদি আপনার সাথে নিবিড় সম্পর্ক না থাকে তবে তাঁর দূরত্ব তাঁর কালামগুলি আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

যেহেতু কোরআন বলে যে, আল্লাহ ঈসাকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করেছিলেন এবং ঈসাকে আল্লাহর ব্যক্তিগত নামে ডাকা হয়, এর অর্থ হ'ল ঈসা মসীহই একমাত্র আল্লাহর লিখিত কালাম বা পবিত্র শাস্ত্রকে আপনার হৃদয়ে আনতে এবং আপনাকে নাজাত দিতে পারেন। কোরআনে এটিই সর্বোচ্চ বেহেশতী উপাধি যা ঈসা মসীহের জন্য, তবে মুহাম্মদের জন্য নয় ।

মুহাম্মদ তাই আপনার জীবনে আল্লাহর লিখিত কালাম প্রাসঙ্গিক করতে অক্ষম। মুহাম্মদ আল্লাহর ব্যক্তিগত কালাম নয়, সুতরাং তিনি আপনার এবং আল্লাহর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হবেন না। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজের ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চিত নন এবং তাঁর উম্মতদেরও আশ্বস্ত করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, ঈসার মতো, আল্লাহর সাথে তাঁর

ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না এবং তাই ঈসার মতো আল্লাহকে লোকদের কাছে বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন না।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, কোরআনের শিক্ষা অনুসারে ঈসা মসীহ আল্লাহর নামে পরিচিত এবং মুহাম্মদের চেয়ে প্রচুর উচ্চ রুহানিক অবস্থান অর্জন করেছেন। আপনারা-মুসলমানদের মুহাম্মদের পরিবর্তে ঈসা মসীহের অনুসরণ করা প্রয়োজন।

কোরআন বলে যে, ঈসা হলেন আল্লাহর রুহ।

সূরা আন নিসা (৪) আয়াত ১৭১, সূরা মরিয়াম (১৯) আয়াত ১৭ এবং সূরা আল আম্বিয়া (২১) আয়াত ৯১ বলছে যে, ঈসা আল্লাহর রুহ।

কিছু মুসলিম আলেমগণ ভুলভাবে বলেছেন যে, এটি আল্লাহর রুহ নয়,কিন্তু একটি রুহ বা ফেরেশতা যিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং মরিয়মের দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি আসলে কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে। আরবী কোরআনের সব জায়গাতেই বলেছে যে আল্লাহ মরিয়মের প্রতি তাঁর রুহ প্রেরণ করেছিলেন অন্য কোন রুহ বা ফেরেশতাকে নয়। আল্লাহর রুহ এবং আল্লাহর এক ফেরেশতা বা কোন রুহ দুটি ভিন্ন জিনিস। যদি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকে প্রেরণ করতে চাইতেন, তবে তিনি পরিষ্কারভাবে বলতেন যে, তিনি তাঁর ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অস্পষ্টভাবে বলতেন না। সুতরাং, যারা এটি

আল্লাহর ফেরেশতাদের একজন হিসাবে অনুবাদ করেন তারা তাদের নিজস্ব কোরআনের কালাম পরিবর্তন করছেন।

মনে করুন এটি কোন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি মরিয়মের কাছে এসেছিলেন এবং ঈসা মসীহ হিসাবে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তবুও ঈসা মসীহের রুহানিক অবস্থান মুহাম্মদের রুহানিক অবস্থানের চেয়ে উন্নত হবে কারণ একজন ফেরেশতা সর্বদা আল্লাহর সাথে থাকেন, অনন্তকাল বেঁচে থাকেন এবং অদেখা পৃথিবী সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানেন। কিন্তু মুহাম্মদ সূরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ১৮৮ এ বলেছেন যে, তিনি অদেখা পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সুতরাং, ঈসা আল্লাহর সবকিছু জানেন, কিন্তু মুহাম্মদ জানেন না। আমরা এটাও জানি যে মুহাম্মদ মারা গেছেন এবং তিনি বেহেশতে নেই।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে "আল্লাহর রুহ" বাক্যাংশ বেহেশতের একজন ফেরেশতা হিসাবে অনুবাদ করা হোক বা এটি তার আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তারা প্রকাশ করে যে ঈসা মসীহের রুহানিক অবস্থান মুহাম্মদের রুহানিক অবস্থানের চেয়ে উচ্চতর। সুতরাং মুহাম্মদের চেয়ে উচ্চতর রুহানিক অবস্থান প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুসরণ করা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কোরআন বলে যে, ঈসা মসীহ স্রষ্টা এবং আরোগ্যদানকারী

সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৪৯ এবং সূরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ১১০ এ বলছে যে, ঈসা একটি পাখি তৈরি করেছিলেন, মৃতকে জীবিত করেছেন এবং অন্ধকে সুস্থ করেছেন।

কোরআন মতে, ঈসা এখনও বেঁচে আছেন এবং বেহেশতে আছেন। যেহেতু তিনি বেঁচে আছেন, তাই এখনও তাঁর সৃষ্টি, আরোগ্যদান ও মানুষকে মৃত থেকে জীবিত করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদের এমন বেহেশতী শক্তি ছিল না। সমস্ত লোকের নিরাময়ের জন্য এবং তাদের জীবন দেওয়ার জন্য কারও প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই জীবনদায়ক ব্যক্তিকে বেশি সম্মান করতে হবে যার এমন ক্ষমতা নেই তার চেয়ে। ঈসা যদি আপনার নেতা হন তবে কি ভাল হত না, এবং আপনার নিরাময় এবং জীবনের নিশ্চয়তা থাকতো? ঈসাকে অনুসরণ করা আপনার পক্ষে ভাল হবে।

কোরআন বলে যে ঈসা পবিত্র ও বেগুনাহ

সূরা মরিয়াম (১৯) আয়াত ১৯ বলছে যে, ঈসা মসীহ বেগুনাহ ও পবিত্র। ঈসা মসীহ ব্যতীত অন্য কাউকে কোরআনে বেগুনাহ বলা হয় না। কোরআন অন্য সকল নবী ও মুহাম্মদকে গুনাহগার বলে আখ্যায়িত করেছে। কিছু মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে

মুহাম্মদ বেগুনাহ। এ জাতীয় ঈমান কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।

দেখুন কোরআন মুহাম্মদ সম্পর্কে কি বলে: সূরা মুহাম্মদ (৪৭) আয়াত ১৯ মুহাম্মদকে বলছে, আপনার গুনাহ এবং ঈমানদার পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ক্ষমা চান। সূরা আল ফাতাহ (৪৮) আয়াত ২ এ বলছে: "আল্লাহ আপনাকে (মুহাম্মদকে) আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ করে দিন"। সূরা গাফির (বা আল মো'মেন) (৪০) আয়াত ৫৫ [মুহাম্মদকে] বলছে: এবং আপনার গুনাহের মাফ চান। সূরা আল আরাফ (৭) আয়াত ১৮৮ এ মুহাম্মদ বলেছেন,"আমি যদি আল্লাহকে জানতাম তবে আমার সমস্ত উত্তমতা বৃদ্ধি করা উচিত ছিল এবং কোন মন্দই আমাকে স্পর্শ করত না।

মুহাম্মদ যদি কোন বেগুনাহ ব্যক্তি হত, তবে তিনি কখনও এ জাতীয় কথা বলতেন না। তিনি স্বীকার করছেন যে মন্দ তাকে স্পর্শ করেছিল এবং গুনাহ করিয়েছিল। এই সমস্ত আয়াত বলছে যে, মুহাম্মদ গুনাহগার ছিলেন। এছাড়াও, সূরা লোকমান (৩১) আয়াত ৩৪, সুরা আল আহক্কাফ (৪৬) আয়াত ৯ বলছে যে, মুহাম্মদ মৃত্যুর পরে তাঁর নাজাত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। এর অর্থ হ'ল মুহাম্মদ তার গুনাহ মাফ করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, অন্যথায় তিনি ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করতেন না।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কোরআন মুহাম্মদকে গুনাহগার বলেছে, কিন্তু ঈসা ধার্মিক, পবিত্র ও বেগুনাহ। একজন গুনাহগার আপনাকে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করতে পারে না। আপনাকে গুনাহগার মুহাম্মদকে অনুসরণ করার পরিবর্তে বেগুনাহ ঈসাকে অনুসরণ করতে হবে।

কোরআন বলে যে ঈসা জীবিত এবং বেহেশতে আছেন

সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৫৫ এবং সূরা আন নিসা (৪) আয়াত ১৫৮ বলছে যে, ঈসা বেহেশতে উঠেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ মারা গিয়েছেন এবং সুরা মরিয়াম (১৯) আয়াত ৬৬ থেকে ৭২ অনুসারে "তিনি বেহেশতে নেই"।

কোরআন নিজেই আপনাকে বলছে যে ঈসা জীবিত এবং বেহেশতে আছেন কিন্তু মুহাম্মদ মারা গেছেন এবং বেহেশতে নেই; তিনি শেষ দিনে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। এই কারণেই আমাদের সকলকে অনুসরণ করতে হবে যিনি বেঁচে আছেন এবং বেহেশতে আছেন তাকে। কেবলমাত্র তিনিই আমাদের বেহেশতে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ তিনি বেহেশতে আছেন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এমনকি কোরআনও প্রকাশ করে যে,ঈসা মসীহ মুহাম্মদের চেয়ে মহান। আপনি যদি ঈসা মসীহের ইঞ্জিলটি পড়েন তবে আপনি সম্পূর্ণ আশ্চর্য হয়ে যাবেন। ঈসা মসীহকে অনুসরণ করুন।

চিন্তার সময় -১১

১. কিছু মুসলমান বলেছেন যে যদিও কোরআনে ঈসা মসীহকে মুহাম্মদের চেয়ে বেগুনাহ ও অধিক রুহানিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁর লক্ষ্য সমাপ্ত করার দায়িত্ব মুহাম্মদকে দান করছেন। আপনি কি মনে করেন? আল্লাহ কি বেগুনাহ ব্যক্তির পরিবর্তে গুনাহগারকে তাঁর কাজ শেষ করার ভার অর্পণ করেন?

২. ধরুন আল্লাহ বেগুনাহ'র পরিবর্তে গুনাহগারকে তার চূড়ান্ত কাজটি দিলেন। তাহলে কি লোকেরা এই ভেবে ভ্রান্ত হবে না যে আল্লাহর পছন্দ সর্বদা পবিত্রতা নয় গুনাহগারও হয়? আল্লাহর নির্দিষ্ট কোন মানদন্ড নেই মনে করে লোকেরা কি তাহলে তাদের ইচ্ছে মত যে কোন নেতাকে অনুসরণ করবে না?

৩. যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে, একজন গুনাহগার ব্যক্তির পরিবর্তে একজন বেগুনাহ রুহানিক নেতাকে আমাদের আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করা কি ভাল নয়?

৪. পৃথিবীতে মুসলমানদের ভাষায় ইঞ্জিল শরীফ বিদ্যমান। আপনি কি মনে করেন না যে মুসলমানদের ব্যক্তিগতভাবে ইঞ্জিলটি পড়া এবং ঈসা মসীহের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে মোহিত হওয়া দরকার?

৫. মুসলমানদের ইঞ্জিল পড়ার জন্য সাহসী হওয়ার জন্য দোয়া করুন।

ইসলামে নেতৃত্বের বিশৃঙ্খলা

আপনি জানেন, বিবেককে বিবেচনা না করে জীবন বিষয়ক যে কোন আলোচনা আমাদের নিয়ে যেতে পারে অবহেলা, গোঁড়ামি আর কঠোরতার পথে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সত্যটি একই। তাই, আমি আজকের আলোচনায় প্রবেশের আগেই উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু প্রশ্ন করতে চাই যেন তার প্রতিক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করতে পারি এবং আমরা উন্মুক্ত মন ও হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হতে পারি।

আপনি আপনার পরিবার বা সমাজে কী ধরনের নেতৃত্ব দেখতে পছন্দ করেন?

একজন বিনয়ী নেতা যিনি নিজেকে তার পরিবার ও সমাজের সেবক হিসাবে দেখেন, তিনি পুরুষ-মহিলা, আপন-পর ভেদাভেদ করেন না এবং সমালোচনা সহ্য করেন। নাকি একজন স্বৈরতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক নেতা যে সমালোচনা সহ্য করে না এবং বিরোধীদের উপর অত্যাচার করে বা তাদের ধ্বংস করে দেয়?

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, অনেক সংস্কৃতি নিয়ে বছরের পর বছর ধরে গবেষণা এবং বিশ্বের অনেক জায়গায় আমার ভ্রমন আমাকে বলে যে মানুষ একজন ভাল ও বিনয়ী নেতা পেতে ভালবাসে। আমি নিশ্চিত যে আপনার বিবেকও এটাই সমর্থন করে। আপনি কি এমন একজন নেতাকে পছন্দ করেন যে অন্যদের ঈমান, জাতীয়তা বা বর্ণ যাই হোক না কেন, তার

অনুসারীদের সাথে সমানভাবে আচরণ করে অথবা যে নেতা অবিশ্বাসীদের সাথে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে বা তাদের ধ্বংস করে? আমাদের বিবেক বলে যে একজন ভাল নেতা সকল প্রকার বৈষম্য থেকে দূরে থাকেন।

একজন মুসলিম নেতা কেবল স্বামী-স্ত্রী, নারী-পুরুষ, আপন-পরের মধ্যে ভেদাভেদই শুধু করেন না, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ না করায় তাদের ধ্বংস করার বৈধ অধিকার তার আছে। চলুন ইসলামের সেই নির্দেশাবলী প্রকাশ করি, যা একজন নেতাকে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করার বৈধতা দেয়।

পরিবারের মধ্যে বৈষম্য

সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ২২৮ এবং সূরা আন নিসা(৪) আয়াত ৩৪ এ বলছে যে, নারীরা নিম্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সূরা আন নিসা(৪) আয়াত ১১ ও ১৭৬ বলছে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক উত্তরাধিকার পায়। সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ২৮২ এ বলছে যে, দু'জন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান। সূরা আল আহজাব(৩৩) আয়াত ৩৩ এ বলছে যে, মহিলাদের অবশ্যই চুপচাপ ঘরে থাকতে হবে এবং বাইরে বের হওয়া উচিত নয়। সূরা আন নজম (৫৩) আয়াত ২ আমাদের বলে যে, মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রীদের মালিক। সূরা আন নিসা(৪) আয়াত ৩৪ এবং সূরা সাদ(৩৮) আয়াত ৪৪ আমাদের বলে যে, স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের মারতে পারেন। কোন সন্দেহ

নেই যে যারা কোরআনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই পারিবারিক বৈষম্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করছেন।

পরিবারের একজন পুরুষ নেতা তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার অধিকার আছে

সূরা আল তাওবা (৯) আয়াত ১২৩ বলছে: "হে মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী, আত্মীয় ও প্রতিবেশী তাহাদের হত্যা কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন"।

এর অর্থ হ'ল একজন মুত্তাকী মুসলমানের তার বর্তমান এবং যৌথ পরিবারের সদস্যদের সাথে, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সাথে লড়াই করার ধর্মীয় অধিকার আছে এবং এমনকি যদি তারা ইসলামে যোগ না দেয় তাহলে তাদের হত্যা করতে হবে। সুতরাং একজন মুসলিম নেতার তার ধর্মের স্বার্থে পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের জীবন ধ্বংস করার অধিকার আছে ।

সমাজের মধ্যে বৈষম্য

আমরা কোরআনের আয়াতগুলিতে দেখেছি যা পরিবারের মধ্যে বৈষম্যকে বৈধতা দেয়। এখন আসুন সমাজের মধ্যে বৈষম্যের বিষয়টি দেখা যাক।

সূরা আল আহজাব (৩৩) আয়াত ৩৬ এ বলছে: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে।" সুতরাং কোরআন অনুসারে একজন মুসলিম নেতার নেতৃত্বে তার সার্বভৌম অধিকার রয়েছে এবং অন্যরা তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। সূরা আল মুজাদালাহ (৫৮) আয়াত ২০ বলছে: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

তুলনামূলক নেতৃত্বের গবেষণায় একে বলা হয় একতরফা নেতৃত্ব বা একনায়কতন্ত্র যেখানে একজন নেতা আশা করেন যে তার অনুসারীরা অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করবে।

নিচের চিত্রে মুহাম্মদের নেতৃত্বকে ঈসার নেতৃত্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এক মুখি তীর সেই নেতৃত্বকে বোঝায় যেখানে অংশগ্রহণ নাই আর দুই মুখি তীর উন্মুক্ত নেতৃত্ব শৈলীর নির্দেশ করে যেখানে অনুসারী বা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাই আপনি দেখছেন যে মুহাম্মদের নেতৃত্ব একতরফা যোগাযোগ যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এবং যেখানে মানুষের মতামত দেওয়ার অধিকার নাই। কিন্তু ঈসার নেতৃত্ব শৈলী অংশগ্রহণমূলক তাতে জনগণের একে অপরের এবং নেতাদের কাছে নিজেদের মত প্রকাশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

ঈসা মসীহ এবং মুহাম্মদের নেতৃত্বের তুলনা

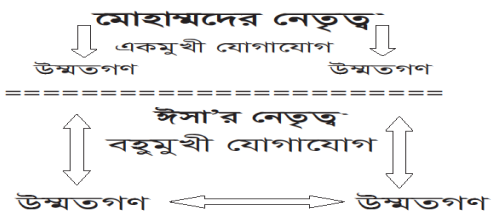

আমি আপনাকে ইসলামী নেতৃত্বের ভয়াবহতার একটি উদাহরণ দিই। বুখারি শরীফ ৯ নং বইয়ে এবং হাদিসের ৮৯ বইয়ের ৩৩০ নং বর্ণিত আছে যে মুহাম্মদ বলেছেন: "আমি আগুনের কাঠ সংগ্রহের আদেশ করতে যাচ্ছিলাম এবং তারপরে কাউকে নামায আদায়ের জন্য আযান[৮] দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারপরে কাউকে লোকদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারপরে পিছন থেকে গিয়ে তাদের ঘর পুড়িয়ে দেব যারা নামাজের জন্য উপস্থিত হয়নি"।

"ইসলামী নেতৃত্বের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ মুহাম্মদ তাঁর বাধ্যতামূলক নামাজ ফেলে রেখে বরং যে সকল ব্যক্তিরা নামাযে অনুপস্থিত ছিলেন তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। একজন

[৮] মিনার থেকে জামাতের নামাজের জন্য আহ্বান।

সমসাময়িক মুসলিম নেতারও মুহাম্মদের নেতৃত্বের মডেলটি অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে যারা মোনাজাত করেন না তাদের বিরুদ্ধে একই ভয়াবহ কাজ করতে। ইসলামে নেতৃত্ব একমুখী সংলাপের ভিত্তিতে

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি একজন মুসলিম নেতার সাথে যোগ দিতে স্বাধীন তবে তাঁর সমালোচনা করতে, তাকে ছেড়ে যেতে বা তার বিরোধী হতে পারেন না। যারা তাদের আল্লাহ-প্রদত্ত স্বাধীনতা ব্যবহার করতে চায় এবং নেতাদের বিরোধিতা করতে বা ছেড়ে যেতে চায় তাদের জন্য ইসলাম লাঞ্ছনা, আগ্রাসন ও মৃত্যু অনুমোদিত করেছে। একজন মুসলিম নেতা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। যারা একজন মুসলিম নেতার সমালোচনা করেন তাদের জীবন হবে বেদনাদায়ক ।

সূরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৬, ১২, ১৩, ২২ এবং ৩১ এ, যারা নেতৃত্বের সমালোচনা করেছে তাদের বধির, বোবা এবং পশুদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বলা হয়েছে; তাদের আঙুলের ডগা এবং মাথা অবশ্যই কাটা উচিত। কোরআনে জাহান্নামের কথা ১৪৬ বার উল্লেখ রয়েছে। কেবলমাত্র ৯ বার কারন হিসাবে নৈতিক ব্যর্থতা, হত্যা, চুরি ইত্যাদির কথা উল্লেখ রয়েছে,বাকী ১৩৭ বার, যারা মুহাম্মদকে সমালোচনা করে বা তাকে অনুসরণ করে না তাদের কথা বলা হয়েছে। এই কারণেই একজন মুসলিম নেতা তার বিরোধীদের জীবনকে জাহান্নামের মতো করে তুলতে পারেন।

অমুসলিমদের প্রতি বৈষম্য

ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে অমুসলিমদের জীবন আরও খারাপ হয়। সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ১১০ বলছে যে মুসলিমরা অমুসলিমের চেয়ে ভাল। সূরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ১৭৬ ও ১৭৭ এবং সূরা আল আনফাল (৮) এর ৫৫ নং আয়াত বলছে যে যারা ইসলামে যোগদান করে না তারা কুকুর এবং সবচেয়ে খারাপ পশু। সূরা আন নিসা (৪) আয়াত ৮৯ এ বলা হয়েছে: কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে বেছে নেবে না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে; যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তাহাদের যেখানে পাবে হত্যা করবে। সূরা আল ফাতাহ (৪৮) আয়াত ২৯ এ বলছে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা অঈমানদারগণের সাথে কঠোর, তবে একে অপরের সাথে সহানুভূতিশীল। অমুসলিমগণ তাই কোনও মুসলিম নেতার হাতে নিরাপদ থাকবে না।

একজন মুসলিম নেতাকে অন্য জাতির জন্য সমস্যা তৈরি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৮৫ এ বলছে: ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। সূরা আল আহজাব (৩৩) আয়াত ২৭ বলছে: আল্লাহ মুসলমানদেরকে উত্তরাধিকারের জন্য অমুসলিমদের জমি, বাসস্থান এবং সম্পদ দান করেছেন - এমন একটি দেশ যেখানে মুসলমানরা কখনও পা রাখেনি: কারণ

আল্লাহর শক্তি সব কিছুর সমান। সূরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৩৯ বলছে: সুতরাং অমুসলিমদের সাথে লড়াই করুন যতক্ষণ না গোটা বিশ্বে আর কোন কুফরি না থাকে এবং সকলেই একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অনুগত হয়।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একজন মুসলিম নেতার ইসলামের কাছ থেকে বিশ্বের বিরোধী হওয়ার বৈধ অধিকার রয়েছে। সুতরাং একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলিম নেতার ইসলাম থেকে অধিকার রয়েছে,তার নিজের পরিবার, মানুষ ও বিশ্বের স্বাধীনতাকে কেবল অবজ্ঞা করা নয়, বরং অন্যের উপর নিজের ঈমান চাপিয়ে দেওয়ার ।

বিশ্বের অন্যান্য নেতৃত্ব শৈলীর তুলনায় ইসলামী নেতৃত্ব হ'ল সবচেয়ে অনুন্নত এবং দায়িত্বহীন নেতৃত্ব শৈলী। ইসলামে নেতৃত্ব কেন অনুন্নত এবং দায়িত্বহীন? কারণ, দায়িত্বের প্রয়োজন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পছন্দের স্বাধীনতার জন্য পারস্পরিক সম্মান। কিন্তু আমরা কোরআনের আয়াতগুলো থেকে দেখলাম, মুহাম্মদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারও পছন্দ করার স্বাধীনতা নেই।

ইসলামে নেতৃত্বের জন্য গুণাবলী নয় শক্তি প্রয়োজন।

দাউদের ২৫২৭ নং হাদীসে ১৪ নং কিতাবে মুহাম্মদ বলেছেন যে প্রত্যেক মুসলমান আলেমের অধীনে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহর জন্য যুদ্ধ বাধ্যতামূলক, সে পরহেজগার হোক বা না হোক; প্রত্যেক মুসলিম আলেমের পেছনে মুসলমানদের

জন্যও নামায ফরয, সে মুত্তাকী বা গুনাহগার হোক না কেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গুরুতর গুনাহ করে এমন শাসকদের এড়িয়ে চলতে লোকেরা তাদের দায়িত্ব থেকে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

এটি একটি মানসম্মত নেতৃত্ব নয় বরং একটি শক্তিশালী তৃষ্ণার্ত নেতৃত্ব যা মানুষকে প্রশ্ন ছাড়াই অনুসরণ করতে বাধ্য করে। সুতরাং মান-যোগ্যতা নয় কিন্তু শক্তি, ইসলামের নেতৃত্বের জন্য কোন নেতার যোগ্যতা অর্জনের গুণ। ক্ষমতার তৃষ্ণার ফলে নেতারা লোকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং তাদের নিজস্ব জীবন চালানোর ক্ষমতা উপেক্ষা করে। ক্ষমতার তৃষ্ণা একজন নেতার বোঝার চোখ অন্ধ করে দেয় যে মানুষ কেবল যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। ক্ষমতার তৃষ্ণা একজন নেতাকে বোঝার চোখ অন্ধ করে দেয় যে তার নিজের মঙ্গল এবং উন্নতির জন্যই তার অন্যের মতামত এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

ক্ষমতার তৃষ্ণা একজন নেতাকে বুঝতে অক্ষম করে তোলে যে তাকে অবশ্যই তার সমাজের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে যারা তাকে এই পদে রেখেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে ক্ষমতার জন্য নেতার তৃষ্ণা তার সমাজে আন্তরিক বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করে দেবে, কিন্তু অবিশ্বাস ও ভয়ের জন্ম দেবে। ভয় নূতন নূতন চিন্তাগুলি প্রকাশ করার দরজাও বন্ধ করে দেবে। লোকেরা একে অপরকে বিশ্বাস করতে সক্ষম হবে না এবং এর ফলে

সৃজনশীলতা এবং অগ্রগতির জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য মুসলিম নেতাদের দ্বারা পরিচালিত কোনও ইসলামী দেশে সৃজনশীলতা বা অগ্রগতি নেই। সৃজনশীলতার অভাব সমৃদ্ধি এবং উন্নতির দরজাও বন্ধ করে দেবে।

একজন মুসলিম নেতা কেবল আত্ম-সমর্পণ আশা করেন

"ইসলাম" শব্দের অর্থ আরবি ভাষায় আত্ম-সমর্পণ করা। আপনি ইসলাম পছন্দ করেন বা না করেন, রুহানীক, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রতিটি দিক থেকে আপনার আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। যদি আপনি তা না করেন তবে আপনাকে কাফের হিসাবে স্থান দেওয়া হবে, শরীয়তের নির্দেশাবলী অনুযায়ী আপনাকে মোকাবেলা করা হবে যা সমান অধিকার হারানো অথবা প্রয়োজনে নির্যাতন বা আপনার জীবন হারানো ।

ঈসার নেতৃত্বের ভিত্তি- মহব্বত, দয়া ও সম্প্রীতি।

ঈসার মসীহের নেতৃত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী নেতৃত্বের চেয়ে পৃথক। মসীহের নেতৃত্ব হ'ল সকলের উপস্থিতি, বন্ধু এবং অন্যদেরকে মূল্য দেওয়া। আল্লাহর দৃষ্টিতে বন্ধু এবং অন্যরা সকলেই সমান, যা মসীহ প্রকাশ করেছেন (পড়ুন মথি ৫: ৪৩-৪৮; গালাতীয় ৩:২৮; যাত্রাপুস্তক ২৩: ৯; ২২:২১)। মহব্বত এবং দয়া ঈসা মসীহের নেতৃত্বের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার (১ ইউহোন্না ৪:১৯)।

মসীহের নেতৃত্ব আধিপত্য বজায় রাখার জন্য নয়, বরং একটি উন্নত ও সফল জীবনের দরজা দিয়ে যাতে প্রত্যেকেই এগিয়ে যেতে এবং অন্যের সাথে মহব্বত, দয়া ও সম্প্রীতির সাথে কাজ করতে উৎসাহিত হয়। মসীহের নেতৃত্ব সব মানুষ, বন্ধুবান্ধব এবং অপরিচিত সকলকেই আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে সকলেই বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি একটি অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব এবং সকলেই তার মতামত নেতাকে দিতে পারে যা নেতার পক্ষে বা বিপক্ষে হতে পারে (২ তীমথিয় ২: ২৪-২৫; দ্বিতীয় বিবরণী ১৮: ২২; ইশাইয় ১: ১৮) যেহেতু লক্ষ্য শত্রুতা নয়, তবে সাফল্যের মূল কারণগুলি খুঁজে পাওয়া।

মসীহের নেতৃত্ব হ'ল দাসানুদাস সেবার মনোভাব

ইঞ্জিল স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করে তবে নম্রতা এবং স্বাধীনতা সমর্থন করে। ঈসা বলেছিলেন: যে কেউ তোমাদের মধ্যে মহান হতে চায় সে যেন তোমাদের দাস হয়। ইবনে আদম সেবা পেতে আসেন নি, সেবা করতে এসেছিলেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসেবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছিলেন (মথি ২০: ২৫-২৮)। ঈসা আরও বলেছিলেন: আমি প্রভু ও ওস্তাদ হয়েও যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম তখন তোমাদেরও একে অপরের পা ধোয়ানো উচিত (ইউহোন্না ১৩:১৪)।

মসীহের নেতৃত্ব হলো সকলের সাথে শান্তি

যেমন আমি বারবার উল্লেখ করেছি, ইঞ্জিল শরীফ বলেছে: ইহুদি বা গ্রীক থাকতে পারে না, বন্ধন বা মুক্তও বলতে কিছু নেই, পুরুষ বা স্ত্রী নেই; ঈসা মসীহতে আপনারা সকলেই এক (গালাতীয় ৩:২৮)। এটি আরও বলেছে: সব মানুষের সাথে শান্তিতে থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন (ইবরানী ১২: ১৪); মাবুদের দাসদের ঝগড়া করা উচিত নয়; তার পরিবর্তে, তাকে অবশ্যই সবার প্রতি দয়াবান, শিক্ষাদানে সক্ষম, এবং এবং যেন প্রতিক্রিয়াশীল না হন। যারা তাঁর বিরোধিতা করেন তাদের অবশ্যই তাকে কোমলভাবে নির্দেশনা দিতে হবে, এই আশায় যে ঈশ্বর তাদের সত্যের জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করার জন্য অনুতপ্ত করবেন (২ তীমথিয় ২: ২৪-২৫); যে মহব্বত না করে, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বও হল মহব্বত (১ইউহোন্না ৪: ৮)। এগুলি হল ঈসা মসীহের নেতৃত্বের গুণাবলী।

আপনি আপনার অন্তরের গভীরে কোন নেতার অনুসরণ করতে চান?

একজন ইসলামী নেতা যার প্রধান লক্ষ্য অন্ধ আত্ম-সমর্পণ, এবং আপনি আত্ম-সমর্পণ না করলে আপনি সমস্ত কিছু হারাবেন বা মসীহের নেতৃত্ব যেখানে নেতাকে দাস হতে বলা হয়েছে এবং কোনও সমস্যা ছাড়াই লোকেরা পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত

দেওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছে? ঈসা মসীহের নেতৃত্ব সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনন্য। তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করুন।

চিন্তার সময়- ১২

১. নেতৃত্ব সহ জীবন মূল্যবোধ গঠনে মানুষের ঈমান কতটা শক্তিশালী?
২. উত্তম নেতার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
৩. আপনি কি আপনার পরিবারের পক্ষে একজন ভাল নেতা (বাবা বা মা) হতে এবং একজন ভাল নেতা পেতে পছন্দ করেন?
৪. আদর্শ নেতৃত্ব এবং সর্বোত্তম রোল মডেল রয়েছে এমন একটি ঈমান খুঁজে পাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
৫. একজন নম্র নেতার সুবিধা কী কী?
৬. আপনি কি নেতৃত্বের সেরা মডেলটি ঈসা মসীহে খুঁজে পান কি না? কেন?
৭. তিনি যদি নেতৃত্বের সেরা মডেল হন তবে ঈসা মসীহকে অনুসরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? কীভাবে এটি আপনার পরিবারের সদস্য এবং অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে?

ইসলামের শরিয়া আর ঈসার মহব্বত- কোনটি ভাল?

কোন সন্দেহ নাই যে বিশ্বের প্রতিটি ঈমানই তার অনুসারীদের জীবন এবং সম্পর্ককে এবং সমাজের আইন প্রতিষ্ঠাকে প্রভাবিত করে। ইসলাম তার "শরিয়া" এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের জীবন, সম্পর্ক এবং আইনকেও প্রভাবিত করেছে যা কোরআন, মুহাম্মদের জীবন এবং মুহাম্মদ ও তাঁর উত্তরসূরীদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

শরিয়া প্রত্যেক মুসলমানের জীবনযাপনের পথ প্রকাশ করে। এটি মুসলমানদের নির্দেশনা দেয় যে অবশ্যই দেশ শাসন করতে হবে মুহাম্মদের দৃষ্টান্ত অনুসারে এবং তাদের সবদিক থেকে ইসলামী করে তুলতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে পিতা বা স্বামীকে শরিয়া বিধানগুলি প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়, এবং শরিয়া নীতিগুলি প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্র ও বিশ্ব পর্যায়ে সরকারের দায়িত্ব। এই নীতিগুলির উদাহরণ হ'ল খাদ্য, বহুবিবাহ, বিবাহের বয়স, অবাধ্যতা, সমালোচনা, শাস্তির মাত্রা, মদ্যপান, ব্যভিচার, অমুসলিম, জিহাদ ইত্যাদি।

শরিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক বস্তু এবং ব্যক্তিকে ইসলামীকরণ করা।

শরিয়ার উদ্দেশ্য শর্তযুক্ত। আপনি ইসলাম না অনুসরণ করলে আপনি নিরাপদ নন। কিন্তু ঈসা মসীহের পথের মূল লক্ষ্য হলো

শর্তহীন মহব্বত। এই শর্তহীন মহব্বত ঈসা মসীহের উম্মতদের জীবন, সম্পর্ক এবং আইনকে প্রভাবিত করে যাতে তারা অন্যদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে পারে।

মসীহের ইঞ্জিল ১ করিন্থীয় পুস্তকে ১৩ রুকু ১ এবং ২ আয়াতে বলছে: আমি যদি মানুষ এবং ফেরেশতাদের ভাষায় কথা বলি, তবে মহব্বত না থাকে তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা, ঝনঝন করা করতাল হয়ে পড়েছি। আর যদি আমার কাছে ওহীপূর্ণক্ষমতা থাকে এবং আমি সমস্ত রহস্য এবং সমস্ত জ্ঞান বুঝতে পারি এবং যদি আমার সমস্ত ঈমান থাকে তবে পর্বতমালা সরিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু মহব্বত না থাকলে আমি কিছুই না।

প্রিয় বন্ধুরা, এ জাতীয় রুহানিক মহব্বত এবং দয়ার কিতাবটি মুসলমান আলেমগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এই অজুহাতে যে এতে মোহাম্মদের নাম নাই। তারা জানে না যে সত্য আল্লাহর এই মহব্বত সমস্ত নবী-রাসুলদের নাম অপেক্ষা উত্তম।

মসীহের ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করে আমি ইসলামের শরিয়া থেকে কিছু উদাহরণ দিতে যাচ্ছি। তাহলে আপনি নিজেই জেনে খুশি হবেন যে কেন মুহাম্মদের নাম ইঞ্জিলে থাকতে পারে না।

কোনটি পরিবারকে সর্বোত্তম সম্মান দেয়, ইসলামের শরিয়া না মসীহের ইঞ্জিল?

আল্লাহ পরিবারকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যেহেতু তিনি, আদম এবং হাওয়া এবং একটি পরিবার দিয়ে দুনিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের শরিয়তে স্বামী তার স্ত্রীর চেয়ে বড় এবং তাদের গায়ে হাত তুলতে পারে। সুরা আল বাকারা (২) আয়াত ২২৮ এ বলছে যে, পুরুষরা তাদের স্ত্রীর চেয়ে বেশী সুবিধা পান। এই পুরুষতান্ত্রিক সুবিধার কারণে সুরা আন নিসা (৪) আয়াত ৩৪ এবং সুরা সাদ (৩৮) আয়াত ৪৪ অনুমোদন করেছে যে, পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের মারধর করার অধিকার রয়েছে। সুরা আন নিসা (৪) আয়াত ১৫ এবং ১৬ এ এমনকি বলছে যে, অনৈতিকতার জন্য মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীদের ঘরে আটকে রাখার অধিকার পুরুষদের রয়েছে। তবে একই অনৈতিকতার জন্য পুরুষরা কয়েকটা দুররার শাস্তি পায় এবং ছাড়া পেয়ে যায়।

কেন কোরআন পুরুষদের তাদের স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অনুমোদন করে এবং তাদের স্ত্রীদের মারধর এবং এমনকি হত্যা করার অধিকার দেয়? কোরআনের এই কারণগুলো হ'ল:

সুরা আন নিসা (৪) আয়াত ৩৪-তে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পুরুষদেরকে নারীদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য এবং তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করার জন্য আরও শক্তি দিয়েছেন।

কোরআনের বিভিন্ন সংস্করণ সূরা আল আহজাব (৩৩) ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র পুরুষরাই আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তির প্রতি সত্যবান ছিল।

অন্য কথায়, নারীরা আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি ঠিক রাখতে পারে না এবং সর্বদা পুরুষদের দ্বারা তাদের সংশোধন হওয়া দরকার।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ তাঁর নিজের যুক্তিও দিয়েছেন কেন পুরুষদের নারীদের চেয়ে বেশি অধিকার রয়েছে? তিনি আল বুখারী ৬ নং কিতাবের ১ম খণ্ডে ৩০১ নম্বর হাদিসে বলেছেন যে নারীদের বুদ্ধির অভাব রয়েছে।

আপনি কি মনে করেন? আপনি কি সত্যিই চিন্তা করেন যে পুরুষরা আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি নারীদের চেয়ে ভালভাবে রাখেন? এর অর্থ কি এই নয় -আপনার মা ও বোনদের বিশ্বাস করবেন না?

কোরআন অনুসারে, আপনি ছেলে বা পুরুষ হিসাবে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে বা উত্তরাধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার বোন বা মাতার চেয়ে দ্বিগুণ মূল্য বহন করেন। এর অর্থ হ'ল যদি আপনার মা বা বোন আপনাকে কিছু জানায় তবে অন্য একজন মহিলা তার সাক্ষী না দিলে তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে আপনার বাবা বা ভাই বা কোনও পুরুষ ব্যক্তি যদি কিছুর সাক্ষী থাকেন

তবে তার উপর আস্থা রাখা যায়। ভাবুন যে কোনও সমাজে কেবল পুরুষের উপর আস্থা আছে তবে নারীর উপর নয়!

বিখ্যাত ইসলামী আলেমগণ নারীদের কুটিল বলে অভিহিত করেছেন

বুখারী শরীফের ৭নং খণ্ডে হাদীস নং ১১৩-তে বলা হয়েছে যে, নারী পুরুষের পাঁজর থেকে তৈরি হয়েছিল, বাঁকা। এই বক্রতা জন্মগত এবং সংশোধনের অযোগ্য। হাদিসের ৮ নং কিতাবের ৩৪৬৭ নং হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহিলাকে একটি পাঁজর থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং কোনওভাবেই আর তা সোজা করা যাবে না; সুতরাং আপনি যদি তার দ্বারা উপকৃত হতে চান, তার দ্বারা উপকৃত হোন যখন বক্রতা তার মধ্যে থাকে। আর যদি আপনি তাকে সোজা করার চেষ্টা করেন তবে তাকে ভেঙে ফেলবেন এবং তার মানে তাকে তালাক দেওয়া। দাউদের ১১ নং কিতাবে হাদীস নং ২১৫৫ বলছে যে মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন নারীকে বিবাহ করে বা কোন ক্রীতদাসী আনে, তবে তাকে বলতে হবে: "হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল কামনা করি এবং যে স্বভাব তুমি তাকে দিয়েছ; আমি তার মধ্যে থাকা মন্দতা থেকে আর তুমি তাকে যে স্বভাব দিয়েছ তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি" ...।

বুখারী শরীফের ৮৮ নং কিতাবে, ৯ম খন্ডে ২১৯ নং হাদিসে বলা হয়েছে: মুহাম্মদ যখন শুনলেন যে পারস্য দেশের লোকেরা রাজা খসরুর কন্যাকে তাদের রাণী (শাসক) বানিয়েছে, তখন

তিনি বলেছিলেন, "এ রকম জাতির পক্ষে কখনোই আর সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে না, কারণ মহিলা তাদের শাসক"।

যেহেতু মুহাম্মদ এবং কোরআন মহিলাদেরকে অশুভ সত্তা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তাই তাফসিরে নারীদের সম্পর্কে কী বলবে?

সুরা আল রুম (৩০) আয়াত ২১ এ বলে যে, নারীদের পুরুষদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ফখরালদিন রাজি (১১৪৯ খ্রি) একজন সুন্নি দার্শনিক তাঁর তাফসির কিতাব- আত-তাফসীর আল-কবিরের এই আয়াতে তাফসির করার সময় বলেছেন: "পুরুষদের জন্য সৃষ্টি" এই কথা প্রমাণ করে যে নারী একটি পশু। হাদি সাবজেভারি (১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ) একজন শিয়া দার্শনিক তাঁর তাফসির সাদর আল-মোটা' আলেকিন এ বলেছেন: নারীরা সত্যিকারে এবং ন্যায্যতই বোবা পশুদের মধ্যে। তাদের মধ্যে পশুদের স্বভাব রয়েছে।

এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই ভদ্রলোকদের দার্শনিক বলা হত এবং সমসাময়িক সরকারগুলি থেকে তারা অনেক সম্মান পেয়েছিল।

মসীহের ইঞ্জিলে কোথাও মেয়ে এবং মহিলাদের সম্পর্কে এই ধরনের হৃদয় বিদারক কথা বলে না।

ইঞ্জিলের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে স্বামী এবং স্ত্রী সমান

গালাতীয় সুসমাচার পুস্তকে ৩ রুকুর ২৮ আয়াতে বলছে যে স্বামী ও স্ত্রীর আল্লাহর কাছে সমান মূল্য রয়েছে। ইফিষীয় পুস্তকে ৫ রুকু ২৫ এবং ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীকে তার নিজের দেহ হিসাবে মহব্বত করতে হবে। কলসীয় পুস্তকে ৩ রুকু ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে: তোমরা যারা স্বামী, তোমরা প্রত্যেকে স্ত্রীকে মহব্বত করো এবং তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করো না এবং ১ পিতর ৩ রুকু ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীরা স্বামীর সাথে আল্লাহর অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী, স্বামীরা যদি তাদের স্ত্রীদের বুঝতে ও সম্মান না করে তাদের মোনাজাত গ্রহণ করা হবে না।

এখানে ইসলাম ধর্মে নারীদের প্রতি আচরণের সাথে ঈসায়ী ধর্মে নারীদের প্রতি আচরণের একটি তুলনা করা হয়েছে। আপনার কোনটিকে নিখুঁত ধর্ম বলা উচিত বলে মনে করেন?

এখন আসুন আমরা ইসলামের শরীয়াতে পরিবারের প্রতি আরও মর্মান্তিক আচরণ দেখি ।

শরিয়া শিশুদের তাদের অভিভাবকদের অমান্য করতে বলে

সূরা আল তওবা (৯) আয়াত ২৩ আমাদের বলছে যে, অভিভাবকরা যদি ইসলামের মূল্যবোধের চেয়ে অন্য

মূল্যবোধকে বেশি মহব্বত করেন তবে মুসলিম শিশুদের তাদের পিতা বা ভাইদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা উচিত নয়।

আপনি জানেন যে একটি পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের অভিভাবকত্বের প্রয়োজন হয় না, তবে অপরিণত শিশুদের প্রয়োজন হয়। এখানে কোরআনের এই আয়াতে অপরিণত শিশুদের, তাদের অভিভাবকদের অমান্য করতে বলছে যদি তারা ভাল মুসলমান না হয়। যদি কেউ আপনার সন্তানদের আপনার পিতৃত্ব বা অভিভাবকত্ব অবজ্ঞা করার জন্য উৎসাহিত করে তবে আপনি কি খুশি হবেন? কোরআন এটাই করে থাকে।

আপনারা যেমন জানেন, এমনকি পশু এবং তাদের বাচ্চাদের মধ্যেও একটি মহব্বতপূর্ণ বন্ধন রয়েছে, যেমন বাবা-মা এবং তাদের সন্তানের মধ্যে রয়েছে। এমনকি সবচেয়ে অসৎ ব্যক্তিও তার সন্তানদের মহব্বত করেন। কারণ আল্লাহ আমাদের একে অপরকে মহব্বত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই মহব্বতপূর্ণ বন্ধন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। সত্যিকারের আল্লাহ কখনও শিশুদের পিতামাতাকে উপেক্ষা করতে শেখায় না।

আপনি দেখছেন কিভাবে শরীয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা মহব্বতের বিরুদ্ধে। শরিয়া যদি তার নিজের মুসলিম পরিবারের সদস্যদের সাথে নির্দয় আচরণ করে, তবে অমুসলিমদের সাথে এটি কী করবে বলে আপনি মনে করেন? আসুন আমরা অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামের শরীয়ার নির্দেশনা দেখি।

শরিয়া অমুসলিমদেরকে মানুষ বলে মনে করে না

কোরআন অমুসলিমদেরকে অপবিত্র বলে অভিহিত করেছে। এ কারণেই সৌদি আরবে যে অমুসলিমরা কাজ করে তাদের মক্কা থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে থাকতে হয়। আবার এ কারণেই কিছু মুসলমান অমুসলিমদের সাথে হাত মেলানোর পরে হাত ধোয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অথবা, যদি তারা অমুসলিমদের খাবার ও জল দিত,তবে তাদের থালা এবং গ্লাসটি ইসলামী উপায়ে ধুতে হতো। আমাকে শৈশব থেকেই শেখানো হয়েছিল, আমরা যদি কোনও অমুসলিমকে স্পর্শ করি তবে নিজেকে পবিত্র করার জন্য আমাদের একটি ইসলামিক উপায়ে নিজেদের ধুতে হবে।

কোরআন অমুসলিমদেরকে পশু, কুকুর, শূকর, বানর এবং গাধার থেকেও খারাপ বলে অভিহিত করেছে। অন্যদের পশু বলা আল্লাহর প্রতি, মানবতার প্রতি, এমনকি ইব্রাহিমের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা যাকে ইহুদী ও আরব উভয়ের পিতা বলা হয়। মুহাম্মদ এবং ইহুদীরা উভয়ই ইব্রাহিমের বংশধর। আল্লাহ, যিনি ইব্রাহিমকে মহব্বত করতেন, তিনি কীভাবে বলতে পারেন যে তাঁর সন্তানেরা পশু? নাতি মুহাম্মদ কীভাবে তাঁর দাদা ইব্রাহিমকে বলতে পারলেন যে ইসহাকের ছেলে-মেয়েরা পশু ছিলেন, কেবল ইসমাইলের ছেলে-মেয়েরাই মানবজাতি ছিলেন? দাদা আব্রাহাম যে তাঁর সমস্ত নাতি-নাতনিদের মহব্বত করতেন তাদের জন্য কি তা অসম্মানজনক নয়? ইহুদিদের পশু বলে

ডাকার দ্বারা আপনি ইব্রাহিম দাদাকে বলছেন যে তিনি পশুর জন্ম দিয়েছেন।

শরিয়া তাদের হত্যা বৈধ করার জন্য অমুসলিমদের পশু বলে

সুরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৩৯ বলছে: অমুসলিমদের জবাই করো যতক্ষণ না গোটা বিশ্বে আর কোন কুফরী না থাকে এবং সমস্তই একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের বশীভূত না হয়। কিছু ইসলামী দেশে সংঘটিত অমুসলিমদের প্রতি সন্ত্রাসবাদের অনেকটার পিছনে এটাই প্রেরণা। কোরআন অমুসলিমদের কাফির বলেছে এবং বলেছে যে তারা ইসলামকে অনুসরণ না করলে তাদের ঘৃণা, বিদ্রূপ, প্রতারণা, বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, দাসত্ব; নির্যাতন ও হত্যা করা যেতে পারে।

মসীহের ইঞ্জিলে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মহত্বতপূর্ণ, সহানুভূতিশীল এবং দয়ালু আল্লাহ তাঁর অনুসারীদের তাদের ঈমানের জন্য অন্যদের তাড়না করতে বলেন না। বন্ধুরা- ঘৃণা বা হত্যাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঈসা মসীহের পুরো ইঞ্জিলে একটিও আয়াত নেই। এর মতো কোনও আয়াত আপনি খুঁজে পাবেন না। কেন? কারণ প্রথমত, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে অনেক মূল্য দেন। দ্বিতীয়ত, যেহেতু আমরা মানুষ সৃষ্টি করি নি, সুতরাং তাদের জীবনের উপর আমাদের কোনও অধিকার নেই।

শরিয়ার বিদ্বেষ ও শত্রুতা নিয়ে পরিবারে বা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তবে মসীহের মহব্বত ও দয়া দিয়ে এটি সম্ভব। সুতরাং মসীহের মহব্বত মানব সম্পর্কের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, ইসলামের শরিয়া নয়।

চিন্তার বিষয়- ১৩

১. কঠোরতা, বৈষম্য বা বৈরিতার মধ্য দিয়ে আমরা কী আমাদের পরিবারে বা অন্যদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারি?
২. আমরা যদি শরিয়া অনুসরণ করি এবং আমাদের স্বামী বা স্ত্রীদের প্রতি কঠোর হয়ে উঠি তবে আমাদের শিশুদের উপর তা কীভাবে প্রভাব ফেলবে?
৩. কোন ব্যক্তি জোর করে এবং সহিংসতার দ্বারা ঈশ্বরের বা একজন রাসুলের আসল অনুগামী হয়ে উঠতে পারে?
৪. আল্লাহ সমস্ত প্রজ্ঞার উৎস এবং যুক্তি দিয়ে লোককে বোঝাতে পারেন, লোকদের বোঝানোর জন্য কি তার শক্তির দরকার হয়?
৫. লোকদের পছন্দের স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুসরণের জন্য বল প্রয়োগের দরকার আছে?

৬. কেন মসীহের মহব্বত শরিয়ার নীতিগুলিকে ছাড়িয়ে যায়?

৭. মসীহের মহব্বত অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনি যে দায়বদ্ধ তা কি বুঝতে পারেন?

মানব জাতির শত্রু নয়, বন্ধু প্রয়োজন

আপনি কি আমার সাথে একমত? আপনি যদি একমত হন, তবে আমাদের খুঁজে বের করা দরকার কীভাবে এবং কী উপায়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুবান্ধব বানাতে পারি।

আমাদের জন্য শত্রু থাকা যেমন আনন্দদায়ক নয়, তেমনি আমরা অন্যের শত্রু হয়ে উঠলে তাও তাদের জন্য সুখকর নয়। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে আমরা রাগ, ঘৃণা, শত্রুতা, প্রতারণা, মিথ্যা বা অন্য কোনও অনৈতিক উপায়ে প্রকৃত বন্ধুবান্ধব তৈরি করতে পারি না। অনৈতিক উপায় হলো -অন্যের অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে। আমরা যখন অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করি, তখন আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারব না। বন্ধুত্বের জন্য সম্মান, দয়া, ত্যাগ, ক্ষমা, ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

এগুলি আমাদের বলছে যে, আমাদের যে কোনও ব্যক্তি বা ঈমান থেকে দূরে থাকা দরকার যা আমাদের ঘৃণা, ক্রোধ, সহিংসতা বা যে কোনও অনৈতিক আচরণ শেখায়। সেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে কারণ সেগুলি কেবল আমাদের সমাজেই নয় আমাদের পরিবারেও বন্ধুত্ব নষ্ট করে।

অন্যদের ঘৃণা করা কেবলই অন্যদের ঘৃণা করা নয়

আপনার হৃদয়ে ঘৃণার বীজ বপন করে আপনি এটি নিজের পরিবারেও রোপণ করছেন। আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিতে চাই। ইসলামের নবী মুসলমানদেরকে পৌত্তলিক ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ঘৃণা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এই হিংসা তাদেরকে আরব উপদ্বীপের সমস্ত অমুসলিমকে মুসলমান হওয়ার জন্য এবং যারা ইসলামে যোগ দিতে চাইনি তাদের হত্যা করতেও বাধ্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল।

সমস্ত সৌদি আরব পুরোপুরিভাবে ইসলামের অধীনস্থ করা হয়েছিল এবং তাদের ঘৃণা চর্চার জন্য এমন কোন অমুসলিম আর অবশিষ্ট ছিল না। সেই ঘৃণা কি উধাও হয়ে গেছে? না। ইসলামের প্রাথমিক মিশনে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অন্তরে যে ঘৃণা রচিত হয়েছিল, তা ইসলামের নিজের সন্তানদের মধ্যে ঘৃণার ফল বহন করেছিল, মুহাম্মদের নিজের পরিবারে বিভক্তি এবং ভবিষ্যতের মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করেছিল। এই ঘৃণা সুন্নি ও শিয়া সৃষ্টি করেছে যা ইসলামের উত্থানের পর থেকে ১৪০০ বছর ধরে একে অপরের রক্তপাত করে চলেছে।

এটা কি আজব না? আপনি মনে করেন যে অন্যের বিরুদ্ধে আপনার হৃদয়ে ঘৃণার বীজ রোপণ করে আপনি কেবল অন্যকেই আঘাত করবেন, কিন্তু ঘটনাটি তা নয়। আপনি নিজেকে এবং আপনার নিজের পরিবারকেও কষ্ট দিবেন। ঘৃণা অন্যকে বিরোধী

করে তোলে এবং ঘৃণাকারী ব্যক্তিকে বিষাক্ত করে তুলে। এজন্যই ঈসা মসীহ তাঁর ইঞ্জিলে বলেছেন যে আমাদের এমনকি আমাদের শত্রুদেরও ঘৃণা করা উচিত নয়, বরং তাদেরকে মহব্বত করা এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ইসলাম সম্পর্কের প্রতিটি স্তরে ঘৃণা ও সহিংসতার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং এর মাধ্যমে আন্তরিক মহব্বত এবং শ্রদ্ধার ক্ষেত্র হুমকিতে পরিণত হয়।

স্ত্রীদের মারধর করা পরিবারের প্রত্যেকের জন্য খারাপ

যখন কোন মুসলিম কোরআনের আদেশ অনুসরণ করে এবং তার সন্তানদের মাকে মারধর করে, তখন সেই মায়ের সন্তানেরা তাদের পিতার বৈরিতা থেকে মহব্বত এবং শ্রদ্ধা শিখবে না বরং তিক্ততা এবং ক্রোধ শিখবে। এই ক্রোধ এবং শত্রুতা শিশুদের আচরণগুলিকে প্রভাবিত করবে এবং একে অপরকে এবং অন্য লোকের সাথে বন্ধুত্বহীন করে তুলবে।

যদি কোরআন পরিবারগুলিকে সত্যিকারের মহব্বত শেখায়, তবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের মহব্বত একে অপরের চেয়ে কেউ শ্রেষ্ঠ হবে না, বরং তাদেরকে একত্রিত করবে যাতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরকে নিজের দেহ হিসাবে মহব্বত করতে পারে। হাত, পা, চোখ, বা শরীরের অন্য সব অঙ্গ একে অপরের থেকে পৃথক। কিন্তু তারা শরীরের জন্য একই মূল্য বহন করে, একে অপরকে মহব্বত করে এবং পরিপূরক

হিসাবে কাজ করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুস্থ শরীর তৈরি করার জন্য সুসঙ্গতভাবে কাজ করে। একটি পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই একটি দেহের সদস্যদের মতো হতে হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মারধর করে তবে তার পরিবার একটি স্বাস্থ্যকর ও মহব্বতপূর্ণ পরিবার হতে পারে না। অতএব, সর্বোত্তম পারিবারিক মূল্যবোধ অবলম্বন এবং তা অনুশীলন না করা পর্যন্ত, আপনি একটি মহব্বতপূর্ণ, যত্নশীল এবং সফল পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন না। এর অর্থ হল যে আপনার স্ত্রীর যার আপনার সাথে সংসার চালাতে একি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেই স্ত্রীর প্রতি আপনাকে আরও সুন্দর, শ্রদ্ধাশীল, সদয় এবং ক্ষমাশীল হতে হবে।

সত্যটি হ'ল যে, একমাত্র ঈসা মসীহ আপনাকে সেরা পারিবারিক মূল্যবোধ দিতে পারেন এবং এই জাতীয় ঐক্য গঠন করতে পারেন। ঈসা মসীহের সুসমাচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহিত স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে একতার বিষয়টি এমন এক মডেল যা বেহেশতী সৌন্দর্য প্রকাশ করে। ঈসা মসীহের মতে, বিবাহ একটি পুরুষকে তার স্ত্রীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলার জন্য নয়, বরং আল্লাহ- প্রিয় মানুয়ের মতো করে তুলবে যে তার স্ত্রীর প্রতি আরও সহানুভূতিশীল এবং মহব্বতপূর্ণ হয়ে উঠবে তার নিজের দেহের মতো।

আমরা পূর্ববর্তী পর্বে দেখেছি যে কীভাবে নামী দামী মুসলিম পণ্ডিতরা পরিবারে মহিলাদের ছোট করে এবং তাদেরকে পশুর

সাথে তুলনা করে। যদি কোরআন তাদের স্ত্রীদের মারধর করতে না বলতো, তারা তাদের স্ত্রীদের পশু হিসাবে বলে মনে করতো না এবং তাদের কুৎসিত আচরণকে ন্যায্য বলে প্রমাণিত করতো না।

আপনার পরিবারে, আপনার প্রয়োজন বন্ধু শত্রু নয়। আপনার স্ত্রীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব বা তাকে মারধর করলে, আপনি বন্ধু হতে পারবেন না। এই কারণে আপনাকে কোরআন ছেড়ে ঈসা মসীহের ইঞ্জিল অনুসরণ করতে হবে।

বহুবিবাহ হ'ল বিভেদ এবং শত্রুতার কারণ

কোরআন বহু বিবাহকে বৈধতা দিয়ে পরিবারে বিভেদ ও বৈরিতার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যখন কোরআনের আদেশ পালন করেন এবং একাধিক স্ত্রী রাখেন, তখন বহুবিবাহ আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ এবং হিংসা সৃষ্টি করে।

একজন মুসলমান হিসাবে আপনি বলতে পারেন, "হ্যাঁ, বহুবিবাহ অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে যখন স্বামী তার স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হন; স্বামী যদি ন্যায়বান হন, তবে কোনও সমস্যা হবে না"। সত্যি? মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ তার পরিবারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। যদি তাই হয় তবে কেন তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে মিল ছিল না? আমি আপনাকে কোরআন থেকে একটি উদাহরণ

দেই: সূরা আল তাহরিম (৬৬), মুহাম্মদ এবং তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতার কথা বলছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এমনকি ইসলামের সবচেয়ে ন্যায়বান মানুষটি বহু বিবাহ করে সুখী এবং প্রেমময় জীবনযাপন করতে পারেনি।

সৃষ্টির শুরু থেকেই, আল্লাহ জানতেন যে বহুবিবাহ প্রেম এবং বন্ধুত্ব তৈরি করবেনা। তা না হলে তিনি আদমের জন্য অনেক হাওয়া পয়দা করতেন। কিন্তু তিনি আদমের জন্য একটি স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন এবং হাওয়ার জন্য একজন স্বামী পয়দা করেছিলেন। আমি নিজে বহুবিবাহী পরিবার থেকে এসেছি এবং আমি বহু বিবাহিত মুসলিম পরিবারও প্রত্যক্ষ করেছি, যাদের সমস্যা এক স্ত্রী থাকা মুসলিম পরিবারগুলির সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি। বহু বিবাহ বিভেদ ও বৈরিতা সৃষ্টি করে। এটি কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই নয়, পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও সমস্যা তৈরি করে।

আমাদের নিজেদেরকে ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে যা একটি পরিবারে মিল, মহব্বত এবং বন্ধুত্ব নিয়ে আসে যখন এক স্বামী এবং একজন স্ত্রী একে অপরের সাথে এক হয়ে যায় এবং একে অপরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করে।

শিশুদের তাদের অভিভাবকদের অসম্মান করতে শেখানো বন্ধুত্বের মধ্যে বিষ ঢেলে দেওয়ার মতো

কোরআন শিশুদের তাদের পিতার প্রতি অসম্মান করতে এবং তাদের পিতৃত্বকে উপেক্ষা করতে উৎসাহ দিয়ে শত্রু সৃষ্টি করে।

এগুলি ইতিবাচক মূল্যবোধ নয়। ছেলে-মেয়েদের তাদের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার।

কোরআনের সুরা আল তাওবা (৯) আয়াত ২৩ এ বলা হয়েছে যে, যদি আপনার পিতা ইসলামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হন তবে আপনার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত নয়। কোরআনের এই আদেশটি একটি সুস্থ পরিবার গড়ে তুলবে না। আপনার বাবা আপনার শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন, আপনাকে দিনরাত খাওয়াচ্ছেন যাতে আপনি বড় হয়ে একদিন নিজে বাবা বা মা হতে পারেন। আপনি কীভাবে আশা করেন যে, আপনার ছেলেমেয়েরা আপনার প্রতি সদয় হবেন, যেখানে আপনি নিজে আপনার বাবাকে প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ তিনি আপনার ঈমানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন নি বা বিশ্বাস করেন নি?

অন্যদিকে, আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন যে অন্যরা আপনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হবে যখন আপনি নিজের বাবার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করেন যিনি অন্যদের চেয়ে আপনার আপন জন?

আমাকে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে দিন। ঈশ্বর কি আপনার বাবাকেও তার পছন্দসই কোন ঈমান বাছাই করার জন্য স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি? আপনার বাবার প্রতি অসম্মান করার অধিকার আপনার নেই। তিনি যাই বিশ্বাস করুক না কেন তাকে সম্মান করুন। কিতাবুল মোকাদ্দসের ঈশ্বরের পক্ষে

পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈশ্বর কিতাবুল মোকাদ্দসে একজন পিতা এবং মাতার উদাহরণ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি মা বা বাবার মতো আমাদের ভালবাসেন। সত্য আল্লাহ কখনই আপনাকে আপনার পিতার অসম্মান করতে এবং তাঁর শত্রু হওয়ার জন্য বলেন না।

আপনার পরিবারে আপনার একজন বন্ধু দরকার শত্রু নয়। এই কারণে, আপনাকে কোরআনের এই নির্দেশনা এড়ানো দরকার এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা যে ঈমানই পছন্দ করতে চায় তাদের সেই স্বাধীনতাকে সম্মান করতে হবে। আসলে, আপনি আল্লাহর বিপরীতে কাজ করবেন, যদি আপনি অন্যকে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতার মূল্য না দেন বরং তাদের উপর আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বা ঈমান চাপিয়ে দেন।

ঈমানের দোহাই দিয়ে অন্যকে হত্যা করা বন্ধুত্বের দরজা বন্ধ করে দেয়

এছাড়াও, যখন আপনি কোরআনের আদেশ পালন করেন এবং আপনার অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের হত্যা করেন, এর অর্থ হ'ল আপনি বন্ধুত্বের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন কিন্তু ঘৃণা, প্রতিশোধ এবং শত্রুতার দরজা উন্মুক্ত করছেন। এ জাতীয় ঘৃণা কখনই শেষ হয় না। আপনার এবং অন্যদের মধ্যে ঘৃণা কখনই শেষ হবে না, যতক্ষণ না আপনি এবং আপনার পরিবার ইসলাম ত্যাগ না করেন, একটি ভালবাসার ঈমান এবং

প্রেমকে অনুসরণ না করেন এবং প্রতিবেশীদের নিজের মতো সম্মানএবং প্রেম না করেন। অন্যথায়, আপনার অবন্ধুত্বসুলভ আচরণটি প্রতিবেশীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আন্তরিক বন্ধুত্ব এবং যত্নের দরজা বন্ধ করে দেবে।

অন্যের চেয়ে নিজেকে ভাল ভাবা বন্ধুত্বের জন্য অন্তরায়

কোরআন এও শিক্ষা দেয় যে আপনি অন্যের চেয়ে ভাল। এই শিক্ষা আপনাকে জীবনে কখনও আন্তরিক বন্ধু হতে দেবে না। কোরআনের সূরা আল-ইমরান (৩) আয়াত ১১০ এ বলা হয়েছে যে মুসলিমরা অমুসলিমদের চেয়ে উত্তম।

আপনি কীভাবে একজন ইহুদী বা ঈসায়ী বা অন্যদের চেয়ে ভাল হতে পারেন, যদি আপনি তাদের মতো গুনাহগার হন? একজন গুনাহগার কীভাবে অন্য গুনাহগার চেয়ে ভাল হতে পারে? সব গুনাহগার আল্লাহর দৃষ্টিতে একই রকম। অন্যদিকে, সত্যিকারের বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন নম্রতা, দয়া ও সমতার যা কোরআন উপেক্ষা করে। এই কারণেই আপনি যদি ইসলামকে অনুসরণ করেন তবে আপনি বন্ধুত্বের সহানুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

আমাকে আরও একটি যুক্তি দিয়ে আমার কথা শেষ করতে দিন যে, ইসলাম সহানুভূতির দরজা বন্ধ করে দেয় এবং এর ফলে বন্ধ হয় বন্ধুত্বের দরজা।

সঙ্গীত এবং একটি কোমল হৃদয়

ইসলাম আদেশ দেয় যে আপনি সঙ্গীত থেকে উপকৃত হবেন না বরং এর বিরুদ্ধে কাজ করুন। সঙ্গীত আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। সঙ্গীত নরম এবং কোমল এবং কোমল হৃদয় প্রস্তুত করে। কণ্ঠস্বর এবং যন্ত্রের শব্দগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য হ'ল সুন্দর এবং প্রেমময় উপায়ে অনুভূতি এবং আবেগ প্রকাশ করা।

সাধারণভাবে সঙ্গীত বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করে। সঙ্গীত দুঃখী হৃদয়ের খাদ্য। কিন্তু ইসলাম এই কোমল উপায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিতাবুল মোকাদ্দসে সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যাতে লোকেরা তাদের নাজাত এবং ঈশ্বরের[৯] সাথে তাদের সম্পর্কের জন্য গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে।

আপনি ইসলাম সম্পর্কে এই বক্তব্যে যা শুনেছেন তা হ'ল স্বৈরাচারী আচরণ। এই আচরণগুলি কেবল একনায়কতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য, যা শান্তি, প্রেম এবং বন্ধুত্বের দরজা বন্ধ করে দেয়। আপনি যদি শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করতে চান

---

[৯] আল্লাহ, যিনি আমাদের শক্তি, তোমরা তাঁর উদ্দেশে আনন্দের ধ্বনি কর; ইয়াকুবের আল্লাহর উদ্দেশে জয়ের ধ্বনি কর। কাওয়ালী শুরু কর, খঞ্জনি বাজাও; বাজাও মধুর বীনা আর সুরবাহর। আমাদের ঈদের দিন অমাবস্যায় আর পূর্ণিমায় শিঙ্গা বাজাও; ওটাই ঈসরায়েলের নিয়ম, ইয়াকুবের আল্লাহর আইন (জুবুর শরীফ ৮১: ১-৪ আয়াত)

তবে ইসলামের সাথে এটি আপনার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। আপনার প্রয়োজন ঈসা এবং তাঁর ইঞ্জিল।

চিন্তার সময়- ১৪

১. রাগ, ঘৃণা, শত্রুতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার এবং অন্যান্য অসাধু উপায়ে কেন সত্যিকারের বন্ধু বানানো অসম্ভব?
২. কেন আমাদের অন্যকে ঘৃণা করা থেকে দূরে থাকা দরকার?
৩. যদিও অনেকে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে অভিহিত করে, কিন্তু বাস্তব সত্য কি তা সমর্থন করে?
৪. ঘৃণা ও শত্রুতার চেয়ে নিজের জীবনকে মহব্বত ও দয়াতে বিনিয়োগ করা কি ভাল নয়?
৫. কেন আমাদের ঈসা মসীহকে অনুসরণ করা দরকার?

ঈসা মসীহের ইঞ্জিলে সম্পর্কের নিখুঁত নির্দেশনা আছে

এই নির্দেশাবলী মন, হৃদয় এবং বিবেকের প্রতি নির্দেশ করে। অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে তুলনা করলে এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করে। এই উপস্থাপনায় এটাই আমার লক্ষ্য; ঈসা মসীহের নির্দেশনাগুলি যেন আপনার মনে, হৃদয়ে, আপনার বিবেকে কাজ করে, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে, সেগুলো কতটা অনন্য, উপকারী এবং জীবন পরিবর্তনকারী।

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সম্পর্ক। কোনও ঈমান যদি মানুষের মধ্যে একতা ও সুসম্পর্ক তৈরি না করে, তা হলে সেই ঈমানের সাথে জীবন কাটানো হবে পুরোপুরি ব্যর্থতা। ঈমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের পরিচয় এবং মনোভাবকে গঠন করে। সুতরাং, আমাদের কোন ঈমান অনুসরণ করতে হবে আর কোন ঈমান অনুসরণ করতে হবে না তা ঠিক করতে হবে। এই কারণে আমাদের ঈমানকে অন্যের সাথে তুলনা করা জরুরী এটি দেখার জন্য যে আমাদের ঈমান কি সর্বোত্তম না কি অন্য কোন ঈমান আমাদের অনুসরণ করতে হবে ?

মহব্বত এবং দয়া: সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের অগ্রাধিকার

আমি উল্লেখ করেছি যে ইঞ্জিলের নির্দেশাবলী নিখুঁত। কারণ ইঞ্জিল বিশ্বাস করে যে উত্তম সম্পর্ক গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি মহব্বত এবং দয়া।

ঈসা মসীহের মতো সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোনও ঈমান মহব্বত ও দয়াকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করে না।

বিবর্তনবাদী মতবাদগুলোর সাথে সম্পর্ক যুক্ত সমস্ত ঈমান তাত্ত্বিকভাবে বলতে অক্ষম যে মমতা এবং নিষ্ঠুরতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেন? কারণ, তাদের মতে সবকিছু ঘটে দুর্ঘটনাক্রমে। তাই, মহব্বত ও দয়া মানব জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব বহন করে না। এই ঈমানগুলি পছন্দের স্বাধীনতাকে প্রকৃতির শক্তির কাছে লোকদের ক্ষমতাহীন করে তোলে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তদন্ত, মূল্যায়ন এবং সৃজনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাই অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল এগুলি দুর্ঘটনাক্রমে ঘটে না, তবে আমরা যে কথা বলি এবং যে মনোভাব প্রকাশ করি তা দ্বারা ঘটে।

নতুন যুগ, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যদের ঈমানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর সমতুল্য বিবেচনা করা হয়। মহব্বত এবং দয়া আত্ম-কেন্দ্রিকতার পাত্র হয়ে ওঠে এবং কেবল মাত্র ব্যক্তির উদ্দেশ্যগুলো পালন করে থাকে।

কল্পনা করুন যে, একটি পরিবারে স্বামীর মহব্বত এবং দয়া তার স্ত্রীর ও সন্তানদের প্রতি এবং স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যখন প্রত্যেককে নিজেকে আল্লাহ বলে শেখানো হয় এবং তার নিজস্ব আদর্শকে অনুসরণ করতে বলা হয়! এ জাতীয় স্বতন্ত্রবাদী নৈতিকতা সম্পন্ন একটি পরিবার বা একটি সমাজ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান বা নেতার এই ধরনের স্বতন্ত্রবাদী আদর্শ একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করে না। একটি নিখুঁত আদর্শের মানদণ্ড হলো যার মান প্রতিটি আদর্শের উপরে ।

ইসলামেও মহব্বত এবং দয়া মুসলিম নেতার কর্তৃত্বের অধীন। সুতরাং ইসলামে মহব্বত এবং দয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে না, বরং শাসক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এবং ক্ষমতা তা করে। ফলস্বরূপ শক্তি এবং বল, মহব্বত এবং মমতাকে শর্তযুক্ত করার কারণে ইসলামে কেউই, এমনকি মুহাম্মদও, মহব্বত এবং দয়ার নিখুঁত আদর্শ হতে পারে না।

ঈসা: মহব্বত এবং দয়ার নিখুঁত আদর্শ

আপনার পরিবারের সদস্য এবং অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল ঈসা আপনার জন্য মহব্বত এবং দয়া প্রদর্শনের নিখুঁত আদর্শ হতে পারেন। কেন? আমি প্রথমে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে এবং তারপরে আপনাকে এর কারণগুলি বলতে চাই।

আপনার কাছে কী মনে হয় যে মহব্বত এবং দয়া প্রদর্শনের নিখুঁত আদর্শের আচরণগুলি কী হওয়া উচিত? এই আদর্শের সঠিক সংজ্ঞা কী?

এই নিখুঁত আদর্শটি অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যিনি কার্যকারীভাবে সকলের বন্ধু এবং বিরোধীদের প্রতি মহব্বত এবং দয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। বন্ধুদের কাছে, কারণ প্রকৃত বন্ধুত্ব মহব্বত এবং দয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে; বিরোধিদের কাছে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে বিরোধিতার অবনতি হওয়া উচিত নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে আরও ভাল পদ্ধতি উপস্থাপন করা উচিত। ঈসা মসীহের ইঞ্জিল ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম বা দর্শন বিশ্বের কাছে এই জাতীয় আদর্শের পরিচয় দেয় না। এই আদর্শ হলেন স্বয়ং ঈসা মসীহ।

ঈসা মসীহের ইঞ্জিল বলে যে, আল্লাহ হলেন মহব্বত। যদি আল্লাহ স্বয়ং মহব্বত না হতেন তবে তাঁর বার্তা এবং বার্তাবাহকও মহব্বতপূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং, অন্যের সাথে মহব্বতপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপটি হল-সত্য আল্লাহকে খুঁজে বের করা যিনি মহব্বতের উৎস এবং তাঁর ভিত্তির উপর আমাদের জীবন গড়ে তোলা। মহব্বতের উৎসের সাথে আমাদের জীবনের আরও গভীর সংযোগ থাকা দরকার। এইভাবে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনই মহব্বত ও দয়ার অভাব হবেনা এবং ঘৃণা করার অজুহাত আমরা কখনও তৈরি করব না।

সত্যিকারের রাসুল এবং তার ঈমান অবশ্যই মহব্বত এবং দয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত

ঈসা মসীহ ইঞ্জিলে বলেছেন (মথি ২২:৩৭-৪০) সমস্ত আইন এবং নবী-রাসুলদের অবশ্যই দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হবে: প্রথমত, সমস্ত অন্তর, প্রাণ ও মন দিয়ে আল্লাহকে মহব্বত করুন। দ্বিতীয়ত, প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে মহব্বত করুন। তিনি এই অর্থটি প্রকাশ করছেন যে, সত্য নবী এবং সত্য আইন অবশ্যই মহব্বত এবং দয়ার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যদি তা না হয় তবে নবী বা তাঁর ধর্ম ও আইন মহব্বতপূর্ণ আল্লাহর কাছ থেকে আসে নি। অতএব, অন্যদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বা বন্ধুত্ব স্থাপনে আপনি যতই আগ্রহী হন না কেন, আপনি ঈসা মসীহের মহব্বত এবং দয়া প্রদর্শনের নিখুঁত আদর্শটি অনুসরণ না করে যদি আপনি অন্য কোনও আদর্শ বা নবী অনুসরণ করেন, সেটা সম্ভব হবেনা।

আপনি যদি একজন রাগান্বিত ও স্বৈরাচারী নবী-রাসুল বা নেতাকে অনুসরণ করেন তবে তার মনোভাব আপনার পরিবার এবং অন্যদের প্রতি আপনার আদর্শের মানদণ্ড হবে। কিন্তু আপনি যদি ঈসাকে অনুসরণ করেন তবে তাঁর নিঃশর্ত মহব্বত এবং দয়া অন্যের প্রতি আপনার আদর্শের মানদণ্ড হবে। সম্পর্কের বিষয়ে কোরআনের বাণী এবং ইঞ্জিলের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কোরআনে এমন দীর্ঘকালীন বন্ধুত্বের জন্য মহব্বত এবং দয়ার অভাব রয়েছে। মসীহ এই পৃথিবীতে

এসেছিলেন আমাদেরকে মহব্বত শেখাতে এবং ঘৃণা, অভিশাপ, শত্রুতা এবং যুদ্ধ থেকে আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার করার জন্য, কিন্তু মুহাম্মদের জীবনের শেষ দশ বছর এই সমস্ত বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ঘৃণা, অভিশাপ, শত্রুতা এবং যুদ্ধের দ্বারা কি দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব হতে পারে? একেবারেই না. কল্পনা করুন যে, আল্লাহ যদি আপনার গুনাহের জন্য আপনাকে ঘৃণা করতো ও অভিশাপ দিত এবং সর্বদা আপনার প্রতি বিরূপ থাকতো। তাহলে আপনার কি তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার এবং তাঁর বন্ধু হওয়ার কোনও আশা থাকতো? না, মানুষ আল্লাহর মহব্বত এবং মমত্ববোধের কারণে তার বন্ধু হয়, তাঁর শত্রুতার কারণে নয়। ইব্রাহিম আল্লাহর বন্ধু হয়েছিলেন কারণ আল্লাহ বন্ধুত্বপরায়ন এবং দয়াবান ছিলেন, ভীতিজনক ছিলেন না । আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। আমরা দয়াবান, মহব্বতপূর্ণ এবং যত্নশীল হলে লোকেরা আমাদের সাথে বন্ধু হয়। আমরা যদি লোকদের অভিশাপ দিই বা তাঁদের সাথে শত্রুতা ভাবাপন্ন হই, তবে কেউই আমাদের আন্তরিক বন্ধু হবে না। এ কারণেই ইঞ্জিল ১ম ইউহোন্না ৪ রুকু এবং ১১ ও ১২ আয়াতে বলেছে: প্রিয়তম, আল্লাহ যদি আমাদের মহব্বত করেন তবে আমাদেরও একে অপরকে মহব্বত করতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে মহব্বত করি তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং তাঁর মহব্বত আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ হয় ওঠে।

ইঞ্জিল আপনাকে বলেছে যে, আল্লাহকে আপনার মধ্যে বাস করার অনুমতি দিন যাতে আপনার মহব্বত নিখুঁত হয় এবং

তারপরে আপনি সেই নিখুঁত মহব্বতের মাধ্যমে আপনার শত্রুদেরও পরিবর্তন করতে পারেন। কারণ যে কোনও নিখুঁত জিনিস মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই নিখুঁত মহব্বতও করে। নিখুঁত মহব্বতের মধ্যদিয়ে আপনার একটি মহব্বতপূর্ণ পরিবার থাকতে পারে এবং আপনি এবং আপনার প্রেমময় পরিবারটি আপনার প্রতিবেশী এবং সমাজকে আলোকিত করবেন। আপনার মহব্বত আপনার বিরোধীদেরকেও বিস্মিত করতে পারে এবং সম্ভবত তারা আপনার পদক্ষেপ অনুসরণ করবে এবং শত্রুতা থেকে মুক্ত হবে। এজন্য আপনার পরিবার এবং অন্যের সাথে সম্পর্কের জন্য আপনাকে ঈসা মসীহকে অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর ইঞ্জিলকে আপনার মাথার মুকুট করতে হবে।

চিন্তার সময়- ১৫

১. ঈসার শিক্ষাগুলির মতো সঠিক আদর্শ উদ্দেশ্যভিত্তিক না হয়ে যদি নতুন যুগ, ইসলাম ও বিবর্তনবাদী বিশ্বদর্শনগুলিতে প্রেম এবং দয়া বিষয়ভিত্তিক হয় তবে তা কীভাবে সমস্যার কারন হবে?

২. আপনার কী মনে হয়, মহব্বত এবং দয়ার একটি নিখুঁত আদর্শের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

৩. আমরা যদি একজন রাগান্বিত ও স্বৈরাচারী নেতা বা নবীকে অনুসরণ করি তবে লোকদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ধরনটি কেমন হবে?
৪. আমরা যদি মহব্বত এবং দয়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং অন্যের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চাই তবে কেন সত্য আল্লাহকে খুঁজে বের করা দরকার?
৫. পরিবারে, সমাজে ও বিশ্বে মহব্বত ও দয়া কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?
৬. তার নিখুঁত মহব্বত এবং দয়ার জন্য ঈসাকে সম্মান করা কি ভাল?

কুরআন ইসলামের রাসুলকে কিতাবুল মোকাদ্দসের উপর আস্থা রাখতে বলে

আপনি কি এটা বিশ্বাস করতে পারেন? আমি এ বিষয়ে কথা বলব এবং তা আপনাকে অবাক করবে।

কট্টরপন্থী মুসলমানদের দ্বারা অনেক প্রচারণা আছে যে, তাওরাত এবং ইঞ্জিল পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা কি সত্যি? আমি আগের পাঠে বলেছি কিভাবে কোরআন বলছে যে কোরআনের আয়াতগুলোকে কারসাজি করা হয়েছে। তাওরাত এবং ইঞ্জিল কি এভাবে কারসাজি করা হয়েছে?

মুসলমানরা, যারা বলে যে তাওরাত এবং ইঞ্জিল পরিবর্তন করা হয়েছে তারা কোন যৌক্তিক ভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে এই পরিবর্তন মুহাম্মদের আগে না পরে না তার সময় ঘটেছে। আপনি কি জানেন যে তারা কেন তাদের দাবির জন্য যৌক্তিক কারণ তৈরি করতে পারেনি? কারণ তারা যাই বলুক না কেন, তা কোরআনের কথার পরিপন্থী হবে।

তাওরাত ও ইঞ্জিল মুহাম্মদের সময়ের আগে পরিবর্তন করা হয় নি।

কারণ সূরা ইউনূস (১০) আয়াত ৯৪ মুহাম্মদকে বলছে: তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে উহাতে যদি সন্দেহ থাকে তবে তুমি

মুহাম্মাদ ঈসায়ী এবং ইহুদীদের জিজ্ঞাসা কর যারা তোমার পূর্বে কিতাব পড়েছে। সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৩ এবং সুরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ৪৬ থেকে ৪৮ এও বলে যে, ইঞ্জিল ও তওরাত কিতাব মানুষের জন্য আলোক ও পথপ্রদর্শক।

আমরা দেখতে পাই যে কোরআন অনুসারে মুহাম্মদ তার নিজের কোরআনের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করেছেন, কিন্তু তাঁর আল্লাহ তাকে তাঁর সমসাময়িক ঈসায়ী এবং ইহুদীদের কাছ থেকে সত্য শিখতে বলেছেন যারা ইঞ্জিল এবং তওরাত অনুসরণ করছে। এটি দেখায় যে মুহাম্মদের পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পরিবর্তন করা হয়নি, অন্যথায় তাঁর আল্লাহ সেগুলিকে লোকদের আলো হিসেবে বলতেন না এবং যদি তারা হেরফের করা ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করতেন তবে মুহাম্মদকে ইহুদী ও ঈসায়ীদের কাছ থেকে সত্য শিখতে বলতেন না।

মুহাম্মদের সময়েও এই পরিবর্তন ঘটে নাই।

কারণ সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ৯১ এবং ৯৭ এবং সূরা আন নিসা (৪) আয়াত ৪৭ মুহাম্মদকে বলছে: কোরআন হ'ল ঈসায়ী ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের সত্যতার নিশ্চয়তা। তারপরে সুরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ৬৮ বলছে: "হে আহলে কিতাবীগণ! তোমরা কোনও পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল, এবং যেকোন কিতাব তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে

তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পুরোপুরি পালন না কর...”।

কি দারুণ! কোরআন কেবল মুহাম্মদের সমসাময়িক তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যতা নিশ্চিত করে না এছাড়াও ইহুদি ও ঈসায়ীদের তাদের উপর বিশ্বাস রাখার নির্দেশ দেয়। যদি এইসব কিতাব ইহুদি এবং ঈসায়ীদের দ্বারা পরিবর্তিত হতো তবে কোরআন সেগুলি সমর্থন করতো না।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরিবর্তন ঘটে নাই।

কারণ, কোরআন নিশ্চিত করে যে, প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফ গোটা আরব্য উপদ্বীপ এবং আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে ইসলামী সেনাবাহিনী দখল করেছিল সবখানেই ছিল। ইসলামের প্রথম শতাব্দীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও আলেমগণ সত্য তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব সংগ্রহ করে রাখতেন যা যে কোনও পরিবর্তনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারত। কিন্তু এই দাবির পক্ষে প্রাচীন ইসলামিক কিতাব এবং তাফসিরগুলিতেও এমন কোন দলিল নাই। এটি প্রমান করে যে, পরিবর্তনের দাবির কোনও ভিত্তি নাই।

কোরআন মুহাম্মদকে ঈসায়ী ও ইহুদি কিতাবের প্রতি নির্ভর করতে বলেছে

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও আলেমগণ কোরআনের দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। সূরা ইউনূস (১০) আয়াত ৯৪ এবং ৯৫ মুহাম্মদকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি নির্ভর হতে বলেছে। সূরা আল মায়েদা (৫) আয়াত ৪৩ বলছে যে, ইহুদীদের অবশ্যই তাদের নিজের তওরাত অনুসরণ করতে হবে এবং কোরআন বা মুহাম্মদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার দরকার নেই।

আপনি কি অবাক হন না যে কোরআনের আল্লাহ মুহাম্মদকে ইঞ্জিল কিতাব ও তওরাতে বিশ্বাস রাখতে বলেছেন, কিন্তু ইহুদি ও ঈসায়ীদের উৎসাহিত করেছেন যে তাদের কোরআন অনুসরণ করার দরকার নেই? অন্য কথায়, মুহাম্মদ ও মুসলমানদের কোরআনকে সন্দেহ করা বা অস্বীকার করার জায়গা রয়েছে তবে কোরআন অনুসারে তাওরাতকে নয়। যদি মুহাম্মদকে ইসলামের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি ঈমান রাখতে বলা হয়, তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুসলিম, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক এবং আলেমগণদেরকে মিথ্যা অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ঈসায়ী ও ইহুদিদের পবিত্র কিতাবের প্রতি ঈমান আনা দরকার।

কোরআনের এই আয়াতগুলিতে সমসাময়িক ঈসায়ী এবং ইহুদীদের পবিত্র কিতাবের প্রতি মুহাম্মদের উচ্চ মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। তিনি কেবল এই পবিত্র কিতাবগুলোর কর্তৃত্বের সত্যতাই নিশ্চিত করেননি, তিনি মুসলমানদের এগুলিতে ঈমান স্বীকার করতেও উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং কোরআন নিজেই তাওরাত ও ইঞ্জিল সমস্ত সন্দেহকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ঈসায়ী ও ইহুদিরা যদি তাদের কিতাবকে কলুষিত করতো এবং পথভ্রষ্ট হত, তবে মুহাম্মদ তাদের কিতাব এবং রীতিনীতির উপর নির্ভর করতে চাইতেন না। তবে আমরা ইসলামী কিতাবগুলো থেকে বুঝতে পারি যে মুহাম্মদ কয়েক বছর ধরে মক্কার একটি গির্জাতে যোগ দিয়েছিলেন এবং পুরোহিতদের সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা সর্বদা মক্কার গির্জায় যেতেন। এটি হয়েছিল মুহাম্মদের ঈসায়ীদের প্রতি আস্থার কারণে। যদি মুহাম্মদের জীবনের এই ঘটনাগুলি সত্য হয় এবং তিনি তাঁর সমসাময়িক কিতাবুল মোকাদ্দসকে এত সম্মান করতেন তবে এই পরিবর্তনের গল্পটির উৎপত্তি কোথায়?

অভিযোগের ধারণাটি কোথা থেকে এসেছে?

অভিযোগের এই ধারণাটি শুরু হয়েছিল মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে যাওয়ার পরে এবং ইহুদি ও ঈসায়ীদের ঘৃণাকারী খাজরাজ নামে পরিচিত একটি মদিনার উপজাতির কাছে আশ্রয় নেওয়ার পরে। বেঁচে থাঁকার জন্য এবং গ্রহণযোগ্যতা পেতে,

মুহাম্মদ নিজেকে এই উপজাতির পদ্ধতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। ঘৃণা মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা তৈরি করে। আপনি যদি কোনও মানুষকে বা কোনও গোষ্ঠীর লোককে ঘৃণা শুরু করেন, তবে সেই ঘৃণা আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করতে বাধ্য করে, এমনকি তাদেরকে পশু বলে অভিহিত করে এবং তাদের জন্য মৃত্যু কামনা করে।

মদীনায় মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। মক্কায় থাকাকালীন তিনি ইহুদি এবং ঈসায়ীদেরকে ভাল আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করতেন এবং তাদের কিতাবকে মানুষের জন্য আলো হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু মদিনায় পালিয়ে যাওয়ার পরে তিনি তাদেরকে সবচেয়ে খারাপ পশু বলে অভিহিত করেন, তাদের কিতাবের তাৎপর্য উপেক্ষা করেন এবং সর্বোপরি তাদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে বাধ্য করেন। এরপরে তিনি ইহুদি ও ঈসায়ীদের প্রতি যা করেছিলেন তা মক্কায় মুহাম্মাদের পরিচর্যা কাজের প্রথম যুগে কোরআন যে নির্দেশনা দিয়েছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর যুক্তি ছিল তাঁর আল্লাহ মুহাম্মদকে খুশী করার জন্য ইহুদি, ঈসায়ী এবং তাদের কিতাব সম্পর্কে তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন।

সত্যিকার আল্লাহ কি সত্যের মূল্যের বিনিময়ে তাঁর নিজের কথা ও নির্দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেন?

একেবারেই না. এটি একটি অন্যতম কারণ যার কারনে আমি কোরআনের প্রতি আস্থা হারিয়েছে।

বছরের পর বছর মদীনায় মুহম্মদের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কোরআন তার মূল মতবাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। এটি লোকেদের এবং এমনকি তার নিজের লোকদের কাছে আরও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠছিল কারণ কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে উঠছিল এবং লোকদের প্রতি অন্যায় এবং শত্রুতার জন্য ইসলাম ত্যাগ করেছিল। মদিনার মুহাম্মদ আর মক্কার মুহাম্মদ ছিলেন না। মক্কায় তিনি শান্তিপূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং পৌত্তলিকদের তাঁর অনুসরণ করতে চাপ দেননি। ইহুদি এবং ঈসায়ীরা কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসরণ করার জন্য সঠিক পথে ছিল। এমনকি তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজার সাথে একটি গির্জায় যোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মদিনায় তিনি ইহুদী ও ঈসায়ীদের প্রতি প্রবল বিরূপ মনোভাব ও ঘৃণা পোষণ করেন এবং তাঁর আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন বলে অজুহাত ব্যবহার করেন।

কীভাবে অভিযোগের ধারণা ছড়িয়ে গেল?

মদিনায় মুহাম্মদ তাকে আশ্রয়দানকারী গোত্রকে খুশি করার জন্য ইহুদি ও ঈসায়ীদের দোষারোপ করার কোনও অজুহাত খোঁজার

জন্য চাপে ছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর উম্মতদের শিক্ষা দিয়েছেন যে তাঁর নাম তাওরাত ও ইঞ্জিলে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে (সূরা ৭: ১৫৭ এবং ৬১:৬), যাতে ভবিষ্যতে তাঁর অনুসারীরা ইহুদী ও ঈসায়ীদের কিতাবুল মোকাদ্দস জাল করার জন্য দোষারোপ করতে পারে যদি তারা তার নামের সন্ধান সেখানে না পায়। মুহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে, মুসলিম শিক্ষকরা খুঁজে বের করেছিলেন যে কিতাবুল মোকাদ্দসে মুহাম্মদের নাম নাই। যেহেতু মুহাম্মদ এবং কোরআনের কালামে সন্দেহ প্রকাশ করা তাদের পক্ষে হারাম ছিল, তাই তাদের পক্ষে সহজ ও নিরাপদ বিকল্পটি ছিল ঈসায়ী এবং ইহুদীদের কিতাবুল মোকাদ্দস বিকৃত করা এবং মুহাম্মদের নাম মুছে ফেলার জন্য দোষ দেওয়া। সুতরাং, "কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে মুহাম্মদের নাম মুছে ফেলার" সংবাদটি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছিল।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মদিনায় হিজরতের পরে মুহাম্মদ কীভাবে ইহুদি ও ঈসায়ীদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছিলেন। এটি তার উত্তরসূরিদের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দসের নিন্দা জানানোর দরজা খুলে দেয় আর বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ইহুদি ও ঈসায়ীদের দোষারোপ করার জন্য সুযোগ করে দেয়।

অভিযোগের মুখোশ

সত্য কথা বলার ভয়ে এখন মুসলিম নেতা ও শিক্ষকদের কোরআন এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যকার পার্থক্যকে যৌক্তিক ও ধর্মতাত্ত্বিক উপায়ে ব্যাখ্যা করার পথকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষকদের কাছে কিতাবুল মোকাদ্দসের বৈধতা আশ্চর্যজনকভাবে এর বার্তার উপর ভিত্তি করে নয় বরং এতে মুহাম্মদের নাম রয়েছে কিনা তার উপর নির্ভর করে।

এই দুটি কিতাবের মধ্যে আসল পার্থক্য কোনও নামের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি নয়; বরং এটি সেই নাজাত যা কিতাবুল মোকাদ্দস পার্থিব জীবনে তার অনুসারীদের নিশ্চয়তা দেয় কিন্তু কোরআন দেয় না।

ধরুন কিতাবুল মোকাদ্দসে মুহাম্মদের নাম ছিল। এটা কি পার্থক্য তৈরি করবে? কিছুই না। কিতাবুল মোকাদ্দসের কেন্দ্রীয় বার্তাটি হ'ল ঈসা মসীহের উপরে আস্থা রাখা যিনি জীবিত, জান্নাতে আছেন এবং আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে সক্ষম। যদি মুহাম্মদের নাম কিতাবুল মোকাদ্দসে থাকত তবে তারপরও এটি আপনাকে ঈসার উপরে ভরসা করতে বলত। কেন? কারণ, কেবল ঈসাই সেই পথ, সত্য এবং জীবন যা জান্নাতে নিয়ে যায়।

আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কিতাবুল মোকাদ্দসের বার্তার সার-সংক্ষেপ হলো, আল্লাহর কাছে মানুষের নাজাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে, আল্লাহ গুনাহ এবং শয়তানের দাসত্ব থেকে মানুষকে বাঁচাতে ঈসা মসীহে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহর প্রধান চিন্তার বিষয় হ'ল মানুষের নাজাত, কোনও নবী-রাসুলের নামের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি নয়, যা কারও নামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঈসা মসীহের পুরো কিতাবুল মোকাদ্দস ১৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ৪০ জন লেখক দ্বারা কিতাব হিসাবে পূর্ণতা লাভ করেছিল। ৩০০ টিরও বেশি ওহী নিয়ে তারা সকলেই সেই দিনের দিকে চেয়েছিল, যখন ঈসা মসীহ এসে এই দুনিয়াকে রক্ষা করবেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ওঠানামা কোন কিছুই এই দীর্ঘ সময় ধরে ৪০ জন লেখকের লেখা কিতাবুল মোকাদ্দসের এই বার্তাগুলির মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি তৈরি করেনি। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সমস্তই ঈসা মসীহের আগমনের সাথে পরিপূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কোরআনে অমিল ছড়িয়ে আছে, যদিও একাই একমাত্র মুহাম্মদ তাঁর মিশনের ২৩ বছরের অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজ করেছিলেন। এই স্বল্প সময় সত্ত্বেও, মুহাম্মাদ এর জীবনের শেষ ১০ বছরের কোরআনের অনেক আয়াত তার প্রথম সময়ের মক্কার আয়াতের বিপরীত ছিল। ১৬০০ বছরের সময়সীমার কিতাবুল মোকাদ্দসে

বহু ভাববাদীর বার্তাগুলির এমন অদ্ভুত মিল দেখে আপনি কি অবাক হন না?

আপনি কীভাবে আপনার মুখ থেকে অভিযোগের মুখোশটি সরিয়ে ফেলতে পারেন?

মুসলিম নেতাদের কিতাবুল মোকাদ্দসকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আমার কৌতূহল আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ঈসা মসীহের কিতাবুল মোকাদ্দসের কালামগুলো পড়তে ও পরীক্ষা করতে পরিচালিত করেছিল। কারণ আমি নিজেকে বলেছিলাম, আল্লাহ আমাকে দেখার ও পড়ার জন্য চোখ দিয়েছেন, তুলনা করার জন্য একটি মস্তিষ্ক, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি হৃদয় এবং বিবেক দিয়েছেন। এটি আমার জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল এই সত্য খুঁজে বের করার জন্য যে মসীহের কিতাবুল মোকাদ্দস মানুষের হাতকে আল্লাহর হাতে রাখে। কোরআন কখনই এটি করে না। এই কারণে আমি ঈসাকে আমার হৃদয় দিয়েছিলাম।

ঈসা মসীহের কিতাবুল মোকাদ্দস বা কোরআন কোনটি খাঁটি তা দেখার জন্য আপনাকেও একই কাজ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং আপনাকে নাজাতের নিশ্চয়তা দেয় এমন একটি বাছাই করতে হবে। কোরআন বা মুহাম্মদ কেউই আপনাকে নাজাতের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম নয়। সুরা লুকমান (৩১) আয়াত ৩৪ এবং সুরা আল আহ্ক্বাফ (৪৬) আয়াত ৯ বলছে যে, মৃত্যুর পরে তার কী হবে তা কেউ জানে

না। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস বলেছে যারা ঈসাকে অনুসরণ করে তারা ইতিমধ্যে নাজাত পেয়েছে এবং তারা মারা যাওয়ার পরে সরাসরি আল্লাহর কাছে চলে যাবে। অতএব, ঈসা মসীহের কিতাবুল মোকাদ্দসে আপনার বিশ্বাস রাখুন এবং নাজাত পান।

চিন্তার সময়- ১৬

১. মুহাম্মদ কি কিতাবুল মোকাদ্দসে ঈমান স্থাপন করতেন যদি তিনি ভাবতেন যে এটি বিকৃত হয়েছে?
২. কিতাবুল মোকাদ্দসে তথাকথিত পরিবর্তনের বিষয়ে মুসলিম আলেমগন যে অভিযোগ করেছেন তার জন্য কি কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে?
৩. মুসলিম আলেমদের অভিযোগের একটি কারণ কিতাবুল মোকাদ্দসে মুহাম্মদের নাম না থাকা, তাঁর নাম কিতাবুল মোকাদ্দসে থাকলে এটি কি কিতাবুল মোকাদ্দসের কেন্দ্রীয় বার্তায় কোনও পার্থক্য আনবে?
৪. কিতাবুল মোকাদ্দসে কোনও নামের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সম্পর্কে কম চিন্তা করে বরং মুসলমানদের দৃষ্টি নাজাতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের কী করা দরকার (যেহেতু এটি আল্লাহর প্রধান চিন্তার বিষয়)?

৫. আমাদের কোন কিতাবটি অনুসরণ করা দরকার - কিতাবুল মোকাদ্দস যা নাজাতের নিশ্চয়তা দেয়, নাকি কোরআন যা তা দেয় না?

ঈসায়ী ঈমানের বিষয়ে ইসলামের অভিযোগ ভিত্তিহীন

ইসলাম ঈসায়ীদের এমন কিছুর জন্য দোষারোপ করে যা তারা কখনও বিশ্বাস করেনি। একটি উদাহরণ হ'ল "ইবনুল্লাহ"/আল্লাহর পুত্র কথাটির ভুল ব্যাখ্যা। ঈসার উম্মতগণ রুহানিক ভাবে বিশ্বাস করে যে, ঈসা মসিহ আল্লাহর পুত্র এবং তারা নিজেরাও আল্লাহর সন্তান[১০]।

ঈসাকে "ইবনুল্লাহ" বলা ইসলামে নিন্দনীয়

কোরআনে সূরা আন-নিসা (৪) আয়াত ১৭১ এ বলা হয়েছে যে, এটি অনেক দূরের বিষয় যে আল্লাহর পুত্র হবে এবং সূরা মরিয়মের ৩৫, ৮৯ এবং ৯১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষে পুত্রের কথা উল্লেখ করা মন্দ, বিপর্যয়কর ও ভয়ানক। কোরআনের এই বিবৃতিগুলির ভিত্তিতে এবং ঈসা মসিহের ইঞ্জিলের এর সত্য অর্থের বিপরীতে, ইসলামিক তাফসিরগুলি "ইবনুল্লাহ" শব্দটিকে মিথ্যাভাবে ব্যাখ্যা করে এবং এটিকে "আল্লাহর বিরুদ্ধে ঈসায়ীদের অপবাদ" বলে অভিহিত করে।

---

[১০] ইঞ্জিল কিতাব বলে, "ধন্য তারা যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে: কারণ আল্লাহ তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন" (মথি ৫: ৯)। ঈসাকে ইবনুল্লাহ বলা হয় কারণ তিনি কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীই নন, তিনি শান্তির যুবরাজও। তাঁর উম্মতগণকেও আল্লাহর সন্তান বলা হয় কারণ তারা শান্তির জন্য তাঁর রাজদূত হিসাবে ঈসা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তারা বলে যে ঈসায়ীরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ও মরিয়মের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ ঈসা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈসায়ী কিতাবুল মোকাদ্দসে কোথাও বলা হয়নি যে আল্লাহ ও মরিয়মের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ ঈসার জন্ম হয়েছিল।

পরিবর্তে, এটি বলে যে কুমারী মরিয়মের উপরে আল্লাহর রুহ আসার সাথে সাথে, রুহ মাংসে পরিণত হয়েছিল এবং নিজেকে ঈসা মসিহে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিল। ইঞ্জিলে আল্লাহ এবং মরিয়মের সম্পর্ক একটি রুহানিক সম্পর্ক। আল্লাহর কোন স্ত্রীর দরকার নেই এবং কোনও মহিলার সাথে তার পার্থিব সম্পর্ক থাকতে পারে না কারণ তিনি আল্লাহ"।

"ইবনুল্লাহ" কথাটির সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে

এটি কি মর্মান্তিক নয়? মুহাম্মদ এবং মুসলিম আলেমগণ ইঞ্জিলের এই বাক্যাংশটির সত্যিকার অর্থের বিষয়ে চোখ বন্ধ রাখেন, এবং তাদের নিজেদের ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির জন্য ঈসায়ীদের দোষারোপ ও অপমান করে তাদের হত্যা করার জন্য মুসলমানদের অনুমোদন দেয়। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানকে ঈসায়ীর কাছ থেকে ইঞ্জিল কিতাব নিতে হবে, তা পড়তে এবং ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে হবে যে, ঈসায়ীদের ঈমানের বিষয়ে ইসলামের অভিযোগ মিথ্যা। মুসলমানদের বোঝা দরকার আল্লাহর পুত্র বা কন্যা বলা এবং এর অর্থ কী এবং ১৪০০

বছরের ইসলামিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা, ঈসায়ী এবং ইহুদিদের ঈমানের প্রতি কুসংস্কার এবং কঠোর প্রতিক্রিয়া বন্ধ করা।

মরিয়মের মধ্যে দিয়ে ঈসার জন্মের বিষয় ইঞ্জিল শরীফ এইভাবে লূক ১ রুকু ৩৫ আয়াতে বলেছে: "এবং ফেরেশতা উত্তর দিয়েছিলেন এবং মরিয়মকে বলেছিলেন, "পাক-রুহ তোমার উপর আসবেন এবং আল্লাহর শক্তির ছায়া তোমার উপর পড়বে। সেইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহন করবেন তাকে ইবনুল্লাহ বলা হবে"। আপনি দেখতে পেলেন যে ইঞ্জিল স্পষ্টভাবে বলেছে যে আল্লাহর আত্মা মরিয়মের উপরে আসলেন এবং তিনি পবিত্র সন্তান ঈসাকে গর্ভধারন করলেন। অতএব এটি একটি শারীরিক সম্পর্ক নয় কিন্তু রুহানিক সম্পর্ক।

ঈসা মসিহের উম্মতদের বিষয়েও, ইঞ্জিল কিতাবের ইউহোন্না ১রুকু ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তবে যতজন তার উপর ঈমান এনে তাকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেকে তিনি আল্লাহর সন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি, কিন্তু রুহানিক আল্লাহ থেকেই হয়েছে, ঈসা মসিহতে ঈমানের কারণেই"। ইঞ্জিল কিতাবের ১ম পিতরের ১ রুকু ২৩ আয়াতে ঈসা মসিহের অনুসারীদের বলেছে: "যে বীজ ধ্বংস হয়ে যায় এমন কোন বীজ থেকে তোমাদের নতুন জন্ম হয়নি বরং যে

বীজ কখনও ধ্বংস হয়না তা থেকেই তোমাদের জন্ম হয়েছে, সেই বীজ হলো আল্লাহর জীবন্ত কালাম"।

সুতরাং, ঈসাকে ইবনুল্লাহ বলা হয় কারণ তিনিই জীবিত এবং অনন্ত রুহ এবং আল্লাহর কালাম; আমাদের আল্লাহর সন্তান বলা হয় কারণ ঈসা আমাদের মধ্যে চিরন্তন রুহ এবং আল্লাহর কালাম হিসাবে বাস করেন, এবং আমাদের অনন্ত জীবন ও নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সুতরাং, আল্লাহর পুত্র সম্পর্কে ঈসায়ীদের ঈমান সম্পর্কিত ইসলামী কিতাবের ব্যাখ্যা এবং তাফসিরগুলি একেবারেই ভুল। মুসলিম আলেমদের ইঞ্জিল কিতাবটি পড়া এবং ঈসায়ীদের ভিত্তিহীনভাবে দোষারোপ বন্ধ করা উচিত।

কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পুত্র হতে পারে

এখন আমি আপনাকে কোরআন থেকে কতিপয় আকর্ষণীয় বিষয় দেখাতে চাই। সূরা মরিয়ম (১৯) আয়াত ৮৯ এবং ৯১ বলছে যে, আল্লাহর পুত্র আছে বলা একটি জগন্য মন্দ কাজ। কিন্তু সূরা আয-জুমার (৬২) আয়াত ৪ এ বলছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর ইহা (পুত্র) হতে পারে। যদি আল্লাহর পুত্র আছে বলা মন্দ হয় তবে কেন কোরআন নিজেই লোকদের আল্লাহর পুত্র হবার জন্য তার কাছে মোনাজাত করার দরজা উন্মুক্ত করে?

মুসলিম আলেমরা কি কোরআনে এই সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছেন না? "আল্লাহর পুত্র থাকতে পারে" এই বিশ্বাসের জন্য তারা ঈসায়ীদেরকে নিন্দা করে থাকে। তাহলে, সুরা আয জুমার এই

কথা বলা কি নিন্দনীয় নয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর পুত্র হতে পারে? একদিকে কোরআনে সুরা আন-নিসা (৪) আয়াত ১৭১ এ বলেছে যে, আল্লাহর কখনই পুত্র থাকতে পারে না, অন্যদিকে সূরা আয-জুমার (৬২) আয়াত ৪ এ বলছে যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর পুত্র থাকতে পারে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? সূরা আয-জুমার বলছে যে, আল্লাহর পক্ষে পুত্র থাকা অসম্ভব নয়।

এটি কি ভণ্ডামি নয়? একদিকে কোরআন ঈসায়ীদের বলেছে যে, আল্লাহর কোন পুত্র থাকতে পারে না, কিন্তু অন্যদিকে মুসলমানদের বলে, হ্যাঁ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেন। এটি তাই অন্যায্য যখন কোরআন নিজেই নিশ্চিত করে যে আল্লাহর পুত্র থাকতে পারে, কিন্তু ইহুদি এবং ঈসায়ীদের এই বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এছাড়াও এরকম ঈমান থাকার কারণে মুসলমানদের তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। এটা খুবই অন্যায়।

সূরা আল তওবা (৯) আয়াত ২৯ ও ৩০ বলেছে: যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ধ্বংস) করুন। ইহুদীরা বলে, "এজরা বা ওযাইর" আল্লাহর পুত্র; এবং ঈসায়ীগণ বলে, "মসিহ আল্লাহর পুত্র।"...।

ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে দূরে থাকার উপায় আছে

আমি আশা করি আপনি খেয়াল করেছেন কেন ইহুদি ও ঈসায়ীদের দোষারোপ করার এবং আল্লাহর পুত্র থাকতে পারে এই বিশ্বাসের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনও বৈধ অধিকার কোরআনের নেই। প্রথমত, ঈসায়ীগণ এটি রুহানিক উপায়ে বিশ্বাস করে, দ্বিতীয়ত, কোরআন নিজেই সূরা আয-জুমারে বলেছে যে আল্লাহর পুত্র থাকতে পারে। ঈসায়ী ও ইহুদীদের দোষারোপ করার জন্য এবং সর্বত্র তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম আলেমদের নিজেদের লজ্জা করা উচিত। তাদের ইহুদি এবং ঈসায়ীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর পুত্র সম্পর্কে ঈসায়ীদের ঈমানের বিষয়ে ইসলামী কিতাব এবং তাফসিরগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। মুসলিম লেখকরা ইঞ্জিল না পড়লে ঈসায়ী ধর্মের সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতে পারবেন না। ঈসায়ীদের "ঈসা মসিহের পুত্রের" বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য তাদেরকে ইসলামের বিধি-নিষেধ ও রীতি-নীতিগুলো পিছনে ফেলে রেখে ইঞ্জিল কিতাবের বানীগুলো ও তাফসিরগুলি পড়তে হবে।

আমি যখন মুসলিম ছিলাম তখন আমিও একই রকম ছিলাম। আমার মতো লোকদের রীতি-নীতিগুলো অনুসরণ করার জন্য সর্বদা সামাজিক চাপ ছিল, সেগুলো সঠিক বা ভুল তা বিবেচনা না করেই। তবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে, আমার জীবনের এক

পর্যায়ে আমার মন এবং হৃদয় ইসলামের বাইরের জীবনকে দেখার ইচ্ছা করেছিল। এর পরেই ঈসা নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করলেন এবং জগত সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিলেন।

ইসলাম ত্রিত্বকে তিন আল্লাহ হিসাবে ব্যাখ্যা করে

ত্রিত্বের বিষয়ে ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে ইসলামের আরও একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আপনদের কাছে বলতে চাই।

কোরআন (সূরা আন-নিসা ৪: ১৭১; আল মায়েদা ৫: ১১৬) এবং ইসলামী তাফসিরগুলি বলেছে যে, ঈসায়ীগন তিনজন আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে। এটি একেবারেই অসত্য। ঈসা মসিহের কিতাবুল মোকাদ্দসে একের অধিক আল্লাহর উপর ঈমান আনা শিরক। ইঞ্জিল বহুবার বলেছে যে " আল্লাহ এক" (মার্ক ১২:৩২; রোমীয় ৩:৩০; ১ করিন্থীয় ৮: ৪; গালাতীয় ৩:২০; ১ তীমথিয় ২:৫)।

ইঞ্জিলে তিন আল্লাহর বিষয়ে মোটেও সমর্থন নেই। ঈসায়ীদের নিন্দা করার জন্য ইসলাম সত্যকে বিকৃত করেছে। ঈসায়ীগণ কখনই ইঞ্জিল কিতাবের ত্রিত্বকে তিনজন আল্লাহ হিসেবে ব্যাখ্যা করেনি। সমস্ত ব্যাখ্যা এবং তাফসিরগুলো এক সত্য ঈশ্বরের ঈমানের দিকে পরিচালিত করে। ঈসায়ী ঈমানে ত্রিত্ব বিষয়টি কী? এটি হলো পিতা, পুত্র এবং পাক রুহ। একজন মহত্বতপূর্ণ এবং ক্ষমাশীল আল্লাহ হিসাবে ঈসায়ীরা তাঁকে রুহানিক পিতা

বলে ডাকে। পৃথিবীতে আমাদের হৃদয়ে তাঁর রুহানিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁকে পুত্র বলা হয়। এবং পৃথিবীতে আল্লাহর সুরক্ষা, আশ্বাস ও পথনির্দেশ হিসাবে তাঁকে পাক রুহ বলা হয়। সুতরাং ত্রিত্বের অর্থ হ'ল একই আল্লাহ আমাদের কাছে তিনটি উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীতে আমাদের জীবনে একই ধরণের উপাধি রয়েছে। আমাকে পুত্র, স্বামী, বাবা বলা হয়। যদিও আমি একজন ব্যক্তি, আমি আমার পরিবারে আমার ভালবাসা এবং দায়িত্ব প্রকাশের জন্য নিজেকে তিনভাবে বা তিন ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করি। এর অর্থ এই নয় যে আমি তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। আমি একজন ব্যক্তি কিন্তু নিজেকে তিন হিসাবে প্রকাশ করছি। আল্লাহর ক্ষেত্রেও একই বিষয়।

আল্লাহর স্বয়ং কখনও এই নামের প্রয়োজন হয় না; এ সবই মানব জাতির কল্যাণে। মানব জাতির জন্য খাঁটি মহব্বত দরকার যা কেবল মাত্র আল্লাহর মধ্যে আছে। যেহেতু আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কোনও মহব্বতই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মহব্বতকে ছাড়িয়ে যায় না, আল্লাহ নিজেকে পিতা বলে অভিহিত করেন, এবং এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে তিনি আমাদের পিতামাতার চেয়েও বেশি মহব্বত করেন।

দেখুন আল্লাহ কীভাবে কিতাবুল মোকাদ্দসে তাঁর মহব্বত এবং যত্নের বর্ণনা দিয়েছেন

নবী ইশাইয়ার কিতাবের ৬৬ রুকু ১৩ আয়াতে তিনি বলেছেন: "মা যেমন তার সন্তানকে সান্ত্বনা দেয় তেমনি আমি তোমাদের সান্ত্বনা দেব; ....."। আবার ইশাইয়া কিতাবে ৪৯ রুকু ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন: "মা কি তার দুধের শিশুকে ভুলে যেতে পারে? যে শিশুকে সে জন্ম দিয়েছে তার উপর সে কি মমতা করবে না? এমন কি মাও ভুলে যেতে পারে কিন্তু আমি কখনও তোমাকে ভুলে যাব না"। ইঞ্জিল কিতাবের মথি ৭ রুকু ১১ আয়াতে ঈসা বলেন: "তোমরা মন্দ হয়েও যদি নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে যারা তোমাদের বেহেস্তী পিতার কাছে চায় তিনি যে তোমাদের ভাল ভাল জিনিস দেবেন এটা কত না নিশ্চিত"।

সুতরাং আল্লাহর মহব্বত আমাদের জন্য পিতামাতার মহব্বতের মতো। সত্যিকারের মহব্বত, ন্যায়বিচার, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি এবং আনন্দ কী তা আমাদের শেখাতে তিনি আমাদের কাছে অন্তরঙ্গ এবং পিতৃসুলভ মহব্বতের সাথে এগিয়ে আসেন। এই কারণগুলো জন্য তাঁকে পিতা বলা হয়।

আল্লাহকে পুত্রও বলা হয়

আল্লাহর রুহ মরিয়মের উপরে এসেছিলেন এবং সেই রুহ ঈসা হিসেবে মাংসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর অর্থ আল্লাহ নিজেকে ঈসাতে প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ সক্ষম এবং তিনি যেভাবে চান সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি মুসার কাছে আগুন হিসাবে এবং আমাদের জন্য ঈসার মাধ্যমে মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

কেন আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করতে চান? কেন তিনি নিজেকে ইসলামের আল্লাহর মতো লুকিয়ে রাখেন না? কারণ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁর একটি বেহেশতি পরিকল্পনা রয়েছে। বেহেশতি পরিকল্পনাটি কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বারা পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এই পরিকল্পনাটি ভাল জানেন না।

এছাড়াও, আল্লাহ একটি উদ্দেশ্যে মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। জীবনে সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর অবিরাম উপস্থিতি এবং তদারকি করা প্রয়োজন। তিনি আমাদের হৃদয়ে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্থপতি। একজন স্থপতি দুটি জিনিস করেন: প্রথমত, তিনি কাগজে সবকিছু লেখেন, দ্বিতীয়ত, তিনি নির্মাণ করার জন্য জায়গায় যান। আল্লাহও তাই করেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে তাঁর রুহানিক রাজত্ব কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন সে সম্পর্কে তাঁর লিখিত বাক্য হিসাবে কিতাবুল

মোকাদ্দস প্রস্তুত করেছিলেন। এরপরে তিনি ঈসাতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং আমাদের হৃদয়ে তাঁর রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছিলেন।

আল্লাহর কালামগুলি কীভাবে আমাদের জীবনে প্রকাশিত হবে যদি ব্যক্তি আল্লাহ আমাদের সাথে না থাকেন? এজন্যই ইঞ্জিল কিতাবের ইউহোন্না ১ রুকু ১৪ আয়াতে বলছে: "*সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিসেবে তার যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ*"। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে ঈসার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন এবং পৃথিবীতে তাঁর রুহানিক রাজত্ব গড়ে তুলতে তাঁর এই ব্যক্তিকে "পুত্র" বলে ডেকেছেন।

আল্লাহকে রুহও বলা হয়

এছাড়াও সর্বত্র-বিরাজমান, শিক্ষাদান, সান্ত্বনা, সুরক্ষা, আশ্বাস এবং পথ নির্দেশক আল্লাহ হিসাবে তাঁকে ইঞ্জিলে পাক রুহও বলা হয়েছে। শুধুমাত্র একজন মহব্বতকারী আল্লাহ এবং নাজাতদাতা হিসেবে আল্লাহই মানব জাতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য তার এই অবিরত উপস্থিতিও আমাদের দরকার, এই পৃথিবীতে আমাদের যাত্রার শেষ পর্যন্ত আমাদের হাত ধরে রাখা মা বাবার মতো। পৃথিবীতে আমাদের সাথে আল্লাহর এই অবিরাম

উপস্থিতিকে ইঞ্জিল কিতাবে পাক রুহ বলা হয়। সুতরাং ত্রিত্ব তিনজন আল্লাহকে বোঝায় না, কিন্তু তিনভাবে এক আল্লাহর প্রকাশ বোঝায়। সুতরাং ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে মুসলিম আলেমদের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

আমি কোরআনের আরও একটি মারাত্মক এবং অবিশ্বাস্য মিথ্যা অভিযোগের বিষয়ে বলে আমার কথা শেষ করব। এটি সূরা আল তওবার (৯) আয়াত ৩১ এ বলা হয়েছে: "ইহুদি ও ঈসায়ীরা তাদের পন্ডিতগণকে এবং সন্যাসীদের(সংসার-বিরাগিগণ) প্রভু হিসাবে আল্লাহর পাশে গ্রহন করেছে"।

পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসে বা ইহুদি বা ঈসায়ী ইতিহাসে এ জাতীয় কোন শিক্ষা নাই। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ইঞ্জিল এবং ঈসায়ীগন কেবল এক আল্লাহর উপর ঈমান আনে। ঈসায়ীদের ঈমানের বিষয়ে ইসলামের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

চিন্তার সময়- ১৭

১. ইঞ্জিল কিতাব (লূক ১ রুকু ৩৫ আয়াত) এবং কোরআন (সুরা মরিয়ম আয়াত ১৭-২১) উভয়ই বলে যে আল্লাহ তার রুহকে কুমারী মরিয়মের কাছে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি একটি পবিত্র পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। তাহলে কেন মুসলমান আলেমগণ

আল্লাহ ও মরিয়মের মধ্যে এই স্পষ্ট রুহানিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করেন এবং ঈসায়ীদের মিথ্যা দোষারোপ করেন যে ঈসার জন্ম হয়েছিল আল্লাহ ও মরিয়মের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের ফলস্বরূপ?

২. কোরআন নিজেই নিশ্চিত করে যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেন, তাহলে মুসলিম আলেমরা ঈসাকে "আল্লাহর পুত্র" আখ্যায়িত করার বিষয়ে তাদের আপত্তি কি আন্তরিকভাবে করতে পারেন?

৩. কিতাবুল মোকাদ্দসে একের অধিক আল্লাহর উপর ঈমান আনা খোদা-বিরোধী। ঈসায়ীরা কখনও ত্রিত্বকে তিন আল্লাহ হিসাবে ব্যাখ্যা করেনি, তবে মুহাম্মদ ও মুসলিম আলেমগন কেন দাবি করেন যে ঈসায়ীরা তিন আল্লাহতে ঈমান আনে?

৪. ভুল তথ্য এবং মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুসলমানদের মুক্ত করতে কী সাহায্য করতে পারে?

৫. একজন মুসলিম হিসাবে ড্যানিয়েলও ঈসায়ীদের ত্রিত্ব ও ঈসার পুত্রত্ব সম্পর্কে অভিযুক্ত করেছিলেন। কীভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল?

ইসলামের রাজনৈতিক খেলা তার নিজের ঈমানকে উপেক্ষা করে

তত্ত্বগতভাবে, ইসলামই বিশ্বের একমাত্র রাজনৈতিক ধর্ম। সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজনীতি - মিথ্যা ও প্রতারণার হাত থেকে মুক্ত নয়। ইসলামী রাজনীতি কেবল মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে সরে থাকে নি, বরং আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে এবং কিছু পরিস্থিতিতে তাদেরকে বৈধতা দিয়েছে।

ছলনার রাজনীতি

সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ৫৪ এবং সূরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৩০ বলছে: আল্লাহ ছলনাকারীদের মধ্যে সেরা। আল্লাহ যদি ছলনাকারীদের(কৌশলীদের) মধ্যে সেরা হন, এর অর্থ হ'ল তিনি রাজনীতি সহ সকল ক্ষেত্রে তার প্রতারণাকে ব্যবহার করবেন। আল্লাহ যদি রাজনীতিতে ছলনাকে ব্যবহার করেন তবে কি তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাগণ তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করবে না? তারা তার রাজনীতি অনুসরণ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইসলামে প্রতারণার বৈধতার কারনে ইসলামের উত্থানের পর থেকে আজ অবধি মুসলিমদের অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। ছলনা/প্রতারণা মুসলিমদের মধ্যেও মিথ্যা ও ছলনার রাজনীতির দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

কোরআনে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মিথ্যা কথার অনুমোদন দিয়েছিলেন। সূরা আন নাহল (১৬) আয়াত ১০৬ এ শিক্ষা দেয় যে, এমন কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যা একজন মুসলমানকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করতে পারে। সূরা আল বাঘারা (২) আয়াত ২২৫, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত বিশেষ অবস্থার কারনে আল্লাহর উপর ঈমান অস্বীকার করতেও উৎসাহিত করে। সূরা আল-ই ইমরান (৩) আয়াত ২৮ এ মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বলা হয়েছে যতক্ষণ না মুসলমানরা ক্ষমতায় যায় ও শাসন করতে পারে বা তাদের বিরুদ্ধে কিছু না করা হয় ।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামের আল্লাহ তাঁর অনুসারীদের মিথ্যা কথা বলতে এবং অসততার জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করেন।

ফলস্বরূপ, মিথ্যাচারগুলি ইসলামিক সম্পর্ক এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত হাদিস লেখক বুখারী ৩য় খণ্ডের ৪৯নং কিতাবের ৮৫৭ নং হাদিসে লিখেছেন যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ বলেছেন: কোন লোক যদি ভাল কথা বলে মানুষকে শান্তি দেয়, কথাগুলো সত্য না হলেও সেগুলো মিথ্যা হবে না। ভেবে দেখুন কী হতে পারে যখন কোন জাতির আল্লাহ ও নবী মিথ্যাচারের লাইসেন্স দেয়! এই কারণেই তাগিয়া

বা সুবিধাজনক মিথ্যাচার, মুসলিম দেশগুলির মধ্যে আন্তরিকতা/সত্যতা বাড়তে দেয়নি।

কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে, মিথ্যা নয় কিন্তু কেবল সত্য, আন্তরিক এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। মিথ্যা ও প্রতারণাকে আল্লাহ, মুহাম্মদ ও মুসলিম আলেমরা বৈধতা দিয়েছিলেন এবং তা ইসলামী ঈমান ও রাজনীতির একটি অংশে পরিণত হয়েছিল। তার পর কি হল? ছলনা এবং মিথ্যা বলা ইসলামী রাজনীতির অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে এবং ইসলামী ঈমানকে অস্থিতিশীল করে তোলে।

রাজনৈতিক খেলার কারণে, মুহাম্মদ নিজেই ইসলামের নীতিগুলি পরিবর্তন করেছিলেন।

ইসলামের নবীর ক্রমাগত এবং বিনা দ্বিধায় ইসলামের নীতিগুলি পরিবর্তন করতে দেখে, তাঁর উত্তরসূরীরাও তার মত একি কাজ করেন, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে মুহাম্মদের আদেশ ও ঐতিহ্যকেও উপেক্ষা করেন। ইসলামী ঈমানের এই পরিবর্তনগুলি ইসলামী লোকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিতাবুল মোকাদ্দস যে কোনও ধরণের ছলনা এবং মিথ্যা কথা প্রত্যাখ্যান করে। কিতাবুল মোকাদ্দসের সুলাইমানের

হিতোপদেশ কিতাবের ১৪ রুকু ৫ এবং ২৫ আয়াতে বর্ণিত আছে: বিশ্বস্ত সাক্ষী মিথ্যা কথা বলেনা, কিন্তু অবিশ্বস্ত সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে। ... যে সাক্ষী সত্যি কথা বলে সে অন্যের জীবন রক্ষা করে, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী ছলনা করে। ২ করিন্থীয় ৪ রুকু ২ আয়াতে বর্ণিত আছে: "*লোকে গোপনে যে সব লজ্জাপূর্ণ কাজ করে তা আমরা একেবারেই করি না। আমরা কোন কাজে ছলনা করিনা, আল্লাহর কালামে কোন ভুলের ভেজাল দিই না। আমরা বরং আল্লাহর সত্য প্রকাশ করে তাঁরই সামনে সব মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য বলে তুলে ধরি*" কিতাবুল মোকাদ্দস স্পষ্টভাবে ছলনা এবং মিথ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু, কোরআন এগুলোকে ইসলামিক ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিণত করেছে, যার ফলে রাজনৈতিক খেলা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামে রাজনৈতিক খেলাগুলির প্রথম উদাহরণ হ'ল মুসলমানদের নামাজে কেবলা পরিবর্তন করা

প্রায় পনেরো বছর ধরে মুহাম্মদের নামাজের দিক বা কেবলা ছিল জেরুশালেম এবং তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা দিনে পাঁচবার এই শহরের দিকে মুখ রেখে নামাজ পড়ছিলেন। এটি সেই সময় যখন তিনি ইহুদিদেরকে তাঁর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং তাকে তাদের নবী হিসাবে গ্রহণ করার প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যেহেতু নবীদের

ইসহাকের বংশ থেকে আসতে হতো। এ কারণে মুহাম্মদ ইহুদিদের অপছন্দ করতেন এবং ইহুদি শহর জেরুশালেমের দিকে মুখ রেখে আর নামাজ পড়তে চাননি। তিনি তাঁর নামাজের দিকটি তাই এক আল্লাহর পবিত্র ভূমি জেরুশালেম থেকে কাবাতে পরিবর্তন করেছিলেন যেখানে তখনও পৌত্তলিকরা শত শত মূর্তির উপাসনা করছিল। সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ১৪২ এবং ১৪৫ এ আমাদের বলে যে, আল্লাহ মুহাম্মদকে খুশি করার জন্য কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ফলস্বরূপ, ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য ঈমান রাজনৈতিক খেলায় বলি দিতে হয়েছিল।

ইসলামে কেবলাহ পরিবর্তন ইসলামী মতবাদের অস্থিতিশীলতার নজির ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য আল্লাহ কখনই তাঁর নবীকে এক আল্লাহর পূন্যস্থান থেকে নামাজের দিক প্রতিমার মন্দিরের দিকে পরিবর্তন করতে বলবেন না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হ'ল সূরা আল বাকারা (২) বলছে যে, মুহাম্মদকে খুশি করার জন্য আল্লাহ কেবলাহ পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু একটি সত্য বিশ্বাসে, নবী এবং লোকেরা বরং বেগুনাহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, গুনাহগার লোকদের আল্লাহ সন্তুষ্ট করবেন না। কোরআনে এই উক্তিটি যৌক্তিক নয়। মুহাম্মদ যা করেছিলেন তা ছিল একটি রাজনৈতিক খেলা। যেহেতু ইহুদিদের মুসলমান হওয়ার বিষয়ে তার আশা

ভঙ্গ হয়েছিল, তাই তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যে কাজ করার এবং তাদের ইসলামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই কারণে, তিনি জেরুশালেম বাদ দিয়ে কা'বাকে তার নিজের এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য কেবলা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

ইসলামে রাজনৈতিক খেলাগুলির দ্বিতীয় উদাহরণ হ'ল শান্তিতে প্রবেশ করা, তারপরে বলপূর্বক শাসন করা

তাঁর প্রচারের প্রথম ১৩ বছরে মুহাম্মদ বলেছিলেন: "ধর্মের জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকুক", যা কোরআনের সুরা আল বাকারার (২) ২৫৬ তম আয়াত এ বলা আছে। এ সময় তাঁর কেবল ১৫০ জন উম্মত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে যখন তাঁর আরও অনেক অনুসারী হলো, তখন মুহাম্মদ নিজেকে একমাত্র রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতার পদে উন্নীত করলেন এবং আরব্য উপদ্বীপের সমস্ত জনগোষ্ঠীকে তাঁর অনুসারী হতে বাধ্য করেছিলেন। তারপরে কোরআনের ভাষা "ধর্মের ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়" থেকে পরিবর্তিত হয়ে "ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না" করা হলো, যা সূরা আল-ইমরান (৩) আয়াত ৮৫-এ বর্ণিত আছে।

ইসলামের এই রাজনৈতিক খেলাটি মুহাম্মদের পরে অনেক মুসলিম নেতার আদর্শে পরিণত হয়েছিল, যা আস্থা ও ঘনিষ্ঠতার

বিরুদ্ধে বিষের মতো কাজ করেছে। আমরা যখন এগিয়ে যাব, আপনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাবগুলি দেখতে পাবেন।

ইসলামে রাজনৈতিক খেলাগুলির তৃতীয় উদাহরণ হ'ল ক্ষমতার অপব্যবহার

মুহাম্মদ অন্যের বিষয় বার বার হস্তক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কারনে তার উত্তরসূরিরা বুঝেছিল যে একজন মুসলিম নেতার নিজের ইচ্ছা মতো সমস্ত কিছু করার অধিকার আছে। নবী মুহাম্মদের পরে আবু বাকের, ওমর, ওসমান ও আলী সহ ক্ষমতায় আসা মুসলিম নেতারা মুহাম্মদের কাছ থেকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তারা শিখেছিলেন যে তারা সুবিধামত ইসলামের সমস্ত কিছু পরিবর্তন করতে পারেন।

রাসুলের জামাতা আলী একমাত্র বৈধ নেতা বলে নিজেকে দাবি করেছিলেন, তবে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং শ্যালক জ্যৈষ্ঠ নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে এই মতানৈক্যের কারনে সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল, যার ফলে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

ইসলামে রাজনৈতিক খেলাগুলির চতুর্থ উদাহরণ হ'ল কা'বার অবস্থান পরিবর্তন

আপনি কি জানেন যে ইসলামে রাজনৈতিক খেলা এবং মতানৈক্যের ফলে বেকা বা মক্কার কাবা জর্দানের পেট্রা থেকে বর্তমান সৌদি আরবের মক্কায় পরিবর্তন করা হয়েছিল? এটি হিজরী ৬৪ বা ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। মুহাম্মাদ, আবু বাকের, ওমর, ওসমান ও আলীর হজ্জের তীর্থস্থান ছিল পেট্রার কাবা। তারা সকলেই পেট্রায় জন্মগ্রহন করেন ও বড় হন। তারা হজ্ব বা তীর্থযাত্রার জন্য বর্তমান মক্কায় কখনও উপস্থিত হয়নি। সমস্ত কুরাইশ এবং হাশমিয়'রা পেট্রায় বাস করত। তাই এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, জর্ডানের বর্তমান রাজতন্ত্র নিজেদের হাশেমিয় বলে । মুহাম্মদ ছিলেন হাশেমিয়। পেট্রাতেই তিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছিলেন। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার সময়ে পেট্রার কা'বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন কা'বা সৌদি আরবে নির্মিত হয়েছিল।

জর্দানের জনগণ এই দাবিটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে আছে যে, তারাই কেবলমাত্র হাশেমিয়। জর্ডান সরকার, জর্ডান এবং সৌদি আরবের সীমান্তে একটি বিশাল পতাকা বসিয়েছে। এই পতাকার একমাত্র শব্দটি হল "হাশেমিয়, যার অর্থ আমরা জর্দানীয়রা হ'ল একমাত্র হাশেমিয়, আপনারা সৌদি আরবের লোকেরা নন।

প্রথমে আপনাকে কোরআন থেকে এবং তারপরে ইসলামিক ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কিতাব থেকে প্রমান দেব যে, কেন বর্তমান মক্কা মুহাম্মদের আসল মক্কা হতে পারে না। তারপরে আমি আপনাকে বলব কেন কাবা জর্ডানে বন্ধ করে সৌদি আরবে প্রতিষ্ঠিত করাহয়েছিল।

বর্তমানের মক্কা কোরআনে বর্ণিত মক্কার সাথে মেলে না

কা'বা সম্পর্কে কোরআনের আয়াতগুলি বর্তমান মক্কার পরিবর্তে পেট্রার বর্ণনার সাথে মিলে যায়। সূরা আল-ই ইমরান(৩) আয়াত ৯৬ ও ৯৭ এ বর্ণিত আছে যে ইব্রাহিম যে পূণ্যস্থানটি তৈরি করেছিলেন তা বেকায় ছিল। সূরা আল ফাত্হ (৪৮) আয়াত ২৪ ইসলামের সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা মক্কা উপত্যকায় কাবাঘরকে জয় করেছিল। পেট্রার কাবাঘরটি কেবল উপত্যকায় ছিল, বর্তমান কা'বা বা তার আশেপাশের অঞ্চলে কোনও উপত্যকা নেই।

এছাড়াও, বর্তমান মক্কা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাথে মেলে না

আপনি জানেন যে প্রাক-ইসলামিক পৌত্তলিকরাও হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতো। কা'বা সম্পর্কে প্রাচীন লেখাগুলি বলে যে, এটি একটি উপত্যকায় নির্মিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মুহাম্মদের আগে এবং তার সময়ে বিভিন্ন

পৌত্তলিক মন্দির সহ সৌদি আরবের অনেক শহরকে উল্লেখ করেছেন তবে মক্কা নামে সৌদি আরবের দক্ষিণ অংশের কোনও শহরকে নয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ ধর্মীয় নগরী যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের পথে অবস্থিত ছিল, তা কীভাবে ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? তারা এ সম্পর্কে লিখেনি, কারণ এটি সৌদি আরবে বিদ্যমান ছিল না। এটি জর্ডানে বিদ্যমান ছিল। সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায় যে হজ্বের জন্য প্রধান প্রাক-ইসলামিক তীর্থযাত্রাগুলি পেট্রাতে হত, যেখানে কালোপাথর বা হাজর-ওল আসওয়াত এবং কা'বা বা বাইতুল-হারাম ছিল।

কালো পাথর পেট্রায় তীর্থযাত্রীদের আকৃষ্ট করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। মুহাম্মদের ৪০০ বছর পূর্বে টায়ারের গ্রীক দার্শনিক ম্যাক্সিমাস বলেছিলেন যে, কালো পাথর পেট্রায় ছিল। গ্রীক এনসাইক্লোপিডিয়া সুদা(সৌদা) ও কালো পাথর পেট্রায় ছিল বলে উল্লেখ করেছে।

বিখ্যাত প্রাচীন ইসলামী ঐতিহাসিক তাবারি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ১৯২ থেকে ১৯৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে ইব্রাহিম এবং ইসমাইল একটি উপত্যকায় কা'বা তৈরি করেছিলেন। ৭১২ থেকে ৭১৩ পৃষ্ঠায় লেখক তাবারি পবিত্র শহরের একটি উপত্যকায় ছেলেদের সাথে খেলা করা, মুহাম্মদের শৈশব সম্পর্কে কথা বলেছেন। কা'বার পাশেই একটি ছোট ধারা বা ঝর্ণা ছিল।

পুরানো লেখায় কাবার নিকটে খামারের জমি, ফলের গাছ এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু বর্তমান মক্কার শুকনো জমির সাথে কোনও উর্বর জমির তুলনা করা কঠিন। বর্তমান কা'বার নিকটে উপত্যকা বা ঝর্ণা বা খামার জমি বা ফলের গাছ নেই।

ইতিহাস আমাদের আরও তথ্য দেয় যে পবিত্র শহরটি চারদিকে প্রাচীর এবং পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পাহাড়ে শিলার দুটি ফাটল বা থানিয়াস দিয়ে শহরে প্রবেশের পথ ছিল। মুহাম্মদ এই ফাটল দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন।

বর্তমান মক্কা নগরীর চারপাশে প্রাচীন প্রাচীর, পাহাড় বা শিলার কোন চিহ্ন নেই এবং শিলার ফাটল দিয়ে কোনও প্রবেশ পথ নেই। তবে এই সমস্ত বিবরণ জর্ডানের বর্তমান পেট্রার সাথে মেলে।

সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটি ইসলামিক হজে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ঐতিহাসিক লেখায় এগুলি হ'ল পেট্রার দুটি বিশাল পর্বত যার শীর্ষে প্রতিমা এবং মন্দির ছিল। প্রতিমাগুলির উপাসনা করার জন্য লোকেরা অনেক ধাপ বেয়ে পাহাড়ে উঠতো। বর্তমান মক্কায় মানব-নির্মিত দুইটি ছোট টিলা রয়েছে যাকে সাফা এবং মারওয়া বলা হয় এবং এগুলি একটি মসজিদের ভিতরে রয়েছে। মুসলিম নবী হওয়ার দাবী করার পূর্বে পৌত্তলিক অবস্থায় মুহাম্মদ হিরা পর্বতমালার একটি গুহায় অনেক রোজা ও মোনাজাতে সময় ব্যয়

করেছিলেন। ইসলামী সাহিত্যে হিরা পর্বতটি শহরের সামনের দিকে অবস্থিত ছিল এবং মক্কার উপরের অংশে ছিল। কিন্তু আজকের হিরা পর্বত কা'বা থেকে অনেক দূরে এবং শহরের মুখোমুখি নয়।

পেট্রা মদিনার উত্তরে এবং বর্তমান মক্কা দক্ষিণে। তবে ঐতিহাসিক দলিলে আমরা দেখি যে কুরাইশ সেনাবাহিনী সর্বদা উত্তর দিক থেকে মদিনায় আক্রমণ করত। এছাড়াও, খাদের যুদ্ধের সময়, মদিনা শহরের উত্তর দিকে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি খাদের দ্বারা শহরটি সুরক্ষিত থাকত।

মক্কা আক্রমণ করার জন্য মদিনা থেকে বেরিয়ে আসা মুসলিম সেনাবাহিনী সর্বদাই মদিনা থেকে উত্তর দিকে পেট্রার দিকে অগ্রসর হত বর্তমান মক্কার দিকে দক্ষিণে নয়। অন্য কথায়,আসল পবিত্র শহরটি বা মক্কা দক্ষিণে নয় কিন্তু মদিনার উত্তরে ছিল।

প্রাথমিক যুগের মসজিদগুলিও পেট্রার দিকেকেবলা নির্দেশ করে

ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে সমস্ত মসজিদগুলো কা'বার দিকে মুখ হওয়া উচিত। যে মসজিদগুলি মুহাম্মদের সময় থেকে হিজরী পরে ১০৭ সাল অর্থাৎ ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল,সবগুলোই পেট্রার দিকে মুখ ছিল। পরের একশ বছর

ধরে দুটি কা'বার বিতর্কের কারণে নতুন মসজিদগুলি বিভিন্ন দিকে মুখ নির্দেশ করতে শুরু করে। হিজরী পরে ১৩৩ সালে অর্থাৎ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের আব্বাসীয় সরকার সিরিয়া দখল করে এবং বাগদাদকে ইসলামী শাসনের কেন্দ্র করে তোলে। এই সময় থেকে মধ্য প্রাচ্যের মসজিদগুলি সৌদি আরবের নতুন কা'বার দিকে নামাজ শুরু করে।

পেট্রা থেকে মক্কার এই পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটল?

মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর তিন দশক পরে বা হিজরী পরে ৬৪ সালে অর্থাৎ ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, পেট্রার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আয-জুবায়ের সিরিয়ার দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশের খলিফা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেছিলেন। লেখক তাবারি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ কাবাঘরকে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, কালো পাথরটি একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা বর্তমান মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উমাইয়াদের প্রতিশোধ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে এবং একটি নতুন কা'বা তৈরি করতে এবং সেখানে নতুন কা'বার প্রতি তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি এই কাজটি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে কালো পাথর যেখানেই থাকবে মুসলমানদের হৃদয়ও সেখানেই থাকবে। একের পর এক তিনজন উমাইয়া শাসক মারা গিয়েছিলেন এবং এর ফলে উমাইয়া সরকার অভ্যন্তরীণ সমস্যায় পরে এবং কালো পাথর

পেট্রায় ফিরিয়ে আনার জন্য আবদুল্লাহর সাথে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। উমাইয়া সরকারের দুর্বলতার কারণে আবদুল্লাহ নতুন কা'বা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য একটি তীর্থস্থান ও নামাজের দিকনির্দেশনা দিতে সফল হন। হিজরীর ৬৮ বছর পরে বা ৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তীর্থস্থান ছিল। কেউ কেউ কালো পাথর ফিরে আসবে এই আশায় পেট্রাতে গিয়েছিল। অন্য কিছু লোক বর্তমান মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন, কারণ সেখানে কালো পাথর ছিল। হিজরীর ৭১ বছর পরে বা ৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, ইরাকের কুফা শহর উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নতুন কা'বার প্রচারনায় আবদুল্লাহর সাথে যোগ দেয়। হিজরীর ৯৪ বছর পরে বা ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের ফলে পেট্রার অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং শহরটি পরিত্যক্ত হয়। অনেকে এটিকে পেট্রার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও নতুন কা'বার গ্রহণযোগ্যতা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারপরে হিজরীর ১২৮ বছর পরে বা ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আরও একটি ভূমিকম্প সিরিয়া এবং জর্দানের ভবনগুলি ধ্বংস করে দেয়। ফলস্বরূপ, পেট্রায় কালো পাথর ফেরানোর সমস্ত আশা নষ্ট হয়ে যায়। হিজরীর ১৩৩ বছর পরে বা ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের আব্বাসিরা সিরিয়ায় উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং মধ্য প্রাচ্যের বেশিরভাগ মুসলমান সৌদি আরবের নতুন কা'বার দিকে নামাজ পড়তে শুরু করেন।

নতুন কাবা ও মক্কার বিরোধীরা তখনও ছিল

আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং বাহরাইনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী শিয়া বা কার্মাতিয়ানরা নতুন কা'বায় তীর্থযাত্রার বিরুদ্ধে কঠোর ছিল এবং সেখানে যাওয়া বহু মুসলিম তীর্থযাত্রীকে হত্যা করেছিল। ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, তারা মক্কা আক্রমণ করে এবং কালো পাথরটি ২১ বছর ধরে নিজেদের কাছে নিয়ে রাখে এবং এটি আব্বাসীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়নি। কালো পাথর অপসারণ তীর্থযাত্রীদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অবশেষে, ইরাকের আব্বাসীয়রা কালো পাথর ফিরিয়ে আনার জন্য কার্মাতিয়ানদের বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। কালো পাথরটি আর আস্ত ছিল না কারন কার্মাতিয়ানরা তা কয়েক টুকরো করে ফেলেছিল।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে, কীভাবে রাজনৈতিক খেলা এবং মতভেদ ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র কেন্দ্রটি পেট্রা থেকে বর্তমান মক্কায় পরিবর্তিত করেছিল? আপনি কি বুঝতে পারছেন যে ইসলামের একটি শক্ত আদর্শ নেই, প্রতিটি নেতা যা খুশি তাই করেন? এই অস্থির রাজনীতি কীভাবে আপনার জন্য উপকারী হতে পারে? এটা হতে পারেনা। আমি আপনাকে ইসলাম থেকে আরও একটি রাজনৈতিক খেলা সম্পর্কে বলতে চাই এবং তারপরে শেষ করতে চাই।

ইসলামিক রাজনৈতিক খেলার পঞ্চম উদাহরণ হ'ল ইস্রায়েলের ভূমি ইহুদিদের নয় কিন্তু ফিলিস্তিনীদের

সূরা আল মায়েদা (৫) ২১ ও ২২ নম্বর আয়াতে বলছে যে, ইহুদিদের জন্য আল্লাহ ইস্রায়েলকে অভিষিক্ত করেছেন এবং এটি চিরকালের জন্য তাদের, ফিলিস্তিনী বা অন্য কোন গোষ্ঠীর নয়। সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭) আয়াত ১০৪, ইস্রায়েল-সন্তানদের পবিত্র ভূমিতে বাস করতে বলে এবং যখন প্রতিশ্রুতির সময় উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদেরও ইস্রায়েলে নিয়ে আসবেন।

কোরআনের শিক্ষার বিপরীতে আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে, ইহুদিরা ইস্রায়েলকে দখল করেছে। কিছু ইসলামী সরকার এবং নেতারা প্রতি বছর ফিলিস্তিনি, হিজবুল্লাহ এবং অন্যান্য দলগুলিকে ইহুদিদের ইস্রায়েল থেকে বিতাড়িত করার জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার পাঠাচ্ছে, যদিও কোরআন বলে যে আল্লাহ ইহুদিদের চিরকালের জন্য ঐ জমি দিয়েছেন।

এটা কি হৃদয় বিদারক নয় যে মিথ্যার পিছনে এত অর্থ অপচয় করা হচ্ছে যখন ইসলামী দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ অভাবী মানুষের জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারত? এটা কি হৃদয় বিদারক নয় যে অনেক যুবকেরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে জড়িত হচ্ছে কেবলমাত্র এই মিথ্যা ও রাজনৈতিক খেলার কারণে? মুসলিম

নেতারা তাদের মিথ্যা ও রাজনৈতিক খেলার মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের অন্ধকারে রেখেছে। এর ফলে মুসলিম দেশগুলিকে এক বিরাট মূল্য দান করতে হচ্ছে। আপনি সজাগ হয়ে উঠে এই ছলনা, মিথ্যা এবং রাজনৈতিক খেলাকে জয় করতে পারেন। কেবলমাত্র ঈসা মসীহের মাধ্যমেই আমরা এই রাজনৈতিক খেলাগুলির উপর জয় লাভ করতে পারি।

চিন্তার সময়- ১৮

১. আল্লাহ যে সবচাইতে বড় প্রতারক এই বিশ্বাস কিভাবে তার ধর্ম এবং তাঁর অনুসারীদের জীবনকে প্রভাবিত করে?

২. কিছু পরিস্থিতিতে মিথ্যা ও ছলনাকে ইসলামে বৈধতা দেওয়া হয়েছে; এটাকে বলা হয় তাগিয়া বা সুবিধাজনক মিথ্যা বা ছলনা। এর অর্থ এই নয় কি যে, আল্লাহ ও তাঁর ধর্ম দ্বারা মানুষকে মিথ্যা বলা এবং ছলনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল?

৩. মিথ্যা কথা বলা ও ছলনা ইসলামে রাজনৈতিক খেলাগুলির দরজা উন্মুক্ত করেছিল। এই রাজনৈতিক খেলা কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে আন্তরিক এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল তার একটি উদাহরণ দিন?

৪. কীভাবে মিথ্যা কথা বলা ও ছলনা বৈধকরণ ইসলামের নিজ মতবাদগুলিকে অবিরত পরিবর্তনের জন্য অরক্ষিত করে তুলেছে তার কয়েকটি উদাহরণ দিন।

৫. লোকদের জীবন কি এমন ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা দরকার যা সমস্ত ধরণের প্রতারণা এবং মিথ্যাচারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়? কেন?

৬. মুসলমানরা সর্বোত্তম মূল্যবোধ সম্পর্কে অসচেতন থাকলে কী হবে?

৭. মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করার কি আমাদের একটি দায়িত্ব আছে?

প্রতারনা, মিথ্যা ও রাজনৈতিক খেলা থেকে মুক্তির স্বাদ

কেউ যখন আপনার সাথে প্রতারণা করে বা আপনার কাছ থেকে সত্য লুকিয়ে রাখে তা সত্যিই কষ্ট দেয়। অন্যের মিথ্যা ও ছলনা আপনাকে যতটা কষ্ট দিতে পারে তেমনি আপনার মিথ্যা এবং প্রতারণাও অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। সেগুলো সবাইকে কষ্ট দেয়। সমাধানটি হ'ল অন্যরা এগুলি থেকে দূরে থাকবেন বলে আশা করার আগে আপনার সেগুলো থেকে দূরে থাকা দরকার।

সমস্ত ধরণের মিথ্যা, ছলনা এবং রাজনৈতিক খেলা থেকে মুক্ত থাকা এবং সত্য এবং সততার উপর আপনার জীবন প্রতিষ্ঠা করা আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য খুবই শান্তির হবে। এটি প্রত্যেককের মনে নিরাপত্তা দেবে। এর জন্য আপনাকে এমন একটি ঈমান অনুসরণ করতে হবে যা কেবল মিথ্যা, ছলনা এবং ধোঁকাবাজি প্রসার করে না, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে এগুলোর শিকড় কেটে দেয় এবং আপনাকে স্বাধীন করে তোলে।

আমার পূর্বের আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছি যে কীভাবে ছলনা, মিথ্যা, প্রতারণা এবং রাজনৈতিক খেলাগুলির মূল ইসলামে রয়েছে এবং ইসলামের উত্থানের পর থেকে কীভাবে সেগুলোর জন্য মুসলিম জাতিকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।

রাজনৈতিক খেলা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়

ইসলামী রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত এমন অনৈতিক বিষয়গুলি থেকে আপনি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন? আপনি পারবেন না, কারণ ইসলাম সেগুলোকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেয়। কোরআন বলে যে, আল্লাহ ছলনাকারীদের মধ্যে সেরা। এটি মুসলমানদের তাদের নিজেদের প্রতারণা এবং মিথ্যাকে ন্যায্যতা দেবার সুযোগ করে দেয় এবং তারা মনে করে যে তারা ঠিক আছে যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ সেগুলো ব্যবহার করেছেন।

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া বা অন্য কোনও অনৈতিক খেলা আপনার পরিবারে এবং সর্বত্রই শান্তির ও সান্ত্বনার পথে বাধা? আপনি যাকে ধোঁকা দেন না কেন, সেই ব্যক্তিও অনুরূপ অজুহাত বা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আপনারা দুজনেই একে অপরের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন। অবশ্যই, অবিশ্বাসের অর্থ শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য নয়। এ কারণেই অনেক পরিবারে শান্তি, সান্ত্বনা এবং সত্যিকারের মহত্বতের অভাব রয়েছে, কারণ প্রতারণা এবং মিথ্যা বিশ্বাসকে ধ্বংস করেছে। এই পরিবারগুলোর সদস্যরা কীভাবে প্রতারণা করতে হয় এবং প্রতারণার সাথে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখেছে। স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা এবং বাচ্চারা কীভাবে এবং কোথায় চালাকির সাথে

মিথ্যা বলতে এবং প্রতারণা করতে হয় তা শিখেছে। খুব দুঃখজনক, তাই না?

আমি আমার মাতৃভূমিতে স্নাতক ডিগ্রির জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়াশোনা করছিলাম সেখানে আইন বিভাগের একজন অধ্যাপকের মন্তব্য আমি কখনও ভুলিনি। তিনি সমালোচনা করে বলেছিলেন, "*আমি অবাক হই, যে ঘুষ কেন আইন সিদ্ধ নয় যেহেতু প্রত্যেকে এটির চর্চা করে*"। তিনি আরও বলেছিলেন, "*কেন আমরা আমাদের প্রতিদিনকার নৈতিক জীবন অন্যদের কাছে প্রকাশ করি না এবং তাদেরকে খোলামেলাভাবে বলি না যে আমাদের জীবনের একটি দিনও মিথ্যা ও প্রতারণা ছাড়াই এগিয়ে যায় না*"।

সব ইসলামী দেশেই এটিই বাস্তবতা। তাদের সকলের জীবনই ইসলামী অনৈতিক আচরণবিধি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং লোকেরা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও প্রতারণা ব্যবহার করতে কিছু মনে করে না। যেমন কেউ একজন বলেছেন: "*আমরা প্রথমে একে অপরকে ভাই বলে ডাকি এবং তারপরে একে অপরকে প্রতারিত করি*"।

অন্ধকারের বিষয়গুলি জয় করার ও স্বাধীন হওয়ার সাহস

আমি সেই পুরুষ ও মহিলাদের সাহসের প্রশংসা করি যারা তাদের নিজের সমাজ এবং সংস্কৃতির কালো দাগগুলি দেখে, সেগুলি প্রকাশ করার সাহস করে এবং এই শৃঙ্খল ভাঙ্গার উপায়

খুঁজে পাবার জন্য প্রাণপন করছে। এই ধরনের লোকদের ইসলাম ত্যাগ করার এবং নিজের জন্য আরও একটি ভাল পথের সন্ধান খুঁজে পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এইরকম অশান্তিপূর্ন জীবন থেকে মুক্ত হয়ে পাহাড়ের উপরের প্রদীপের মতো আলোতে চলা কী আনন্দময় হবে না যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকে উপকৃত হতে পারে? প্রত্যেকে- আপনি, আপনার পরিবার এবং অন্যরা সকলে মিথ্যা এবং প্রতারণা প্রচার করে এমন অন্ধকারের আদর্শের পরিবর্তে আপনার নিজের পরিবারের জন্য আলোর আদর্শ হয়ে অপরিমেয় শান্তির ও সান্ত্বনার কারন হয়ে উঠা। সেই মুহূর্তটি আপনার জীবনে একটি আশ্চর্যজনক মুহূর্তে পরিণত হবে যখন আপনি পরিবর্তিত হবেন এবং বলতে সক্ষম হবেন, "আহা, আমি এখন মুক্ত। আমার হ্যাঁ এখন সত্যই হ্যাঁ, আমার না এখন সত্যই না। আমার কথাগুলি আর পেঁচানোর দরকার নাই। “কারণ এখন আলো আমার আদর্শ, অন্ধকার নয়”। একটি সত্য ঈমান, আপনার জন্য এই কাজ করে থাকে। এটি যে কেবল আপনাকে প্রতারণা এবং মিথ্যাচার থেকে মুক্তি দেয় তা নয়, কিন্তু আপনার হৃদয় থেকে সেগুলির মূল কেটে দূর করে দেয় এবং আপনাকে বেহেশতি সত্ত্বা, বেহেশতি রাজকুমার এবং রাজকন্যা করে তোলে। হ্যাঁ, একটি বেহেশতি সত্তা। আপনি প্রকৃত ঈশ্বরের সাথে চলতে পারবেন, লোকদের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে জ্বলে উঠতে পারবেন এবং তাদের জন্য আলো হয়ে উঠবেন।

ইসলাম ধোঁকাবাজি, মিথ্যা, প্রতারণা এবং রাজনৈতিক খেলাগুলি থেকে মুক্তির প্রতিবন্ধক

আমি ১০০% নিশ্চিত যে, আল্লাহর সাথে চলতে ইসলাম বাধাস্বরূপ। এজন্যই আমি ইসলাম ত্যাগ করেছি এবং ঈসা মসীহের উম্মত হয়েছি। আমি আমার নিজের পরিবারে এবং অন্যের সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ইসলাম তার তাগিয়াহ বা সুবিধাজনক মিথ্যা ও প্রতারণার কারনে বাধাস্বরূপ ছিল। আমার জীবনে এমন একটি মুহূর্ত আসল যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি আর ইসলাম চর্চা করতে চাই না। ইসলামী শাস্তির কারণে আমি আমার স্ত্রী, যৌথ পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব বা অন্যদের কাছে এটি প্রকাশ করার সাহস পাইনি। ইসলাম আপনার সাথে শেকলবদ্ধ ব্যক্তির মতো আচরণ করে। ইসলাম স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না এবং আপনাকে ধর্ম ত্যাগ করার অনুমতি দেয় না।

আপনার কাছে কেবল দুটি সুযোগ রয়েছে, স্বীকার করুন এবং মারা যান বা মিথ্যা বলুন এবং বেঁচে থাকুন। যেহেতু মিথ্যা বলা এবং বেঁচে থাকা খুবই জনপ্রিয় তাই আপনিও বেশিরভাগ নেতা এবং লোকের মতো, মিথ্যা বলুন এবং বেঁচে থাকুন। কিন্তু ভাগ্য আমার দরজায় কড়া নাড়লো যখন আমি বুঝতে পারলাম যে ইসলাম যা আমার কাছ থেকে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিয়েছে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য একটি উপায় আমার খুঁজে বের করা দরকার। শান্তি এবং সান্ত্বনার জন্য আমার অন্তরে আমি

তৃষ্ণার্ত ছিলাম। এই তৃষ্ণা আমাকে আমার অন্তরে ইসলামিক চাপগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য পেতে সাহায্য করে।

আপনি চাইলে মুক্ত থাকতে পারবেন

আপনি জানেন,যে যদি আপনি সমস্ত পৃথিবীকে পান কিন্তু আপনার হৃদয়ে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য না থাকে,আপনি অনুভব করবেন যে আপনার কিছুই নাই। তারপরেই আপনি কিছু করার জন্য উঠে দাঁড়ান যেন জীবনে শান্তি আনতে পারেন। ইরানি ভাষায় আমাদের একটি প্রবাদ রয়েছে যা বলে: "আপনি পারেন যদি আপনি চান"। অন্য কথায়, আপনি যদি কোনও জিনিস চান এবং সে জন্য পদক্ষেপ নেন, আপনি তা পেতে পারেন। আমি শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম কিন্তু তারা আসলে আমার দিকে ছুটে এসেছিল। আপনি যদি আপনার গুনাহ জীবন থেকে বের হয়ে শান্তির দিকে এক পা বাড়ান, তবে শান্তির রাজপুত্র ঈসা আপনার দিকে একশো পা এগিয়ে আসেন। তাই আমার জীবনে হয়েছিল। ঈসা মসীহ এবং তাঁর সুসমাচারকে আমার জীবনের আলো হতে দিতে আমার একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। ইঞ্জিল কিতাবে ১ ইউহোন্না ২ রুকু ২১ আয়াতে বলে যে, "কোনও মিথ্যা সত্য থেকে আসে না"। আমি যখন এটি পড়েছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইসলাম সত্য হতে পারে না কারণ এটা মিথ্যা ও প্রতারণাকে বৈধতা দেয়। এগুলি সত্য থেকে নয় বরং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের শত্রু। হযরত

সোলায়মান তাঁর মেসাল কিতাবের ১২ রুকু ২২ আয়াতে বলেছেন: "মিথ্যাবাদী মুখকে মাবুদ ঘৃণা করেন, কিন্তু যে লোকেরা বিশ্বস্ততায় চলে তাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট হন"। সত্য আল্লাহ ধোঁকাবাজি, মিথ্যা এবং রাজনৈতিক খেলাগুলিকে ঘৃণা করেন। কেন? কারণ সেগুলো আপনার এবং আল্লাহর মধ্যে এবং আপনার এবং অন্যদের মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনা নষ্ট করে দেয়।

আপনি কি চান আল্লাহ আপনাকে নিয়ে সুখী হোন এবং আনন্দ করুন?

আমি যে কেবল নিজের হৃদয়ে, নিজের পরিবারে এবং অন্যের সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি পেতে চাই তা নয়, আমি আমার আল্লাহর সাথেও শান্তিতে থাকতে চাই। তখন তিনি আমাকে নিয়ে খুশি হতে পারেন এবং হযরত সোলায়মান যেমন বলেছিলেন তেমনই আমার জন্য আনন্দ করতে পারেন ।

আমি মুসলমান থাকলে এগুলির কিছুই আমার জীবনে ঘটত না। কিন্তু আমি ঈসার কাছে আমার হৃদয় দেওয়ার পরে সেগুলি সমস্তই আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠল। ঈসা মসীহের আলো আমার ভিতরের ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি উন্মুক্ত করেছিল এবং উপড়ে ফেলেছিল এবং আমাকে নিখুঁত মহত্ত্ব, পবিত্রতা, শান্তি এবং সান্ত্বনার উৎসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার জীবনের পরিবর্তন আমার স্ত্রীকেও অবাক করে দিয়েছিল এবং

ঈসা মসীহের ইঞ্জিল পড়তে উৎসাহিত করেছিল। ফলস্বরূপ, সেও তার জীবন ঈসাকে দিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলামের উপস্থিতিতে এবং ঈসার অনুপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব। ইঞ্জিল পাঠ করে তাঁর কাছে আরও অনেক বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, সে খুঁজে পেল যে ঈসা বলেছেন, একজন ব্যক্তির কেবল একটি স্ত্রী থাকা উচিত, এবং স্বামী এবং স্ত্রীগণ একে অপরকে নিজের দেহের মতো মহব্বত করেন। সে বলেছিল, "এটি চমৎকার, এক স্ত্রী এবং একজন স্বামী"। সে এটি পছন্দ করল এবং সবকিছু তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বুঝতে পেরেছিল যে স্বামী-স্ত্রী, সরকার এবং জনগন মিথ্যা ও প্রতারণাকে উৎসাহিত করে এমন ঈমান অনুসরণ করলে তারা কখনই একে অপরের সাথে শান্তিতে থাকতে পারবে না। সে ইসলাম ত্যাগ করেছিল এবং ঈসা মসীহকে অনুসরণ করল।

সন্দেহ নেই যে আপনার হৃদয়ের গভীরে শান্তি এবং সান্ত্বনার জন্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যদি তাই হয়, তবে আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাকে কাজে পরিনত করতে হবে, আপনার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনতে হবে এবং অস্বস্তির কারনগুলোকে আপনার জীবন থেকে দূর করে দিতে হবে। এই জন্য, আপনার প্রয়োজন ঈসা মসীহকে অনুসরণ করা। আর অন্য কেউ আপনাকে প্রকৃত শান্তি এবং সান্ত্বনা দিতে পারে না।

চিন্তার সময়- ১৯

১. আপনি কি মনে করেন না যে, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা বলা এবং প্রতারণা করা অন্যের অধিকার এবং স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করা?

২. আমরা যদি অন্যের সাথে প্রতারণা করি তবে তা কী আমাদের নিজের জীবন এবং আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করবে? কিভাবে?

৩. আপনার নিজের ধর্ম যখন মিথ্যা, ছলনা এবং রাজনৈতিক খেলাগুলিকে স্বাগত জানায় তখন সেগুলো থেকে নিজেকে বা আপনার পরিবারকে রক্ষা করা আপনার জন্য কতটা কঠিন হবে? এক্ষেত্রে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম উপায় কী?

৪. ঈসা মসীহের ইঞ্জিল বলে যে কোন সত্য মিথ্যা থেকে আসে না। এটি আপনার জন্য রুহানিক এবং যৌক্তিকভাবে কী অর্থ বোঝায়?

৫. কোন কোন উপায়ে আমরা ঈসাকে তাঁর সৎ শিক্ষার জন্য সম্মান করতে পারি?

ঈসা ছাড়া আর কোথাও নাজাত নেই

প্রেরিত ৪ রুকু ১০-১২ আয়াত বলছে যে, "নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে ঈসা মসীহের নাম ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি"। অন্য কথায়, গুনাহ ও ইবলিশ থেকে বাঁচাতে এবং আপনাকে অনন্ত জীবন দান করার জন্য সমস্ত জগতে ঈসা মসীহ ছাড়া আর অন্য কোনও ব্যক্তি বা ফেরেশতা বা কোন ধর্ম বা কোনও ধর্মীয় চর্চা, ঐতিহ্য বা আচার-অনুষ্ঠান নাই ।

কিভাবে ঈসা আপনাকে নাজাত দিতে পারেন?

আল্লাহ ছাড়া কে আপনাকে সত্যই নাজাত দিতে পারে বা ইবলিশকে পরাজিত করার রুহানিক শক্তি কার আছে ? তিনি আপনাকে ইবলিশের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে এবং ইবলিশের ছোঁয়া ও কষ্ট থেকেও আপনাকে নিরাপদে রাখতে পারেন। ঈসা, আল্লাহ না হলে, তিনি কীভাবে আপনাকে বাঁচাতে পারবেন? ইঞ্জিল বলে যে, ঈসা হলেন আল্লাহ এবং মানুষের নাজাতদাতা, আর মসীহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না যিনি আল্লাহর কালাম ও রুহ হিসাবে এবং আল্লাহর রুহের প্রকাশ হিসাবে এই পৃথিবীতে বাস করতে এসেছিলেন।

তিনিই সেই যার নাম ইমানুয়েল যার অর্থ আমাদের সাথে আল্লাহ। তাঁর নাম ঈসাও, যার অর্থ হলো- নাজাতদাতা এবং

মুক্তিদাতা। তাঁকে মসীহও বলা হয় যার অর্থ একমাত্র অভিষিক্ত এবং নাজাতের কাজে আল্লাহর ক্ষমতা প্রাপ্ত। ইঞ্জিলের দাবির পিছনে কি কোনও রুহানিক যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যার দ্বারা মানুষের মন, হৃদয় এবং বিবেককে ঈসাকে অনুসরণ করতে রাজি করানো যায়? ইঞ্জিল কি প্রমাণ করতে সক্ষম যে ঈসা মসীহ নিজেই আল্লাহ এবং মানুষকে বাঁচানোর ও বেহেশতে প্রবেশের পথ প্রস্তুত করতে সক্ষম?

ঈসা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এবং এগুলোর পূর্ণতা

ইঞ্জিলের যুক্তিগুলি প্রকাশ করার আগে আমাকে প্রথমে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পড়ার সুযোগ দিন যা, ঈসার জন্মেরও বহু বছর আগে তার বিষয়ে বলা হয়েছিল। ঈসা সম্পর্কে বলা নবী-রাসুলদের প্রায় ৩০০ এর অধিক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইঞ্জিল কিতাব প্রেরিত ১০ রুকু ৪৩ আয়াতে, আমাদের ঈসা মসীহ সম্পর্কে ঐসব নবী-রাসুলদের ঈমানের সংক্ষিপ্ত সার দেয়। এতে বলা হয়েছে: "সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তার উপর যারা ঈমান আনে তারা প্রত্যেকে তাঁর নামেই গুনাহের নাজাত পায়"।

এগুলি অবাক করা আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী। এগুলি ঈসার জন্মের ১২০০ থেকে ৪০০ বছর আগে বলা হয়েছিল এবং ঈসার জন্ম থেকে শুরু করে বেহেশতে যাবার আগ পর্যন্ত সমস্তই পূর্ণ হয়েছিল। আমি কেবল সেগুলোর কয়েকটিকে উল্লেখ করতে

যাচ্ছি। ঈসা মসীহের জন্মের প্রায় সাতশত বছর আগে নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং বলেছিলেন: *"কাজেই দ্বীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন অবিবাহিত সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল"।* (ইশাইয়া:৭:১৪) ইমানুয়েল মানে হল আমাদের সাথে আল্লাহ।

ইশাইয়া আবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (ইশাইয় ৯:৬-৭): *"কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, শক্তিশালী আল্লাহ, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ। তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির শেষ হবে না। তিনি দাউদের সিংহাসন ও তাঁর রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবেন; তিনি সেই সময় থেকে চিরকালের জন্য ন্যায়বিচার ও সততা দিয়ে তা স্থাপন করবেন ও স্থির করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই গভীর আগ্রহে এই সমস্ত করবেন"।*

দেখুন, নবী দাউদ ঈসার বিষয়ে জবুর শরীফে ৪৫ রুকু ৬ আয়াতে কী বলেছিলেন: "দেখুন, আপনিই ঈশ্বর, এবং আপনি চিরকাল রাজা হিসাবে রাজত্ব করবেন। আপনার রাজশক্তি ন্যায়বিচার নিয়ে আসে"।

তাই মানব-জাতির কাছে পৌঁছানোর এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিজেকে একজন মানুষ হিসাবে প্রকাশ

করার আল্লাহর ইচ্ছা ঈসার জন্মের বহু শতাব্দী আগেই কিতাবুল মোকাদ্দসের নবী-রাসুলগণ লক্ষ্য করেছেন। তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে আল্লাহ ঈসা মসীহের দেহের মধ্য দিয়ে তাঁর পূর্ণতা প্রকাশ করবেন যাতে মানুষের অন্তরে ইবলিশের রাজত্বকে ধ্বংস করতে পারেন এবং তাদের অন্তরে বেহেশতি রাজ্যকে এখন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি দর্শনের সাথে সাথে তারা সেই গৌরবময় দিনগুলির দিকে তাদের চোখ নিবদ্ধ করেছিল যখন আল্লাহ যুদ্ধ ও বিদ্বেষের উপরে মহব্বত, আনন্দ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে ঈসাতে নিজেকে প্রকাশ করবেন। তারা ঈসা মসীহকে দেখেছিল, তাঁর অসীম আল্লাহত্ব এবং শান্তির রাজপুত্র হিসাবে, অন্ধকারের জগতকে উৎখাত করে যিনি বিশ্বকে আলোকিত করবেন। তারা আরও দেখেছিল যে তাঁর রুহানিক শাসন এতটা সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে, বেহেশত ও পৃথিবীতে কেউই তা উৎখাত করতে না পারে। এ কারণেই নবী ইশাইয়া বলেছেন, "তাঁর শাসন ও শান্তি বৃদ্ধির কোন শেষ নেই" এই কারণেই, তিনি বলেছিলেন যে "কুমারীর মধ্য থেকে জন্মানো সন্তানকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলা হবে"।

লোকেরা এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শুনেছিল এবং সর্বদা ঈশ্বরের আসার, তাদের মধ্যে বাস করার এবং তাদের সমস্ত দুর্দশা থেকে মুক্তির অপেক্ষা করছিল। তারপর ঈসা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা ঈসার মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলী দেখেছিল। তারা ঈসাকে সমুদ্রের ঝড় থামাতে দেখেছিল। তারা তাঁকে মৃতদের

জীবন দান, অন্ধকে দৃষ্টি দেওয়া, পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময় করা এবং সমস্ত ধরণের অসুস্থতা ভাল করতে দেখেছিল। এমনকি তিনি দাবি করেছিলেন যে, যে কেউ তাঁকে দেখেছে সে বেহেশতি পিতাকে দেখেছে।

ঈসাতে ঐশ্বরিক সম্পূর্ণতা

ইঞ্জিল কিতাবে ইবরানী ১ রুকু ৩ আয়াতে বলেছে: "ঈশ্বরের সব গুন সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সবকিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষের গুনাহ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে ঈশ্বরের ডনে বসলেন"। ইবরানী কিতাবের একই রুকু ৮ আয়াত, হযরত দাউদ ঈসা সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা নিশ্চিত করে: "তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমি চিরকাল রাজা হিসাবে শাসন করবে! তোমার রাজশক্তি ন্যায়বিচার নিয়ে আসে"।

ইঞ্জিল কিতাবে কলসিয় ১ রুকু ১৯ আয়াত এও বলেছে যে, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পূর্ণতা ঈসা মসীহে বাস করে। অন্য কথায়, ঈসা হলেন ঈশ্বর, সমস্ত কিছু করতে সর্বশক্তিমান, এমন কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না। ঈসা মসীহের প্রেরিত পৌল ইঞ্জিলের ফিলিপীয়দের ৪ রুকু ১৩ আয়াতে তাঁর চিঠিতে বলেছেন: "মসীহের মধ্য দিয়ে আমি সব কিছু করতে পারি যিনি আমাকে শক্তি দান করেন।"

মানুষের নাজাতের জন্য ঈশ্বর ঈসাতে প্রকাশিত হলেন

সুতরাং কিতাবুল মোকাদ্দসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কাহিনী এই ঈমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ঈশ্বরই একমাত্র নাজাতদাতা এবং তিনি লোকদের বাঁচাতে, ইবলিশের বিরুদ্ধে তাদের বিজয়ী করতে এবং তাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যেতে ঈসা মসীহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন ।

যদি আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন তবে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তিনি মানুষকে ইবলিশের দাসত্ব থেকে এবং সমস্ত ধরণের রুহানিক এবং শারীরিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারেন। আপনার এও বিশ্বাস করা দরকার যে সৃষ্টির জন্য যেমন ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করার এবং আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল, তেমনি নাজাতেও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত প্রকাশ এবং স্পর্শের প্রয়োজন হয় লোককে বাঁচাতে এবং তাদের দেখাশোনা করার জন্য। সুতরাং আপনাকেও ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে আপনার হৃদয়ের সিংহাসনে বসার ও তা পুরোপুরি দখল করার অনুমতি দিতে হবে যাতে ইবলিশের জন্য আপনার হৃদয়ে কোনও জায়গা খালি না থাকে এবং সে জন্য আপনাকে বিরক্ত করতে পারে না। ঈশ্বর ইবলিশকে স্থান দিতে পছন্দ করেন না। তারা একে অপরকে পছন্দ করে না এবং কখনই এক হৃদয়ে একসঙ্গে থাকতে চায় না। অতএব, আপনার হৃদয়ে হয় আল্লাহ অথবা ইবলিশ বাস করবে । ইবলিশ যদি আপনার অন্তরে বাস

করে তবে এর অর্থ হ'ল আপনার সাথে আল্লাহ নাই, না উদ্ধার পেয়েছেন বা নাজাতের আশ্বাস রয়েছে। কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ে থাকার জন্য পথ করে দেন তবে আপনি ঈশ্বরের, তাঁর জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন এবং চিরকালেন জন্য নাজাতের নিশ্চয়তা পাবেন। এই কারণেই ঈসা মসীহে ঈশ্বরের প্রকাশ আমাদের জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেউই আমাদের ইবলিশের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয় না, যদি না আল্লাহ আমাদের নাজাতের জন্য তাঁর পরিকল্পনাকে ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের অন্তরে নিজেকে প্রকাশ না করেন বরং ইবলিশের রাজত্বকে আমাদের অন্তর থেকে উৎখাত করেন।

কীভাবে আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে ইবলিশের রাজত্বকে উৎখাত করেন এবং কীভাবে তিনি আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন?

প্রথমে আমি আপনাকে বলি কীভাবে ইবলিশের রাজ্য উন্নত হয় যাতে এর পতনটি বুঝতে সহজ হয়। ইবলিশ যে প্রতিটি প্রাণকে জয়লাভ করে এবং শৃঙ্খলিত করে সেগুলো তার রাজ্যের প্রসারের জন্য কারণ হয়ে ওঠে। একইভাবে, প্রত্যেক মানুষ যে তার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসে এবং আল্লাহর সাথে একত্রিত হয় সে ইবলিশের রাজত্ব ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, আপনি যদি নাজাত না পেয়ে থাকেন এবং নাজাতের নিশ্চয়তা না পান তবে আপনি ইবলিশের রাজত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু আপনি ইবলিশের রাজত্বকে ধ্বংস করবেন, যদি আপনি আপনাকে বাঁচাতে, আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে এবং আপনার পরিচয়টিকে বেহেশতি রূপে পরিণত করার অনুমতি ঈসাকে দেন।

ঈসা ব্যতীত ইবলিশকে পরাভূত করা অসম্ভব। ইবলিশ যেহেতু প্রতারণা এবং মিথ্যাচারের কর্তা, তাই আপনাকে ফাঁদে ফেলার জন্য সে নিজেকে নকলভাবে ভাল সাজিয়ে এবং যে কোনও সম্ভাব্য উপায়ে এমনকি একজন মিথ্যা নবী হিসাবে প্রকাশ করে। আপনার জীবনে কোনও ভাল আদর্শ না থাকলে আপনার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ কারণেই আমি আপনাকে বলেছি যে ঈসা মসীহের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঈসা মসীহের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই আমাদের জন্য জীবনের সেরা আদর্শ হতে পারে না। মানব জাতির মধ্যে সকলেই ইবলিশকে জায়গা দিয়েছে এবং গুনাহ করেছে। এমনকি ইসলামের রাসুল মুহাম্মদ সূরা আল আ'রাফ (৭) আয়াত ১৮৮ এ বলেছিলেন যে, ইবলিশ তাকে স্পর্শ করে এবং তাকে দিয়ে গুনাহ করায়। প্রত্যেকে অনাচারে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যের অধিকারকে অগ্রাহ্য করেছে এবং সচেতনভাবে বা অজ্ঞানতার সাথে ইবলিশের পক্ষে কাজ করছে। গুনাহগার লোক ভাল আদর্শ হতে পারে না। কেবলমাত্র আল্লাহ যিনি বেগুনাহ এবং নিজেকে নির্দোষ ঈসা হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন তিনিই আমাদের ভাল

আদর্শ হতে পারেন। তিনি আমাদের কাছে ঈসার মধ্যে দিয়ে হাজির হলেন যাতে আমরা সেই সেরা আদর্শর গুণটি বুঝতে সক্ষম হয় যিনি আমাদের দার্শনিক, তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিকভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী করে তুলতে পারেন।

ঈসা পৃথিবীতে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে সর্বোত্তম আদর্শ দেখিয়েছেন এবং ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ তাঁর কাজকর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। তিনি আমাদের দার্শনিকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর, অন্য ধর্মের মতো নয়, নিজেকে কখনও আড়াল করেন না কিন্তু সর্বদা উন্মুক্ত রাখেন এবং আমাদের হৃদয়ে বাস করতে এবং শয়তান যার পরিকল্পনা আমাদের মৃত্যু, তার বিরুদ্ধে আমাদের পিছনে দাঁড়ানোর জন্য তিনি প্রস্তুত। তিনি আমাদেরকে তাত্ত্বিকভাবেও শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ পবিত্র, ন্যায়বান, মহত্বতপূর্ণ, সদয়, শান্তিকামী এবং তিনি কখনও ইবলিশের সাথে সহযোগিতা করেন না। যদিও আমরা ইতিমধ্যে কোরআনে সূরা আল জ্বিন (৭২) এর শুরুর আয়াতগুলিতে দেখেছি যে, ইসলামের আল্লাহ তাঁর নিজের ধর্ম ইসলাম তাবলিগ জন্য জ্বীনদের ব্যবহার করেন। পৃথিবীতে ঈসার জীবন ও শিক্ষাগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, যেকোনো ব্যক্তি বা আল্লাহ যিনি ইবলিশ এবং জ্বিনদের সাথে সহযোগিতা করেন, তিনি সত্যের নয় এবং মানুষকে বাঁচাতে অক্ষম। এজন্য লোকদের সত্যিকারের নাজাতদাতার সন্ধান করা দরকার। ঈসা আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবেও শিক্ষা

দিয়েছেন যে সেরা আদর্শ আমাদের মহ্বতপূর্ণ, সুখী, শান্তিপূর্ণ, ধৈর্যশীল, সদয়, ভাল, বিশ্বস্ত, মৃদু এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। যে কেউ এই মানদণ্ডগুলি পালন করে না, সে লোককে উদ্ধার বা আল্লাহর সাথে এক করার দিকে পরিচালিত করতে অক্ষম হবে। সুতরাং, আপনি এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন বেহেশত বা পৃথিবীতে ঈসা মসীহের নাম ছাড়া অন্য কোনও নাম নেই যার দ্বারা আমাদের অবশ্যই উদ্ধার পেতে হবে। এজন্য ইঞ্জিল আমাদের বলে: "যারা হারিয়ে গেছে তাদের তালাশ করতে ও নাজাত করতেই ইবনে-আদম এসেছেন"(লূক ১৯:১০)।

যাঁরা হারিয়ে গেছে তারা নাজাতপ্রাপ্ত নয়, তাদের নাজাতের নিশ্চয়তা নেই এবং তারা সর্বদা ইবলিশের পরিকল্পনা ও স্পর্শের মুখোমুখি। কেবলমাত্র ইবলিশ তখনই আমাদের স্পর্শ করতে এবং পথভ্রষ্ট করতে অক্ষম, যখন আমরা জান্নাতী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হই এবং ঈসা মসীহের নেতৃত্ব এবং রুহের অধীনে সুরক্ষিত হই। বিশ্বের অনেকেই একটি ধর্ম অনুসরণ করে কেবল মাত্র তাদের বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনরা সেই ধর্ম অনুসরণ করে বলে । তারা জানে না যে, তাদের ধর্ম আল্লাহকে তাদের কাছে প্রকাশ করতে অক্ষম যাতে আল্লাহ তাদের গুনাহ এবং ইবলিশের বিরুদ্ধে তাঁর ডানার নীচে ধরে রাখতে পারেন। তবে আমাদের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা হল, এমন ঈমানের অনুসরণ করা যাকে আমরা সত্য হিসেবে জানি, এর সত্যবাদিতার পক্ষে যুক্তি রয়েছে, আমাদের বাঁচাতে এবং আমাদেরকে জান্নাতের

ধার্মিকতার পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। আমি এতই আনন্দিত এবং ভাগ্যবান যে তিনি আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আল্লাহর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আল্লাহর কাছে সমস্ত কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমার নাজাতের জন্য আল্লাহর আকাঙ্ক্ষার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিলাম, সেরা আদর্শের খোঁজ করেছিলাম এবং ঈসাকে পেয়েছিলাম। আমি আশ্চর্যজনক যুক্তিগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম যে ঈসাই সর্বোত্তম পথ ও উপায়, সত্য এবং জীবনের উৎস। মানুষকে বাঁচানোর জন্য একমাত্র তিনি আছেন এবং আমি আমার জীবন তাকে দিয়েছি। আপনিও এটি করতে পারেন এবং তাঁর উপরে আস্থা রাখতে পারেন। তিনি আপনাকেও বাঁচাতে সক্ষম।

চিন্তার সময়- ২০

১. লোকেরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সর্বত্র আছেন। যদি তাই হয় তবে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি কি সেখানে আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম?

২. আল্লাহ যদি প্রকাশকারী আল্লাহ হন, তবে যারা আল্লাহকে দেখেছিল তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে আমাদের কী বাধা দিতে পারে?

৩. আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর ব্যক্তিগত স্পর্শ এবং নিশ্বাস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আপনি কি মনে করেন না যে, নাজাতের (রুহানিক নতুনত্ব) জন্যও আল্লাহর ব্যক্তিগত স্পর্শ প্রয়োজন?

৪. আল্লাহর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে আলিঙ্গন এবং সুরক্ষা কি আপনার জন্য ভাল নয়?

৫. মূসা বলেছিলেন যে আল্লাহ নিজেকে তাঁর কাছে আগুনের মতো প্রকাশ করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে সামনাসামনি কথা বলেছিলেন। ইঞ্জিল বলে যে আল্লাহ দুনিয়াকে উদ্ধার করতে ঈসার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আপনি কী মনে করেন, আল্লাহ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না?

৬. মানুষের নাজাতের জন্য আল্লাহর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত হওয়া (আসলে একজন ব্যক্তি হওয়া) কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৭. অন্যান্য সকল ধর্মই মানুষের নাজাতকে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়, কিন্তু ইঞ্জিল বলে যে কেবল আল্লাহই নাজাত করতে পারেন। কোন নাজাত বেশি বিশ্বাসযোগ্য - মানুষের না আল্লাহর?

৮. আপনি যদি আল্লাহর দ্বারা নাজাত পেতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ঈসা মসীহকে অনুসরণ করা

দরকার কারণ কেবলমাত্র ঈসা মসীহের ঈমানেই আল্লাহ নাজাতদাতা।

ঈসাই পথ, সত্য এবং জীবন

ইঞ্জিল শরিফে ঈসা বলেছেন: "আমি পথ, সত্য এবং জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না"। (ইউহোন্না ১৪:৬)।

এই সমস্ত লোকেরা যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারা চিরকালের জন্য ঈশ্বরের সাথে থাকার বিষয়ে আস্থা রাখতে ভালবাসে। ঈসা লোকদের এই সান্ত্বনার আশ্বাস দিচ্ছেন যা আগে কেউ করতে সক্ষম হয় নি। তিনি বলছেন যে, তিনিই পথ এবং তিনি অনন্তকালের জন্য মানুষকে বেহেশতে নিয়ে যেতে সক্ষম।

ঈসাই হলেন বেহেশতের পথ

ঈসা এখানে এমন একজন নবীর মতো কথা বলছেন না যিনি বলেছেন আপনি যদি এটা করেন বা ওটা করেন তবে আপনি বেহেশতে যেতে পারবেন। তিনি বলছেন যে তিনি নিজেই বেহেশতের পথ। যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে নিশ্চিতভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুতরাং ঈসা নবী-রাসুলদের মতো নন যাঁরা কেবল তাদের উম্মতদের জন্য পথ বর্ণনা করেছিলেন তবে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে সক্ষম হননি। তার পরিবর্তে তিনি বেহেশতে তাঁর আরোহণ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ এবং আরও কয়েকশো লোক তাঁকে

এই পৃথিবী থেকে বেহেশতে যেতে দেখেছিল এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, যিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর উম্মতদের বেহেশতে নিয়ে যাবেন যেখানে তিনি নিজে আছেন। সুতরাং, ঈসা হ'ল পথ। যদি আমরা বেহেশত এবং আল্লাহর কাছে যেতে চাই এবং অনন্তকালীন মুক্তি পেতে চাই তবে আপনাকে ও আমাকে তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে।

আপনি কি জানেন যে, যে কেউ আমাদের সুসংবাদ দিতে চায় তাকে অবশ্যই সেই সুসংবাদটির একটি উদাহরণ হতে হবে? ইসলামের রাসুল বলেছিলেন যে, আপনি বেহেশতে যেতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজেও বেহেশতে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না এবং ঈসার মতো বেহেশতে আরোহণ করে দেখাতেও সক্ষম হননি।

মুহাম্মদ মারা যাওয়ার পরে তাঁর উম্মতগণ তার দাফন বিলম্ব করেছিলেন। তিনি ধুলার নীচে সমাহিত হওয়ার যোগ্য নন বলে তারা বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তারা ঈসার মতো তাঁর বেহেশতে আরোহণের আশা করেছিলেন। এটি ঘটেনি, ফলস্বরূপ, তাঁর উম্মতদের একজন জনতাকে বুঝাতে পেরেছিলেন যে, মুহাম্মদ তাদের মতোই ছিলেন এবং তাদের মতো মৃত্যুও ভোগ করেছিলেন। অন্য কথায়, তিনি ঈসার মতো নন যিনি মৃতদের মধ্য থেকে বেঁচে উঠতে এবং বেহেশতে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈসার মতো কেউ নয়। তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন এবং এখন বেহেশতের সিংহাসনে আছেন এবং

আমরা যদি তাঁকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিই তবে তিনি আপনাকে এবং আমাকে বেহেশতি করতে সক্ষম।

ঈসা আরও বলেছিলেন যে তিনিই সত্য।

আমরা ঈসার এই দাবীটি বুঝতে সক্ষম হবো না যতক্ষণ না আমরা সত্য কী তা বুঝতে না পারি। সত্য হ'ল বিষয়গুলি যা ঠিক তারই প্রকাশ। এটি কখনও কোনও জিনিসের মিথ্যা প্রকাশ সহ্য করে না। উদাহরণ স্বরূপ, সত্য আল্লাহকে এমন একজন হিসাবে বর্ণনা করে যিনি মিথ্যা বলেন না বা প্রতারণা করেন না কারণ সভাবগতভাবেই তিান ন্যায় ও পবিত্র।

ঈসা এবং তাঁর ইঞ্জিল কখনই আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বা প্রতারক বলে অভিহিত করে না, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর কোরআনে বলেছেন যে, আল্লাহ সর্বত্র প্রতারণা ও ছলনার মধ্যে সেরা এবং কিছু পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলা যায় তা অনুমোদন দেন। পূর্বের আলোচনায় আমি ইতিমধ্যে কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি যে ইসলামের অগ্রগতির জন্য মিথ্যা ও প্রতারণাকে নৈতিক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামে আপনি প্রতিপক্ষ বা অমুসলিমের জীবন ধ্বংস করার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারেন।

এগুলি ঈসা মসীহের ইঞ্জিল শরিফে একেবারে নিষিদ্ধ। আপনার শত্রু সহ কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি নেই, কারণ সত্য কখনও অসত্যকে প্রচার করে না। ইঞ্জিল শরিফে ইয়াকুব কিতাবের ৩ রুকু ১০- ১২ আয়াতে বলা

হয়েছে: "*আমাদের একই মুখ দিয়ে প্রশংসা আর বদদোয়া বের হয়ে আসে। আমার ভাইয়েরা, এই রকম হওয়া উচিৎ নয়। একই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা স্রোতের মধ্যে কি একই সময়ে মিষ্টি আর তেতো পানি থাকে? আমার ভাইয়েরা, ডুমুর গাছে কি জলপাই ধরে? কিংবা আঙ্গুর লতায় কি ডুমুর ধরে? তেমনি করে নোনা পানির মধ্যে মিষ্টি পানি পাওয়া যায়না*"।

একইভাবে, সত্য যদি আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে আমাদের জিহ্বা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কিন্তু আমরা যদি মিথ্যা বলি বা প্রতারণা করি তবে এর অর্থ হ'ল মন্দ আমাদের হৃদয়ের প্রবাহ, সত্য নয়। ঈশ্বরের মুখ তাঁর হৃদয় থেকে কথা বলে। তাঁর হৃদয় নিখুঁত সত্যের জায়গা। ঈশ্বরের হৃদয়ে মিথ্যা বা প্রতারণার কোনও জায়গা নেই; এবং এই কারণে তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না, প্রতারণা করেন না বা কাউকে মিথ্যা বা প্রতারণার নির্দেশ দেন না। সুতরাং, যে কোনও নবী বা ধর্ম আল্লাহকে মিথ্যা ও প্রতারণার কারণ বলে, তা যে কোনও কারণেই হোক না কেন, তা আল্লাহর এবং সত্যের হতে পারে না।

পৃথিবীতে ঈসা মসীহের জীবন ছিল ঈশ্বরের সত্যের নিখুঁত প্রকাশ যার মধ্যে কোনও মিথ্যা ও ছলনা ছিল না। তাঁর ইঞ্জিল কোনও ধরণের মিথ্যা এবং ছলনা এমনকি সুবিধাজনক কারন হলেও তা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং, ঈসা যখন বলেন যে তিনিই সত্য, তাঁর দাবীতে তিনি ঠিক আছেন। তিনি কোন মিথ্যা ও

প্রতারণার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করেন না, কাউকে কখনও মিথ্যা বা প্রতারণার জন্য উৎসাহিত করেন না এবং তাঁর কথা ও কাজে কোন মিথ্যা বা প্রতারণা নেই। তিনি সত্যের উৎস, এবং পৃথিবীতে তাঁর সত্য জীবন আমাদের এখন ও অনন্তকাল তাঁকে বিশ্বাস করার একমাত্র কারণ

ঈসা আরও বলেছিলেন যে তিনিই জীবন।

ইঞ্জিল কিতাবে ইউহোন্না ১ রুকু ৪ আয়াত বলে যে, ঈসার মধ্যেই জীবন, এবং সেই জীবন মানুষের আলো। তাঁর জীবন এমন একটি জীবন যা চিরন্তন জীবন প্রদান করে, মানুষের নিকট বেহেশতি আলো প্রতিফলিত করে এবং তাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যায়। ঈসা ইঞ্জিল কিতাবের ইউহোন্না ৫ রুকু ২৫ আয়াতে বলেছেন: *আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, এমন সময় আসছে, বরং এখনই এসেছে, যখন মৃতেরা ইবনুল্লাহর গলার আওয়াজ শুনবে এবং যারা শুনবে তারা জীবিত হবে* ঈসা মৃতদের জীবিত করেছিলেন এবং যারা জীবিত ছিলেন । তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন এবং তাদের অনন্ত জীবন দান করেছিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে তাঁর দাবী প্রমাণ করেছিলেন যে তিনিই জীবনদাতা।

মসীহের কাজ কেবলমাত্র একজন নবীর মতো লোকদের পরিচালিত করা না, কিন্তু গুনাহ থেকে তাদের অন্তরকে পরিষ্কার করা, তাদের হৃদয়কে নতুনীকৃত করা এবং প্রথমে তাদের

অনন্তজীবন দেয়া এবং তারপরে সত্য, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি এবং মহব্বতের পথে তাদের পরিচালিত করা। হৃদয় যদি প্রথমে পরিষ্কার না করা হয় এবং নতূনীকৃত না করা হয় তবে তা পরিচালিত করা যায় না। এছাড়াও, কেউই হৃদয়কে পরিষ্কার ও নবায়ন করতে পারে না এবং সত্য নির্দেশনা দিতে পারে না যদি তিনি নিজেই জীবন এবং জীবনের উৎস না হন। ঈসা হলেন সেই ব্যক্তি। জীবন এবং জীবনের উৎস হিসাবে, তিনি জীবনদাতা। সুতরাং, ঈসা বেহেশতে যাওয়ার পথ। আল্লাহকে প্রকাশ করার এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে প্রবেশযোগ্য করার একমাত্র উপায় তিনি।

ঈসা মসীহের পথে, আল্লাহ এবং লোকদের মধ্যে কোনও পর্দা নেই

তাঁর মধ্যে দিয়ে লোকেরা আল্লাহর সাথে থাকতে পারে, সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলতে বা তাঁর রব শুনতে এবং তাঁর সাথে একত্রিত হতে পারে। কিন্তু কোরআন সুরা আশ শূরা (৪২) আয়াত ৫১ এ বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ এবং তাঁর আল্লাহর মধ্যে একটি পর্দা রয়েছে এবং ইসলামের আল্লাহ কখনও কারও সাথে সরাসরি কথা বলেন না। এখানে আপনার নিজের বিবেককে সুযোগ দেওয়া দরকার মুহাম্মদ এবং ঈসার পথের মধ্যে সঠিকটি বেছে নেওয়ার।

মুহাম্মদ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাঁর আল্লাহর পথে, তাঁর ও আল্লাহর মধ্যে সর্বদা একটি পর্দা থাকবে কিন্তু ঈসার পথে এ

জাতীয় কোন বাধা নেই। সুতরাং, ঈসা বেহেশতে যাওয়ার সঠিক পথ। দ্বিতীয়ত, ঈসা ইতিমধ্যে বেহেশতে আছেন কিন্তু মুহাম্মদ কোরআন অনুসারে বেহেশতে নেই। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যিনি বেহেশতে আছেন তিনিই বেহেশতে যাওয়ার সঠিক পথপ্রদর্শক ও পথ হতে পারেন।

তৃতীয়ত, কেবলমাত্র বেহেশতি পুরুষ এবং স্ত্রীলোকই ঈশ্বরের সাথে থাকতে পারে এবং তাঁর কাছে যেতে পারে। আপনি যদি ঈসাকে অনুসরণ করেন তবে আপনিও তাঁর মতো বেহেশতি হয়ে উঠবেন এবং চিরকাল আল্লাহর সাথে থাকতে পারবেন। সুতরাং, ঈসা মসীহ মুসলমান এবং সকলের কাছে আল্লাহকে চেনানোর একমাত্র প্রত্যাশা।

মুসলমানদের আল্লাহর সাথে একত্রিত করার আশা ঈসা মসিহ। ইবলিশকে পরাভূত করার এবং হাশরের দিন মুক্ত হওয়ার জন্য মুসলমানদের একমাত্র আশা ঈসা মসীহ। ঈসা হলেন মুসলমানদের বেহেশতি হওয়ার আশা। ঈসা মসিহে আপনার আস্থা রাখুন এবং নাজাতের চিরন্তন আনন্দ গ্রহণ করুন।

আমার আলোচনার শুরু থেকে শেষ অবধি আপনার ধৈর্যের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আশা করি এবং মোনাজাত করি যে সেগুলো সহায়ক ছিল এবং সহায়ক হয়ে উঠবে। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

চিন্তার সময়- ২১

১. কী ঈসাকে একজন নবীর চেয়ে আলাদা করে?
২. ঈসা বলেছেন যে, তিনি বেহেশতের পথ। তাঁর দাবির পক্ষে কি কোনও প্রমাণ আছে?
৩. ঈসা বেহেশত থেকে এসেছেন, তিনি এখন বেহেশতে আছেন, বেহেশতের পথ জানেন এবং আমাদেরকে বেহেশতে পরিচালিত করতে সক্ষম। তাঁর উপর এখনই আপনার আস্থা রাখা থেকে বিরত করার মতো কিছু কি আছে?
৪. ঈসা আরও বলেছেন যে তিনিই সত্য। পৃথিবীতে তাঁর জীবন কি তাঁর দাবি প্রমাণ করে?
৫. ঈসা যদি সত্যই হন, তবে তাঁকে সত্যের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা কি আপনার পক্ষে ভাল নয়?
৬. জীবনদায়ী আল্লাহর রুহ, কুমারী মরিয়মের কাছে এসেছিল এবং তিনি একটি সম্পূর্ণ পবিত্র এবং জীবনদায়ী পুত্রকে জন্ম দান করেছিলেন। এই কারণেই ঈসা অনন্ত জীবন এবং জীবনের উৎস এবং জীবন দাতা বলে দাবি করেছিলেন। আপনি যদি তাঁর উপরে বিশ্বাস না করে থাকেন তবে দয়া করে এটি করুন এবং অনন্ত জীবন লাভ করুন।

গ্রন্থপঞ্জি

Muhammad Jarir Tabari, Tabari's History, "*The History of Prophets and Kings*"

Qurans: Nobel Koran, Pickthall, Yusuf Ali and Dr. Mohsin.

Scripture quotations are from The Holy Bible, King James Version (KJV) (public domain).

Scripture taken from the Holy Bible, Modern King James Version ®, Copyright © 1962 – 1998. By Jay P. Green, Sr. Used by permission of the copyright holder.

Scripture quotations marked are from ESV (The Holy Bible, English Standard Version ®), Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

Scripture quotations are from The Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VESION ®, Copyright © 1973, 1978, 1984 by International Bible Society. Used by permission of Zondervan Publishing House. All rights reserved.

Scripture quotations are from the (CEV) Contemporary English Version Copyright ® 1991, 1992, 1995 by American Bible Society, used by permission.

The Mecca Question by Jeremy Smyth, Copyright © Jeremy Smyth, 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came_...

https://en.wikipedia.org/wiki/Giraffe#Neck;

http://www.africam.com/wildlife/giraffe_drinking

কিতাবের আয়াতগুলো "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" কর্তৃক প্রকাশিত "কিতাবুল মোকাদ্দস" থেকে নেওয়া হয়েছে।

কোরআনের আয়াতগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "পবিত্র কোরআন" থেকে নেওয়া হয়েছে।

মুসলমানদের শৈশব থেকেই শেখানো হয় যে ইসলামই শেষ এবং নিখুঁত ধর্ম। তাদের নেতা এবং আলেমগণ অন্যদের ঈমানের সাথে এই দাবির তুলনা করার সুযোগ না দিয়েই এই কথা তাদের শেখায়। বাস্তবে তাদের আল্লাহ-প্রদত্ত স্বাধীনতা এবং নিজের জন্য সর্বোত্তম বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ আবিষ্কার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা জীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজন।

অন্যান্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বদর্শন শেখার মাধ্যমে বোঝা এবং স্বাধীনতা লাভ করে মুসলিমরা ইসলামের অবজ্ঞার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। বইটি মুসলমানদের বোঝাতে উৎসাহিত করে যে, প্রথমে প্রকৃত ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জন না করলে সর্বোত্তম বিশ্বাস ব্যবস্থা এবং সৃজনশীল সংস্কৃতি তারা লাভ করতে পারবে না। এরপরে বইটি ইসলামের মূল মতবাদগুলির অর্ন্তদৃষ্টিগুলো আলোচনা করে এবং ঈসায়ী ঈমানের সাথে ইসলামী ঈমানের মূল দিকগুলির তুলনামূলক পার্থক্য করে, যাতে মুসলমানরা ইসলাম প্রকৃত ঈমান ইসলামের এই দাবির সম্পর্কে মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সত্য দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারে।

ড. ড্যানিয়েল শায়েস্তেহ একজন প্রাক্তন চরমপন্থী মুসলিম শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ, তিনি এখন ঈসা মসীহের জন্য একজন পক্ষ-সমর্থনকারী ও প্রচারক। দুই দশকধরে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ এবং মুসলিম ও বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাসের সাথে অগণিত আলোচনা পর্বের সাথে জড়িত হওয়ার কারনে, ড্যানিয়েল অনন্যভাবে প্রতিভাবান এবং মানুষের মন ও হৃদয় স্পর্শ করার জন্য এবং মসীহের মহত্বকে শক্তিশালী ভাবে শেয়ার/প্রচার করার জন্য প্রস্তুত এবং যোগ্য।

Exodus from Darkness, Inc.
©2020 All Rights Reserved
www.exodusfromdarkness.org

ISBN 978-0-6489558-1-8
90000
9 780648 955818